করোনার এ সংকটেও প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা আছে আপনাদের পাশে। সবাই সুস্থ ও নিরাপদ থাকুন। সংক্রমণরোধে নিয়মকানুন মেনে চলুন।

প্রথম আলো

Prothom Alo North America

10 February 2022, Thursday, 5th Year, Issue 256, 40 Pages

এ জীবন কেবলই ভালোবাসার
পৃষ্ঠা: ৩৬

১০ ফেব্রুয়ারি ২০২২, ২৭ মাঘ ১৪২৮, ৯ রজব ১৪৪৩, বৃহস্পতিবার, বর্ষ ৫, সংখ্যা ২৫৬, পৃষ্ঠা: ৪০

মুদাচ্ছির খন্দকারের গাড়ি এটি, গাড়িটি বাসার সামনে পার্ক করে দরজা খুলতেই তাঁকে গুলি করা হয়। গাড়ির নিচে জমাট বেঁধে আছে তাঁর রক্ত। ৯ ফেব্রুয়ারি নিউইয়র্কের ওজনপার্কের সিটিলাইনে ২০০ ফরবেল স্ট্রিটে। ছবি: সংগৃহীত

বাংলাদেশি খুন, ক্ষোভ-আতংক

নিউইয়র্কের ওজনপার্ক

রুদ্র মাসুদ

সাইডওয়াক ঘেঁষে রাস্তায় রক্তের দাগ লেগে আছে, তখনো শুকায়নি। স্কুল ফেরত শিশু-কিশোররা তাজা রক্ত দেখে কিছুটা ভড়কে যাচ্ছে। আর অভিভাবকরা টেনে নিয়ে যাচ্ছেন ভয় এড়াতে। রাস্তার বিপরীত পাশে 'মসজিদ আল আমান'-এর সামনে ১০-১২ জন বাংলাদেশি একটি বাংলা ভাষার টিভি চ্যানেলের লাইভে সাক্ষাৎকার দিচ্ছেন। কিছুক্ষণের মধ্যে অন্য দু'টি টিভি চ্যানেলের ক্যামেরাও

মুদাচ্ছির খন্দকার

পৌঁছে। উপস্থিত স্বদেশীদের চোখেমুখে ক্ষোভ আর উৎকণ্ঠা। অথচ আশপাশে শুনশান নিরবতা, যেন কিছুই হয়নি।

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ৪

'মাদার অব ডেমোক্রেসি' সম্মাননা পেলেন খালেদা জিয়া

ডেস্ক রিপোর্ট

খালেদা জিয়া

গণতন্ত্রের প্রতি অসামান্য অবদানের জন্য বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে 'মাদার অব ডেমোক্রেসি' সম্মাননা দিয়েছে

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ৩

আমেরিকার কর্মবাজার এখন কর্মজীবীদের!

রহমান মাহবুব

- অর্থনীতিবিদরা আশা করছেন, প্রায় দশ লাখ এ বছরেই কাজে ফিরে আসবে।
- আমেরিকার কর্মজীবীদের আয় আগের বছরের তুলনায় ৫ দশমিক ৭ শতাংশ বেড়েছে।

আমেরিকার রেকর্ড সংখ্যক লোকজন কাজকর্ম থেকে সরে দাঁড়াচ্ছে। গত বছরে স্বেচ্ছায় কাজ ছাড়া আমেরিকানদের সংখ্যা অতীতের সব রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে। মহামারিতে ৯ লাখের বেশি মানুষের দেশ আমেরিকায় কর্মক্ষেত্রে পরিবর্তন এসেছে। বহু লোকজন বেশ আগেই অবসরে চলে যাচ্ছে। লোকজন স্বেচ্ছায় কাজ ছেড়ে দিচ্ছে। বিশাল এ কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীকে কাজে ফিরিয়ে আনা নিয়ে দুশ্চিন্তা শুরু হয়েছে আমেরিকায়। চলমান সময়ে কর্মিসঙ্কটে হিমশিম খাওয়া আমেরিকা এ নিয়ে এক ভিন্ন চ্যালেঞ্জে পড়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

২০২১ সালে আমেরিকার কর্মজীবীদের মধ্যে ৬৮ দশমিক ৯ মিলিয়ন লোক চাকরি থেকে সরে দাঁড়িয়েছে। এরমধ্যে ৪৭ দশমিক চার মিলিয়ন লোকজনই স্বেচ্ছায় কাজ ছেড়ে দিয়েছে। অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান গোল্ডেন স্যাচসের মতে, আমেরিকার কর্মীদের মধ্যে প্রায় আড়াই মিলিয়ন লোকজনের খোঁজই পাওয়া যাচ্ছে না। প্রায় ৮ লাখ

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ৪

টিকাদানে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান ৯০তম

ডেস্ক রিপোর্ট

এখন পর্যন্ত পৃথিবীর ৪৮৪ কোটিরও বেশি মানুষকে করোনাভাইরাসের অন্তত এক ডোজ টিকা দেয়া সম্পন্ন হয়েছে, যা বিশ্বের মোট জনসংখ্যার ৬৩ শতাংশ। আর টিকার উভয় ডোজ বা টিকা নেয়া সম্পূর্ণ করেছেন বিশ্বের মোট জনসংখ্যার ৫৫ শতাংশ মানুষ। অতিরিক্ত ডোজ বা বুস্টার ডোজ পেয়েছেন ১৩ শতাংশ মানুষ। যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবশালী নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকা বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন দেশের টিকাদান কর্মসূচির নিয়মিত যে হালনাগাদ জানাচ্ছে তা থেকেই এসব তথ্য (৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত) পাওয়া গেছে। এতে দেখা গেছে, টিকাদানে বিশ্বে শীর্ষে অবস্থান করছে এশিয়ার দেশ সংযুক্ত আরব আমিরাত। দেশটির ৯৯ শতাংশ মানুষকেই অন্তত এক ডোজ টিকা দেয়া সম্পন্ন হয়েছে। উভয় ডোজ বা টিকা নেয়া সম্পূর্ণ করেছেন ৯৬ শতাংশ। আর অতিরিক্ত ডোজ বা বুস্টার ডোজ পেয়েছেন ৪৬ শতাংশ।

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ১

লতা মঙ্গেশকর

চলে গেলেন কিংবদন্তি গায়িকা লতা মঙ্গেশকর

ডেস্ক রিপোর্ট

চলেই গেলেন উপমহাদেশের কিংবদন্তি সংগীতশিল্পী লতা মঙ্গেশকর। তিনি দ্রুত সেরে উঠবেন বলে প্রত্যাশা ছিল সবার। কিন্তু আশঙ্কাই সত্যি হলো। ৬ ফেব্রুয়ারি রোববার ভারতের মুম্বাইয়ের ব্রিচ ক্যান্ডি হসপিটালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় ৯২ বছর বয়সী এই গায়িকার। লতা কয়েক সপ্তাহ ধরে কোভিড-১৯ ও নিউমোনিয়ায় ভুগছিলেন। হাসপাতালের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এন সান্তানাম এ খবর নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, কয়েক সপ্তাহ চিকিৎসাধীন থাকার পর তিনি সামান্য সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন। তবে গতকাল শনিবার হঠাৎ করেই তাঁর অবস্থার অবনতি হয়।

আগের দিন শনিবার লতার শারীরিক অবস্থা ফের জটিল আকার নিয়েছিল। আইসিইউতে ছিলেন তিনি। ভারতীয় গণমাধ্যম টাইমস অব ইন্ডিয়ার খবরে গতকাল বলা হয়েছিল, লতা মঙ্গেশকরের শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক। ফের তাঁকে রাখা হয়েছিল ভেন্টিলেশনে।

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ১

Queens Social Adult Day Care Center Inc

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্‌ক

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্‌ক একটি ডে-কেয়ার সার্ভিস সেন্টার। আমরা লিঙ্গ, জাতি অথবা ধর্ম বৈষম্যহীনভাবে সবধরণের গ্রাহক সেবা প্রদান করি। আমরা দুরারোগে অসুস্থ্য এবং প্রতিবন্ধী গ্রাহকদের, প্রবীণ ব্যক্তিদের নিরাপদ এবং উপযুক্ত ডে-কেয়ার সার্ভিস প্রদান করে থাকি। আমরা নিশ্চিত করি যেন গ্রহক মানসম্পন্ন সেবা আমাদের সেন্টার থেকে পেতে পারেন যাতে করে তাকে কোন নার্সিং হোমে যেতে না হয়। মেট্রোপলিটন এলাকায় আমাদের অভিজ্ঞ কর্মীরা সর্বাত্মক ডে-কেয়ার সেবা প্রদান করে থাকেন।

ব্যক্তিগত পরিচর্যা

আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য গ্রাহককে সাহায্য করা। আমরা গ্রাহকের ব্যক্তিগত চাহিদা সম্পর্কে পরিপূর্ণ পরিচর্যার পরিকল্পনা তৈরী করি। পরিচর্যা পরিকল্পনাসমূহ হচ্ছেঃ

- নাস্তা ও দুপুরের খাবার পরিবেশন (হালাল)
- ফিল্ডট্রিপস্ (পিকআপ এন্ড ড্রপস্)
- ডায়াবেটিক প্রতিরোধক কার্যক্রম
- নিম্নলিখিত সেবাসমূহে আবেদনে সহায়তা (মেডিকেইড, মেডিকেয়ার, ফুড স্ট্যাম্প, এসএসআই, উইক, অক্ষমতা আয়, চাইল্ড সাপোর্ট, নগদ সহায়তা, ভাড়া, এইচইএপি)
- চুলকাটা ও প্রসাধনী সহায়তা
- ওজু ও নামাজের ব্যবস্থা
- টেলিভিশন, ইন্টারনেট ও কম্পিউটার
- ইংরেজী ও কম্পিউটার ক্লাস
- সংগীত চর্চা ও শোনার ব্যবস্থা

শিক্ষা কার্যক্রম

- কম্পিউটার ও প্রযুক্তি দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- গ্রন্থাগার

শারিরীক স্বাস্থ্য কার্যক্রম

- ইয়োগা, তাইচি, ব্যয়াম ও জিমের ব্যবস্থা
- ফিজিক্যাল থেরাপী

মানসিক স্বাস্থ্য পরামর্শ

- রিলাক্সেশন স্কিল ট্রেনিং
- পরামর্শ এবং সহায়তা গ্রুপ
- মানসিক স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট

বিনোদনমূলক কার্যক্রম

- পিকনিক
- যাদুঘর ভ্রমণ
- সমদ্র সৈকতে পার্টি
- নৌ-ভ্রমণ ও মৎস শিকার

আধ্যাত্মিক কার্যক্রম

- শান্ত সময়
- ধ্যান

অবসর কার্যক্রম

- কেরাম বোর্ড
- লুডু
- দাবা
- ধাঁধা
- অধ্যায়ন

We speak Spanish, Urdu, Hindi & Arabic

আমরা নিজস্ব ট্রান্সপোর্টে ফ্রি পিকআপ এবং ড্রপস করে থাকি

আমরা ৭ দিনই খোলা

For details information please contact

ENGINEER MAHFUZUL HAQUE

MS in Telecom (Pace University, NY), US Coast Guard Licensed Captain

148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435

718-647-4444, 646-591-6782 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com

জ্যামাইকার সাটফিন বুলেভার্ডে এই প্রথম বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা ইমিগ্রেশনের জন্য মেডিকেল করি

মোহাম্মদ এ. ওয়াহিদ, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

আমাদের সেবাসমূহ

- যত্নসহকারে পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হয়
- প্রাইমারি কেয়ার/ইন্টারনাল মেডিসিন
- রক্ত, প্রস্রাব, ইকেজি, সনোগ্রাম, এলার্জি পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- হজ ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য ফ্লু/ভ্যাকসিন
- জব, স্কুল, টিএলসি সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা (ফিজিক্যাল এক্সাম)
- হেলথ ইনসুযরেন্স ছাড়া রোগীদের বিশেষভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে
- ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- স্কুল ফর্ম পূরণ, WIC ফর্ম, PAP Smear পরীক্ষা, ড্রাগ টেস্ট করা হয়
- স্কুল–কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- অন্য সব ধরনের চিকিৎসা অত্যন্ত যত্নসহকারে করা হয় এবং পরার্মশ দেওয়া হয়।
- আমরা প্রায় সব ধরনের ইনসুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।
- আমাদের অফিস প্রায় ৭ দিনই খোলা।

আপনি জানেন কি?

- বাংলাদেশি ও ভারতীয় অভিবাসীদের হৃদরোগের আশঙ্কা অন্যান্য আমেরিকানদের চেয়ে বেশি।
- আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখ, থাইরয়েড, এ্যাজমা (হাঁপানি), বাতের ব্যথা, চর্মরোগ, এলার্জি, যৌন রোগসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারীরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের আশঙ্কা সম্পর্কে জেনে নিন।

রুবিনা আক্তার, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

WAHID MEDICAL PLLC
147-28, Hillside Avenue, Jamaica, NY-11435
Tel: 718-487-3671, Fax: 718-487-3715

Gehi & Associates
ATTORNEYS AT LAW
www.gehilaw.com

Grand Opening
আমরা এখন Jackson Height

ফ্রি কনসালটেশন

74-09 37th Ave, Suite 205, Jackson Heights, NY 11372
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432

TEL: 718-263-5999
TEL: 718-577-0711
TEL 718-764-6911

*ইমিগ্রেশন *ব্যাংক্র্যাপসি *ক্রেডিট কার্ড মেটার *ডিভোর্স *সিটিজেনশিপ *চাইল্ড কাস্টডি
*চাইল্ড সাপোর্ট অর্ডার অব প্রোটেকশন *সব ধরনের ভিসা ও ফিয়ানসি ভিসা প্রসেসিং

- Do you want apply for a green card?
- Are you having credit card problems?
- Has your bank account been sealed?
- Are you being deported?
- Are you unable to pay your debts?
- Are you getting harrassed by creditors?

WE ARE OPEN 7 DAYS a week

IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.

ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTING TO THEIR CREDITORS, PRIOR RESULTS DO NOT GUARANRTEE FUTURE OUTVCOME

CALL: 718-263-5999

*তুলনামূলকভাবে কম ফি *সন্ধ্যা এবং সাপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

আমরা বাংলায় কথা বলি

Ms. Farzana Choudhury

ACE INSTITUTE OF TECHNOLOGY
এইস্ ইন্‌স্টিটিউট অফ টেকনোলজি

২০১৯ সাল বাঙালীদের জন্য দারুন সুখবর!
Where it's all about excellence in education
নিউইয়র্ক স্টেট শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক লাইসেন্সপ্রাপ্ত
Licensed by New York State Department of Education.
কাউন্সিল অব অকুপেশনাল এডুকেশন (সিওই) কর্তৃক এক্রেডিয়েশনপ্রাপ্ত

BECOME A
MEDICAL ASSISTANT
- EKG Technician & Phlebotomy Technician
- Medical Insurance, Billing & Records

Diagnostic Medical Sonographer

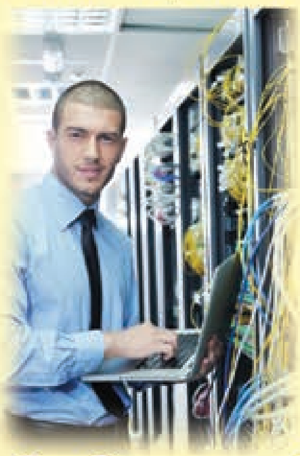

BECOME A
COMPUTER NETWORK ADMINISTRATOR
- PC Technician (A+ Cert.)
- Networking Concepts (N+ Cert.)
- Network Security (Security+ Cert.)
- Computer Networking (MCITP/MCTS)

Web & Graphic Design

সুবিধাজনক ক্লাশসূচি
প্রভাতী ক্লাশ
সকাল ৯টা থেকে দুপুর ২টা
সন্ধ্যাকালীন ক্লাশ
বিকাল ৬টা থেকে রাত ৯টা

সাপ্তাহিক ছুটির দিনেও ক্লাশের সুযোগ রয়েছে।
আনুষাঙ্গিক সুবিধা সমূহ
Financial Aid available for select program to those who qualify.

বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন:
www.acecareer.edu | info@acecareer.edu

যোগাযোগ: MANHATTAN 212-695-9700, QUEENS 718-575-3223
40-38. 75th Street, Elmhurst, NY 11373

KARNAFULLY
কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিস
TAX SERVICES INC.

কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস
KARNAFULLY TAX SERVICES INC

We are Licensed by the IRS

CPA & Enrolled Agent

এর মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন

ইনকাম ট্যাক্স

- Individual Tax Return (All States)
- Self Employed (taxi driver and vendor), /and Sole Proprietorship.
- Small Business
- Corporate Tax Return
- Partnership Tax Return
- Current Year / Prior Years' & Amended Tax Returns
- Individual Tax ID Numbers (ITIN)

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

Direct Deposit

একাউন্টিং

- Payroll, W-2's, Pay Checks,
- Pay subs, Sales Tax, Quaterly & Year-end filings

NEW BUSINESS SETUP

- Corporation
- Small business (S-corp)
- Partnership
- LLC/SMLLC

Representation taxpayers IRS & State tax audit.

আমাদের ফার্মে রয়েছে অভিজ্ঞ
CPA & Enrolled Agent

Special Price for W2 File

ইমিগ্রেশন

- Petition for Alien relatives
- Apply for citizenship or Passport
- Affidavit of Support
- Condition Removal on Green Card
- Reentry Permit
- Adjustment of Status

Members: NSA NATP Member of AICPA naea

Mohammed Hasem, EA, MBA
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
IRS Certifying Acceptance Agent
Admitted to Practice before the IRS

OFFICIAL NOTARY PUBLIC DULY COMMISSIONED

ADMITTED TO PRACTICE BEFORE THE IRS
ENROLLED AGENT

Office Hours:
Monday - Saturday
10 am - 9 pm
Sunday 7 pm

VISA MasterCard DISCOVER
Tax Preparation fee pay by Cradit card

Ph: 718-205-6040, 718-205-6010, Fax : 718-424-0313

karnafullytax@yahoo.com, www.karnafullytax.com

Please subscribe to our YouTube Channel KARNAFULLY TAX to get the latest updates.

37-20 74th Street, 2nd Floor, Jackson Heights

GLOBAL MULTI SERVICES INC.
Quick Refund
IRS Authorized Agent
Our Services
TAX (Federal & State)
IMMIGRATION
CORPORATION
BUSINESS SERVICES
CONSULTING
Tareq Hasan Khan
CEO
Open 7 Days
A Week
IRS e-file
37-18 74th Street, Suite 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-205-2360, Email: globalmsinc@yahoo.com

Parkchester Medical
PARKCHESTER MEDICAL
পার্কচেষ্টার মেডিক্যাল
WE WELCOME WALK INS
PARKCHESTER MEDICAL SERVICES
MEDICAL CENTER
718.828.6610
1211 WHITE PLAINS ROAD, BRONX, NY 10472
TEL: 718-828-6610
INTERNAL MEDICINE
ASTHMA DIABETES CENTER
CARDIOLOGY
PHYSICAL THERAPY
UROLOGY
GYNECOLOGY
PODIATRY
GASTRO-ENTEROLOGY
ORTHO-PEDICS
HEALTH CARE FOR THE ENTIRE FAMILY
WE ARE OPEN:
MONDAY & THURSDAY 8:30AM-8:00PM
TUESDAY, WEDNESDAY & FRIDAY 8:30AM-6:00PM
SATURDAY 9:00AM-3:00PM
WE ACCEPT ALL MEDICAID / MEDICARE MOST INSURANCES ACCEPTED INCLUDING WORKERS COMP. NO-FAULT, SLIP AND FALL.
শারীরিক অভ্যন্তরীন সমস্যা
শ্বাসকষ্ট, ডায়বেটিস চিকিৎসা
হৃদরোগ
শারীরিক ব্যায়াম বা থেরাপি
মূত্র সংক্রান্ত চিকিৎসা
নারী স্বাস্থ্য চিকিৎসা কেন্দ্র
পায়ের চিকিৎসা
পরিপাকতন্ত্রীয় চিকিৎসা
হাড়ের চিকিৎসা
সম্পূর্ণ পরিবারের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র
আমরা বাংলায় কথা বলি
মেডিক্যাল সময়সূচি:
তাৎক্ষনিক চিকিৎসা সেবায় স্বাগতম!
সোমবার এবং বৃহস্পতিবার
সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৮:০০টা
মঙ্গলবার, বুধবার এবং শুক্রবার
সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৬:০০টা
শনিবার
সকাল ৯:০০ মিঃ থেকে দুপুর ৩:০০টা
আমরা সকল প্রকার মেডিকেইড ও মেডিকেয়ার সহ অধিকাংশ ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।
সাথে আরো আছে: • কর্মস্থলের ক্ষতিপুরন
• নির্দোষ প্রমাণের ব্যবস্থা • পিছলে পড়ে যাওয়া

প্রথম আলো
Prothom Alo North America

মৃত্যুর কোনো ক্ষতিপূরণ হয় না

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের শিক্ষার্থী মাহমুদ হাবিব হিমেল ১ ফেব্রুয়ারি রাতে ট্রাকচাপায় মারা গেছেন। বন্ধুকে নিয়ে মোটরসাইকেলে ক্যাম্পাস থেকে বের হওয়ার সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের হবিবুর রহমান হলসংলগ্ন রাস্তায় একটি মালবাহী ট্রাকের ধাক্কায় ঘটনাস্থলেই নিহত হন তিনি। বন্ধু রায়হান প্রামাণিক রিমেল আহত হয়ে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। হিমেলের মোটরসাইকেলে ধাক্কা দেয়া ট্রাকটি নির্মাণসামগ্রী বহন করছিল। জায়গাটি অন্ধকার ছিল। হিমেল পাথরবোঝাই ট্রাকটিকে সাইড দিয়ে রাস্তার পাশে নেমে গেলেও ট্রাকচালক আশপাশে না দেখে মোটরসাইকেলটিকে ধাক্কা দেন বলে সহযাত্রী রিমেল জানিয়েছেন। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ঘটনাটিকে দুর্ঘটনা না বলে হত্যাকাণ্ড বলছেন। আর হত্যাকাণ্ডের জন্য ট্রাকচালক ও তাঁর সহযোগীকে দায়ী করার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের গাফিলতি ও অবহেলার বিষয়টিও সামনে এনেছেন শিক্ষার্থীরা। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা ভারী যানবাহন চলাচলের জায়গা নয়। অথচ তিনটি নতুন ভবনের নির্মাণকাজের জন্য সেখানে নিয়মিত ট্রাক চলাচল করছে। এই কাজও জরুরি। তাই যান চলাচলের একটি নীতিমালা আগেই তৈরি করা দরকার ছিল। নির্মাণযন্ত্র ব্যবহারের শব্দ এবং মালামাল পরিবহনের জন্য সময় নির্ধারণ করে দেয়ার বিষয়টি কেন কারও মাথায় আসেনি, সেটা একটি বড় প্রশ্ন।

সহপাঠীকে হারিয়ে সংক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা এই বিষয়গুলো সামনে আনার পর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের টনক নড়েছে। ঘটনার জন্য মামলা করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। ট্রাকচালক ও তাঁর সহকারীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। নির্মাণকাজ বন্ধ রাখা হয়েছে। রাস্তায় আলোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। ক্যাম্পাস এলাকায় ভারী যানবাহন চলাচলের সময় রাত ১২টা থেকে সকাল ৬টা করা হবে। চারুকলা অনুষদে যাওয়ার রাস্তা সংস্কারের কথাও বলা হয়েছে। এই বিলম্বিত বোধোদয় মন্দের ভালো।

এর আগে হিমেলের বাবা ও দাদি সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন। এবার গেলেন হিমেল। তাঁর মায়ের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। অভাব এবং কষ্টের মধ্যেও হিমেল ছিলেন মায়ের আশা ও স্বপ্ন। তিনি উচ্চশিক্ষা গ্রহণের পাশাপাশি মাকেও নিয়মিত টাকা পাঠাতেন। নিজের চিত্রকর্ম বিক্রি করেই তিনি নিজের খরচ চালাতেন। এখন তাঁর মৃত্যু সবকিছু এলোমেলো করে দিয়েছে। হিমেলের মৃত্যুর পর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কিছু উদ্যোগ নিয়েছে। তাঁর মায়ের সব আর্থিক দায়দায়িত্ব নেয়ার কথা জানিয়েছেন উপাচার্য অধ্যাপক গোলাম সাব্বির সাত্তার। আপাতত তাঁকে ৫ লাখ টাকা দেয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর তহবিল থেকে টাকা আনার ব্যবস্থা করার কথা জানানো হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্মাণাধীন ২০ তলা একাডেমিক ভবনের নামকরণ করা হবে হিমেলের নামে। মৃত্যুর কোনো ক্ষতিপূরণ হয় না। তারপরও হিমেলের মায়ের ভবিষ্যৎ দুশ্চিন্তামুক্ত করা হলে সেটা কিছুটা স্বস্তির বিষয় হবে।

একদিকে ডিজিটাল বাংলাদেশ অন্যদিকে অন্ধকার সমাজ

একবিংশ শতাব্দীতে এসবে কেউ এসব বিশ্বাস করার কথা নয়। তবে এই হলো এখনও আমাদের বাংলাদেশের সমাজ বাস্তবতা। একদিকে ডিজিটাল বাংলাদেশের গৌরবের কাহিনী প্রচার, অন্যদিকে অন্ধকারে ঢাকা অসংখ্য মানুষের জীবন। কেউ উন্নত চিকিৎসার জন্য উড়াল দিতে পারেন যেকোনো দেশে। আবার অনেককেই রোগব্যাধি থেকে মুক্তি পেতে ঝাড়ফুঁক, পানিপড়ার ওপর নির্ভর করতে হয়।

চট্টগ্রামের হাটহাজারী থেকে মোহাম্মদ আলী ওরফে 'পানিবাবা' নামের এক কবিরাজকে গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাব। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে মোহাম্মদ আলী নিজেকে ভুয়া কবিরাজ বলে স্বীকার করেছেন। প্রতারণার মাধ্যমে মানুষকে তিনি তাবিজ ও পানিপড়া দিতেন। এরপর কৌশলে নারীদের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক করতেন। তাঁদের কাছ থেকে টাকা হাতিয়ে নিতেন। ঢাকার আজকের পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, প্রবাসী স্বামীর সঙ্গে তিন মাস যোগাযোগ ছিল না এক নারীর। তাঁকে কেউ স্বামীর খোঁজ দিতে পারেনি। একপর্যায়ে প্রতিবেশীর পরামর্শে স্বামীর খোঁজে দ্বারস্থ হন পানিবাবা নামের ওই কবিরাজ বা বৈদ্যের কাছে। ওই বৈদ্য তাঁর কাছ থেকে টাকা হাতিয়ে নেয়াসহ কৌশলে ধর্ষণ করেন।

ওই নারীর ১৮ বছর আগে বিয়ে হয়েছে। তাঁদের ঘরে একটি সন্তান আছে। তাঁর স্বামী ছয় বছর ধরে প্রবাসে থাকেন। কিন্তু গত তিন মাস স্বামীর সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায় তাঁর। স্বামীর সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য এক প্রতিবেশীর পরামর্শে বৈদ্য মোহাম্মদ আলীর কাছে যান। ২২ জানুয়ারি পানিপড়া খেতে নিজের আখড়ায় ওই নারীকে যেতে বলেন মোহাম্মদ আলী। সেখানে কৌশলে পানির ভেতর ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দেন। সেই পানি খেয়ে ওই নারী অজ্ঞান হয়ে পড়েন। জ্ঞান ফিরে এলে একটি খাটের ওপর নিজেকে অর্ধ উলঙ্গ অবস্থায় দেখে তিনি বুঝতে পারেন, তাঁকে ধর্ষণ করা হয়েছে। এ ধরনের প্রতারণার ঘটনা এই প্রথম ঘটেছে, তা নয়। বাংলাদেশের অনেক এলাকাতেই দিনের পর দিন নানা উপায়ে মানুষ ঠকানোর ব্যবসা চলে আসছে। যাঁরা লেখাপড়া জানেন না, যাঁরা আধুনিকতার ছোঁয়াবঞ্চিত, তাঁরাই শুধু ঠগবাজদের খপ্পরে পড়েন, তা নয়। শিক্ষিত মানুষও এমন প্রতারক চক্রের জালে পড়েন। আর যদি তা না-ও পড়েন, তাহলে না বুঝে হলেও তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতা বা প্রশ্রয় দিয়ে থাকেন। পানিবাবা মোহাম্মদ আলী যে একজন ভুয়া বৈদ্য বা চিকিৎসক, সেটা নিশ্চয়ই তাঁর এলাকার মানুষের কাছে অজানা নয়। স্থানীয় সচেতন মানুষ, জনপ্রতিনিধি, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী—কারও কাছেই কি তাঁর অপকীর্তি বা অপকর্মের কোনো খবর, তথ্য ছিল না? একজন নারী প্রবঞ্চিত হয়ে অভিযোগ না করলে ওই ব্যক্তি তো তাঁর মানুষ ঠকানোর বাণিজ্য চালিয়ে যেতেন। এখন গ্রেপ্তার হলেও তাঁর শাস্তি হবে, তিনি ভালো হয়ে যাবেন, তারও কোনো নিশ্চয়তা নেই। এ অবস্থার অবসান হওয়া দরকার।

ভাষা আন্দোলনের চেতনা ও বাঙালির অনন্য মানবিক সংস্কৃতি

শেখর ভট্টাচার্য

'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা' স্বাধীন বাংলাদেশে বহুল আলোচিত একটি বিষয়। মুক্তিযুদ্ধের চেতনার মর্মমূলে প্রবেশ না করে এর বাইরের খোলসকে নিয়ে আমরা আলোচনা করে থাকি প্রতিনিয়ত। বাইরের খোলস বলছি এ' কারণে, মুক্তিযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বের দফাওয়ারী আন্দোলনের ধারাবাহিক বর্ণনার মধ্যেই আমরা খোঁজে ফিরি মুক্তিযুদ্ধকে।মুক্তিযুদ্ধ বিষয়টির অন্তর্নিহিত প্রেরণা, জাতি-সত্তার স্বরূপ উন্মোচন এবং জাতীয় চেতনা সৃষ্টির কারণসমূহ অনালোচিতই থেকে যায় আমাদের লেখা ও অধিকাংশ আলোচনায়। সাধারণভাবে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে আলোচনার একটি ছাঁচ তৈরি হয়ে গেছে। সেই ছাঁচের ভেতরে থেকে মুক্তিযুদ্ধকে জানা এবং জানানোর দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেছেন কিছু 'মুক্তিযুদ্ধ'বিষয়ক বিশেষজ্ঞ।

মুক্তিযুদ্ধ এবং বাঙালি জাতি সত্তার ক্রম বিকাশের বিষয়গুলো নিয়ে গবেষকদের গবেষণামূলক লেখা যে পর্যাপ্ত পরিমাণ হয়েছে, তা' বলা যাবে না; এই সুযোগে মুক্তিযুদ্ধ এবং এর চেতনা নিয়ে মুক্তিযুদ্ধের মৌল বিষয় থেকে বিচ্যুত হয়ে অনেকেই গণমাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার অস্পষ্ট, অর্ধসত্য, বিভ্রান্তিমূলক চিত্র তুলে ধরছেন। গবেষকদের গবেষণা কর্ম, মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে বিশ্লেষণধর্মী লেখালেখি সাধারণ মানুষের নাগালের খুব কাছে থাকে না। দৃশ্যমান মাধ্যম নানা কারণে প্রবল শক্তিশালী। শক্তিশালী দৃশ্যমান মাধ্যম হাতের কাছে সহজেই পাওয়া যায় বলে মানুষ মনোযোগ দিয়ে এসব বিশেষজ্ঞের কাছ থেকেই মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক কৌতূহল নিবারণে বাধ্য হয়। দৃশ্যমান গণমাধ্যমের সাথে যুক্ত হয়েছে বল্গাহীন, অনিয়ন্ত্রিত এবং জবাবদিহি-মুক্ত সামাজিক মাধ্যমসমূহ। হাতের কাছে সহজলভ্য এসব মাধ্যমে অধিকাংশ ক্ষেত্রে অর্ধসত্য, অস্পষ্ট, এবং উদ্দেশ্যমূলকভাবে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সম্পর্কে ধারণা দেয়া হয়। অর্ধসত্য বর্ণনা শোনা কিংবা জানার চেয়ে না জানাই যে উত্তম, এ বিষয়ে আমাদের সকলেরই একমত হতে হয়।

আমাদের শিক্ষাঙ্গণে অর্থাৎ স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদেরকে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে যে শিক্ষা দেয়া হয় তা'ও মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাক্রমের বর্ণনা। ধারাবর্ণনা অনুযায়ী শিক্ষার্থীরা ৫২, ৫৪, ৫৮, ৬২, ৬৬, ৬৯-এর গৌরবময় আন্দোলনের বর্ণনা জানতে পারে প্রথম এবং এর পরেই তাদেরকে ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের ধারাবর্ণনা পড়তে হয়। প্রতিটি আন্দোলনের প্রেক্ষাপট, অন্তর্নিহিত কারণ এবং তাৎপর্য অনুসন্ধান করার মতো কৌতূহল জাগানো লেখার পরিমাণ খুব যে বেশি আছে তা' বলা যায় না।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ যে ভাষাভিত্তিক জাতীয় রাষ্ট্র হিসেবে এক রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করল তার বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলনের মহান সংগ্রামে।ভাষা আন্দোলনের ভেতর দিয়ে সংকীর্ণ ধর্মাচ্ছন্নতাকে ছাপিয়ে উঠেছিল জাতিগত চেতনা। সেই চেতনা আমাদের এই মর্মে সচেতন করেছে যে, আমরা বাঙালি। আমরা জেনেছি, বাংলা ভাষা আমাদের অস্তিত্বের অঙ্গীকার, বাংলাদেশ আমাদের দেশ। একুশের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েই আমরা ছেষট্টি, ঊনসত্তর ও একাত্তরে আমাদের আত্মপরিচয়, আমাদের ঠিকানা ও দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য লড়াই করেছি। একুশের পথ ধরেই এসেছে স্বাধীনতা। এই সহজ কথাটিকে আমরা সহজভাবে শিক্ষার্থীদের সামনে সব সময় উপস্থাপন করতে পারি না। ১৯৫২ সালে যে বাঙালির একটি নবজাগরণ ঘটেছিল এবং এ' জাগরণের ফলেই যে বাঙালি নিজেদের স্বতন্ত্র পরিচয় প্রতিষ্ঠার জন্য উন্মুখ হয়ে পথ যাত্রা শুরু করেছিল, এ' বিষয়টি এখন আর গবেষকদের গবেষণার বিষয় নয়, এটি কোন আকরের সাহায্য নিয়ে জ্যামিতির উপপাদ্যের মতো আর প্রমাণ করতে হয় না।

১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ বাঙালিকে পূর্ণ রাজনৈতিক স্বাধীনতার যে মহান স্বপ্নে উজ্জীবিত করেছিল সেই-স্বপ্নকে এখনও আমরা পূর্ণতা দিতে পারিনি। আমাদের আরও অনেক পথ পার হতে হবে। রবার্ট ফ্রস্টের ভাষায় আমাদের শপথ নিতে হবে "বিশ্রাম নেয়ার পূর্বে, অনেক পথ হেঁটে যেতে হবে" ফ্রস্টের কবিতার ভাষায় "মাইলস টু গো বিফোর উই স্লিপ"। আমরা যদি ভাষা আন্দোলনের পরিশুদ্ধ চেতনাকে ধারণ করি, তাহলে মুক্তিযুদ্ধের মতো আরও বড় অর্জন আমাদের পক্ষে সম্ভব। বাংলাদেশের এগিয়ে যাওয়ার পথে অশেষ প্রেরণা হলো আমাদের ভাষার লড়াই এবং এ' থেকে অর্জিত আত্মবিশ্বাস।

ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাঙালি তার রাজনৈতিক অধিকারের প্রতিষ্ঠা চেয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে ভাষা আন্দোলন সাংস্কৃতিক আন্দোলন হলেও এর মধ্যেই সুপ্ত ছিল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির আকাঙ্ক্ষা। বাঙালি ভেবেছিল রাষ্ট্রভাষা যদি উর্দু হয় তাহলে তা রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে নিজেদের অধিকারকে পদে পদে বাধাগ্রস্ত করবে। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে বিজয় অর্জন করার পর বাঙালি উপলব্ধি করতে পারল ভাষার অধিকার পেলেও রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে বাঙালির স্বাধীনতা অপ্রাপ্যই রয়ে গেছে। তাই, ভাষা আন্দোলনের যৌক্তিক পরিণতি ১৯৭১-এর স্বাধীনতা সংগ্রাম। বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রামের সাথে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত ছিল তাঁর সংস্কৃতি।

বাঙালি সংস্কৃতি এতই শক্তিশালী যে এ' সংস্কৃতির গর্ভে সকল সময় মানবিকতা ও শৃঙ্খল মুক্তির বাণী লুক্কায়িত থাকে। বাঙালি সংস্কৃতির এই ধারালো চরিত্রটি সম্পর্কে যারা অবহিত নয় তারাই বাঙালিকে দমন করার জন্য সংস্কৃতির ওপর আঘাত হানে বার বার। বাঙালি জীবনের হাজার বছরের ইতিহাসে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য জাগরণের সৃষ্টি হয়েছিল ১৯৫২ ইংরেজি সালে। স্বপ্নের মতো এই জাগরণের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার ছিল তাঁর সংস্কৃতি। বাঙালি সংস্কৃতির পরতে পরতে মানবিকতা,আধ্যাত্মিকতার দেখা পাওয়া যায় একইভাবে এই অপরূপ সংস্কৃতিজুড়ে রয়েছে প্রতিবাদের উপাদান। বাঙালি বাউলেরাও মানবিকতার পক্ষে লড়াই করেন, মুক্তির আন্দোলনে তারাও গণমানুষের সাথে সুর মেলান। পৃথিবীর অন্য কোনো সংস্কৃতিতে প্রতিবাদের এরকম অনন্য উপাদান রয়েছে কি-না আমাদের জানা নেই। এ' কারণেই ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলনে বাঙালির প্রবাদ এত প্রবল হয়েছিল। বাঙালির সংস্কৃতি চেতনাই বাংলার রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক চেতনাকে প্রবলতর করে তোলে।

মুক্তিযুদ্ধকে বুঝতে হলে তাই বার বার ফিরে যেতে হয় আমাদের সংস্কৃতির কাছে, যেখানে আছে উদার মানবতা এবং একই সাথে নায্য অধিকার আদায়ের জন্য যথাযথ প্রতিবাদের প্রেরণা। বাঙালির ভাষা আন্দোলন তাই নিয়ত আমাদের পথ দেখায়। বাঙালি সংস্কৃতি চর্চা এবং সংস্কৃতির উপাদানগুলো উপলব্ধি করার মধ্যেই আছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং দর্শন বাস্তবায়নের মূল কথা। মুক্তিযুদ্ধকে বুঝতে হলে তাই ভাষা আন্দোলনের মৌলবাণীকে বুঝতে হয় গভীরভাবে।

একুশের চেতনা থেকে বাঙালি তার জাতি সত্তাকে নুতন করে জেনেছিল, অসাম্প্রদায়িক চেতনাকে শানিত করেছিল। ভাষা আন্দোলন আমাদের মুক্তির পথ রেখা তৈরি করে দিয়েছিল। ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ বাঙালিকে পূর্ণ রাজনৈতিক স্বাধীনতার যে মহান স্বপ্নে উজ্জীবিত করেছিল সেই-স্বপ্নকে এখনও আমরা পূর্ণতা দিতে পারিনি। আমাদের আরও অনেক পথ পার হতে হবে। রবার্ট ফ্রস্টের ভাষায় আমাদের শপথ নিতে হবে "বিশ্রাম নেয়ার পূর্বে, অনেক পথ হেঁটে যেতে হবে" ফ্রস্টের কবিতার ভাষায় "মাইলস টু গো বিফোর উই স্লিপ"। আমরা যদি ভাষা আন্দোলনের পরিশুদ্ধ চেতনাকে ধারণ করি, তাহলে মুক্তিযুদ্ধের মতো আরও বড় অর্জন আমাদের পক্ষে সম্ভব। বাংলাদেশের এগিয়ে যাওয়ার পথে অশেষ প্রেরণা হলো আমাদের ভাষার লড়াই এবং এ' থেকে অর্জিত আত্মবিশ্বাস। এই আত্মবিশ্বাস, বাঙালির সকল সংগ্রামের চিরকালীন সঙ্গী হয়ে সমুখ পানে এগিয়ে যাওয়ার সাহস জোগাবে অনন্তকাল।

মাঘোৎসবের আধ্যাত্মিকতা ও নারীর ক্ষমতায়ন

নাভিদ সালেহ

মাঘের দ্বিতীয় সপ্তাহে পালিত হয় মাঘোৎসব। ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দের ১১ মাঘ রামমোহন রায় এই উৎসবের সূচনা করেছিলেন। তখন নারী অধিকার নিয়ে স্বকণ্ঠ হবার দুঃসাহস, গোটা ভারত উপমহাদেশেই কেবল নয়, বিলেতেও তেমন কারওর ছিল না। রামমোহন রায় আদি রীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন সতীদাহ প্রথা আর বহুবিবাহ উচ্ছেদে জোরালো বক্তব্যের মধ্য দিয়ে। রাজা রামমোহন যখন "সহমরণ বিষয়ক প্রবর্তক নিবর্তক সম্বাদ" লিখে চলেছেন, দার্শনিক জন স্টুয়ার্ট মিল তখন বিলেতে বসে লিখছেন "The Subjection of Woman"। নারীবাদী এ দুই সুর যেন মিলেছিল, ২৩৬ রবীন্দ্র সরণীর ব্রাহ্মসমাজের দুয়ারে এসে। তবে রামমোহনের বিলেত যাত্রার পর এ আন্দোলনের গতি শ্লথ হতে ধরে। ব্রাহ্মসমাজের পুনুরুত্থানে এগিয়ে আসেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতা, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি নিজে ব্রাহ্ম আচার গ্রহণ করেন ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে। সেই থেকে নারী অধিকারের জন্যে লড়েছে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার। ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে শিক্ষাবিদ John E D Bethune প্রতিষ্ঠিত বেথুন স্কুলে নিজ কন্যা সৌদামিনীকে প্রেরণ করেন মহর্ষিদেব। এই বেথুন স্কুল থেকে, যা পরবর্তীতে বেথুন কলেজ নাম পরিচিত হয় —কাদম্বিনী গাঙ্গুলি (প্রথম মহিলা গ্রাজুয়েট), সরলা দেবী (নারীশিক্ষার পথিকৃৎ), এমনকি প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের মতো শক্তিমতী নারীরা শিক্ষালাভ করেছেন। এছাড়াও মহর্ষিদেব ঠাকুরবাড়ির অন্তঃপুরে নারীশিক্ষার আয়োজন করেছিলেন। তাঁর কন্যা স্বর্ণকুমারী দেবী আর পুত্রবধূ জ্ঞানদানন্দিনী সাহিত্য চর্চায় খ্যাতি অর্জন নারীশিক্ষায় ঠাকুরবাড়ির অগ্রণী ভূমিকারই একটি স্মারক ধরা যেতে পারে।

পুত্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকেও মহর্ষিদেব ব্রাহ্ম ধর্মের দীক্ষায় দীক্ষিত করেছিলেন। তাঁরই হাত ধরে মা-হারা কবিগুরু বেড়ে ওঠেন উপনিষদের আধ্যাত্মিকতায়, জাতিভেদ অবসানে, আর আত্মার মুক্তির বাসনাকে বক্ষে ধরে। জাতপাতের বিরুদ্ধে উচ্চকণ্ঠ, নারীস্বাধীনতার পক্ষে অনড়, আর সার্বজনীন অন্তরাত্মার আনন্দরূপের সন্ধানে নিমগন ছিলেন আমাদের প্রাণের কবি, রবিঠাকুর। গীতাঞ্জলিতে তাই কবিকে বলতে শুনি: "যেথায় থাকে সবার অধম, দিনের হতে দিন/সেখানে যে চরণ তোমার বাজে/ সবার পিছে, সবার নিচে/ সবহারাদের মাঝে।" মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পর ব্রাহ্ম সমাজকে এগিয়ে নেবার পেছনে ভূমিকা রেখেছিলেন কেশব চন্দ্র সেন। ব্রহ্মানন্দ (১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দ) হিসেবে খ্যাত কেশব সেন বর্ণপ্রথা বিলোপ, বিধবা-বিবাহ আর নারীশিক্ষায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছিলেন। তিনি ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে নারীদের জন্যে ব্রাহ্মিকা সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন ও তার আচার্যের পদ অধিকার করেন। এর পর যাঁর নাম নিতেই হবে তিনি হলেন সমাজ সংস্কারক শিবনাথ শাস্ত্রী। ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে 'ঘননিবিষ্ট' নামে একটি বৈপ্লবিক সমিতি সংগঠিত করেন তিনি, যেখানে পৌত্তলিকতা ও জাতিভেদের বিরুদ্ধে এবং নারী-পুরুষের সম-অধিকার ও সর্বজনীন শিক্ষার পক্ষে সংস্কার আন্দোলনের সূচনা হয়। ছোট করে বলতে গেলে, এই চারজন দিগ্গজই ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার মাঝ দিয়ে ১৯ শতকের বাংলায় জাতিভেদ হ্রাস আর নারী অধিকারের পক্ষে উচ্চকণ্ঠ হয়েছিলেন।

আজো অ্যান ফ্রাঙ্করা ডায়েরি লেখেন। আজো পুনর্জীবিত ট্রয়ের হেলেনের মোহপাশে আবিষ্ট হবার বাসনা ফুরোয়নি অনেকের। আজকের ফ্লোরেন্সে নাইটিঙ্গল, আজকের মাদার তেরেসা, আকর্ণবিস্তৃত হাসিতে জনসেবা করে চলেন।

আজ ব্রাহ্ম সমাজের মাঘোৎসব পালিত হয়ে আসছে আধ্যাত্মিকতায় আর ব্রহ্মসংগীতে নিমজ্জনের মাঝে। তবে মাঘোৎসবের গোড়ায় যে নারী মুক্তির ছবি স্পষ্ট হয়ে সেঁটে রয়েছে তা ভুলে গেলে কিন্তু চলবে না। তিনি যে রূপের আধার; বাহ্যিক আর অন্তর্গত রূপের। কখনও চিত্তহারী সৌন্দর্যে মাতাল করেন বিশ্বকে, কখনওবা সমবেদী হয়ে পাশে দাঁড়ান নিরাবলম্বনের, আর কখনও বীর যোদ্ধা-রূপে শামিল হন রক্তক্ষয়ী রণক্ষেত্রে। তিনি যে দৃষ্টিহরা, মনোহরা রমণী। তিনি যে নারী। তাঁর অসংখ্য রূপের শাখা-নদীগুলো যখন এক হয়ে যায় গর্বিত এক স্রোতস্বিনীতে, তিনি রূপ নেন জননীর। আজো অ্যান ফ্রাঙ্করা ডায়েরি লেখেন। আজো পুনর্জীবিত ট্রয়ের হেলেনের মোহপাশে আবিষ্ট হবার বাসনা ফুরোয়নি অনেকের। আজকের ফ্লোরেন্সে নাইটিঙ্গল, আজকের মাদার তেরেসা, আকর্ণবিস্তৃত হাসিতে জনসেবা করে চলেন।

জোয়ান অব আর্ক আজো তাঁর বীরত্বগাঁথায় Lancastrian পর্যায়ের ফরাসিদের মতো বিমোহিত করেন বিশ্ববাসীকে। যতবার শ্বাসরুদ্ধ হবে তাঁর, ততবার তিনি ফিরবেন একজন বিজ্ঞানী, লেখিকা, দুঃসাহসী বীর, আত্মত্যাগী পরিষেবিকা হিসেবে; একজন জননী হয়ে। ব্রহ্মের আরাধনায় তাই এটি ভুলে গেলে চলবে না যে ব্রাহ্মসমাজের মূলসুরে নারীস্বাধীনতা চির নবীন হয়ে বেজেছে। কবিগুরুর আকুতিটুকু মাঘোৎসব স্মরণে বিশেষভাবে উল্লেখ্য: "নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার/কেন নাহি দিবে অধিকার? হে বিধাতা"।

ড. নাভিদ সালেহ: ইউনিভার্সিটি অব টেক্সাস, অস্টিন-এ পরিবেশ প্রকৌশল অনুষদে অধ্যাপনা করছেন।

ধর্মনিরপেক্ষ দেশে পোশাকের স্বাধীনতা এবং মুসকানের সাহসিকতা

জয়তূর্য চৌধুরী

পোশাকের স্বাধীনতা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কে কী পোশাক পরবে সেটা তার পছন্দ, তার স্বাধীনতা। সে জিন্স পরবে নাকি শাড়ি পরবে সেটা সে নিজেই নির্ধারণ করবে। কে, কী পোশাক পরবে সেটা কোনো তৃতীয় পক্ষ নির্ধারণ করে দিতে পারে না, কখনও না। কে লাল ড্রেস পরলো, কে ওড়না পরলো না,কে হিজাব পরলো বা কে হিজাব পরলো না, কার ক্লিভেজ দেখা যাচ্ছে, কার পেট দেখা যাচ্ছে এসব নিয়ে আমি তৃতীয় ব্যক্তি নাক গলাতে যাব কেন? আমি আমার পছন্দকে অন্যের ওপর চাপিয়ে দিতে যাব কেন? এটা অন্যায়। এটা ব্যক্তির ব্যক্তি স্বাধীনতাকে খর্ব করে। ব্যক্তি যদি মনে করে তার স্বাধীনতা খর্ব হচ্ছে, ব্যক্তি যদি অস্বস্তি বোধ করে তাহলে সে আইনের আশ্রয়ও নিতে পারবে। এখানে উল্লেখ্য যে, "বোরকা বা হিজাব ইজ মাই চয়েজ" কথাটার সাথে আমি একমত নই। এটা "চয়েজ" মনে করে কেউ পরিধান করতে পারে না। কিন্তু কেউ বোরকা বা হিজাব পরবে কি পরবে না সেটা আমরা নির্ধারণ করে দিতে পারি না।

অন্যের ব্যাপারে নাক না গলানো, অন্যের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করাটাই সভ্যতা। পৃথিবীর সভ্য দেশগুলো এভাবেই চলে। এই বোধটুকু মানুষ যত দ্রুত সম্ভব মাথায় ঢোকাবে ততই মঙ্গল হবে।

বৃহত্তর স্বার্থে কয়েকটি ক্ষেত্রে পোশাকের স্বাধীনতা থাকে না। অর্থাৎ আমরা আমাদের ইচ্ছেমতো পোশাক পরতে পারি না। শুধুমাত্র ওই কয়েকটি ক্ষেত্রে কোনো কর্তৃপক্ষ বা থার্ড পার্টি পোশাক নির্ধারণ করে দেয়। এবং এক্ষেত্রে আমরা কর্তৃপক্ষের নির্ধারণ করে দেয়া পোশাক মেনে নিই এবং নিতে বাধ্য। কী সেই ক্ষেত্রগুলো? শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্রের বিশেষ বাহিনী ইত্যাদি। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ধনী, দরিদ্র সবাই সমান। জাতপাত, ধর্মবর্ণের কোনো ভেদাভেদ থাকা উচিত না। আর তাই বিলিয়নারের সন্তান এবং খেটে-খাওয়া মানুষের সন্তানকে প্রতিষ্ঠান নির্ধারিত ড্রেস কোড মেনে চলতে হয়। সবাই এক সারিতে মিলিত হয়।

অন্যদিকে শৃঙ্খলা, একতাবদ্ধতাসহ নানা কারণে পুলিশ, সেনাবাহিনী, বিমানবাহিনীসহ অন্য সব বাহিনীর পোশাক নির্ধারণ করে দেয়া হয় যা ধর্ম-বর্ণ, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে প্রতিষ্ঠানের সব কর্মকর্তা, কর্মচারী মানতে বাধ্য থাকে। ধর্মনিরপেক্ষ দেশগুলোতে যেসব প্রতিষ্ঠান সকল ধর্মের মানুষের প্রতিনিধিত্ব করে সেইসব প্রতিষ্ঠানের কর্তাব্যক্তিরা মানুষের মাঝে ভেদ সৃষ্টি করে, সংশয় সৃষ্টি করে এমন কোনো ধর্মীয় চিহ্ন ব্যবহার করতে পারেন না। এতে বিপরীত ধর্মের মানুষের মধ্যে ভালো-মন্দের ডিলেমা সৃষ্টি করতে পারে। যেমন- সংসদে দাঁড়িয়ে কোনো আইনপ্রণেতা নির্দিষ্ট ধর্মের গুণগান করতে পারেন না। এতে অন্য ধর্মের মানুষকে আহত করা হয়। অবহেলা করা হয়। ওই ধর্মটাকে বিশেষায়িত করা হয়ে যায়।

আদালতের বিচারক বিচারকার্য পরিচালনার সময় কোনো ধর্মীয় চিহ্ন যেমন- পৈতা, হিজাব, বোরকা, টুপি, জুব্বা, সিঁদুর, গেরুয়া, ক্রুসেড এমন কিছু পরিধান করতে পারেন না। এতে বিপরীত ধর্মের মানুষের মনে সন্দেহ সৃষ্টি হয় যা বিচারকার্যকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। যেমন- বিচারক হিন্দু ধর্মের চিহ্ন হিসেবে সিঁদুর, শাঁখা, গেরুয়া পরিধান করলে আর আসামি ইসলাম ধর্মের হলে সংশয় সৃষ্টি হবে। এক্ষেত্রে বিচারক ন্যায়বিচার করা সত্ত্বেও রায় যদি আসামির বিরুদ্ধে যায় তাহলে আসামি ভাবতে পারে যে, বিচারক হিন্দু ছিল তাই রায়টা হিন্দুর পক্ষে দিয়ে দিয়েছে। এভাবেই ন্যায়বিচার বাধাগ্রস্ত হবে।

একইভাবে ধর্মনিরপেক্ষ দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও কোনো শিক্ষক ধর্মীয় চিহ্ন বহন করে ক্লাসে আসতে পারেন না। কারণ বিপরীত ধর্মের ছাত্রছাত্রীদের মনে ভালো-মন্দের উদ্রেক হতে পারে। শিক্ষক হিন্দু ধর্মের গেরুয়া পরিধান করলে ইসলাম ধর্ম অনুসারী বাচ্চারা ভাবতে পারে স্যার যেহেতু গেরুয়া পরেছেন সেহেতু গেরুয়া পরিধান মনে হয় ভালো। আবার শিক্ষক যদি মুসলিম হোন এবং টুপি, জুব্বা পরিধান করেন তাহলে অন্য ধর্মের ছাত্রছাত্রীরা ভাববে টুপি, জুব্বা পরা মনে হয় ভালো। তাই আমরাও টুপি, জুব্বা পরব। এভাবে ছাত্রছাত্রীদের মনে নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করতে পারে। শিশুরা সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগে উভয় সংকটে পড়তে পারে। ছাত্রছাত্রীদের মনে ভেদ, বিভেদ সৃষ্টি হতে পারে। তাই ধর্মনিরপেক্ষ দেশে সেইসব ক্ষেত্র যেখানে সকল ধর্মের মানুষের সম্মিলন হয় সেই সেই ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট ধর্মের চিহ্ন বহন করা উচিত নয়।

ভারতের কর্ণাটকে যা হয়েছে তা আপাতদৃষ্টিতে অবশ্যই নিন্দনীয় এবং লজ্জাজনক। মুসকান মেয়েটির সাহসিকতাকে শ্রদ্ধা জানাই। নারীরা যখন সাহসী হয় তখন পুরুষতান্ত্রিক পুরুষ এবং পুরুষতান্ত্রিক নারী উভয়ই ভয় পেয়ে যায়। ভড়কে যায়। এজন্যই ধর্মভিত্তিক দেশের পুরুষতন্ত্র নারীদেরকে ঘরে বন্দী করে রাখতে চায়।

নারীরা শিক্ষিত হোক, অধিকার সচেতন হোক, সাহসী হোক তারা চায় না। কর্নাটকের মেয়েটা হিজাব, বোরকা পরবে নাকি জিন্স টিশার্ট পরে স্কুলে আসবে সেটা সম্পূর্ণ তার ব্যক্তিগত বিষয়। কোনো হিন্দুত্ববাদী বা ধর্মবাদী এতে নাক গলাবার বিন্দুমাত্র অধিকার রাখে না। স্কুলে যদি ড্রেস কোড নির্ধারণ করা থাকে তাহলে ড্রেস কোড মেনে চলা বাধ্যতামূলক। আগেই বলেছি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ড্রেস কোড থাকার মানেই হচ্ছে, ধনী, গরীব, হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, বিশ্বাসী, অবিশ্বাসী সবাই সমান। জাতপাত নির্বিশেষে সবাইকে সমানভাবে ট্রিট করা হবে। কোনো সুনির্দিষ্ট ধর্মের প্রতি কোনো স্পেশাল ট্রিটমেন্ট করার প্রশ্নই আসবে না। জানি না কর্নাটকের ওই স্কুলের নিয়মকানুন কী। নিয়ম যেটাই থাকুক আমি মনে করি ধর্মনিরপেক্ষ সকল অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রের পাবলিক প্রতিষ্ঠানগুলো শতভাগ ধর্মনিরপেক্ষ থাকা উচিত। এতে হিংসা, ভেদাভেদ কমে আসবে। আমার ধর্ম শ্রেষ্ঠ, তোমার ধর্ম বাতিল। আমরাই কেবল স্বর্গে যাব এবং বাকিরা নরকের আগুনে জ্বলবে। এসব ঘৃণা, ভেদাভেদের শিক্ষা না দিয়ে সবাইকে সমানভাবে মূল্যায়ন করা উচিত।

এতে করে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান হবে, প্রকৃত শান্তি আসবে। পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ আসবে। ভালোবাসা আসবে। ভ্রাতৃত্ব বোধের উদয় ঘটবে। জয় শ্রীরাম সব সময়ের জন্য একটা উগ্র প্রকৃতির স্লোগান। যারাই এইসব স্লোগান ব্যবহার করে তাদের মনমানসিকতা উগ্র প্রকৃতির হয়। তাদের মধ্যে কী পরিমাণ ঘৃণা কাজ করে তা আমি নিজের চোখে খুব কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করেছি। বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস নিয়ে যতগুলো আন্দোলন আমেরিকায় হয়েছে তার অনেকগুলোতে আমি অংশগ্রহণ করেছি। একবার তো আমার সামনেই ক'জন বলছিল, "জয় শ্রীরাম" স্লোগান দিতে হবে। এই স্লোগান নাকি মুসলমানরা ভয় পায়। তাই জয় শ্রীরাম স্লোগান দিতেই হবে। কেউ কেউ তো আমাকে দিয়ে বহুবার জয় শ্রীরাম স্লোগান দেয়ার চেষ্টা করিয়েছিল। আমি স্পষ্ট বলে দিয়েছিলাম, আমি এখানে উগ্রতা প্রদর্শন করতে আসিনি, উগ্রতা ছড়াতে আসিনি। আমি এসেছি সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে। সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসী হিন্দুরাও হতে পারে মুসলমানরাও হতে পারে। জয় শ্রীরাম বললে যদি অন্যরা ভয় পায় আর এটাই যদি মূল উদ্দেশ্য হয় তাহলে উগ্র সাম্প্রদায়িকতা, উগ্র ধর্মান্ধতা চলতেই থাকবে। শান্তি কখনও আসবে না।

কর্নাটকে কয়েকশ হিন্দু ধর্মাবলম্বী উগ্র সাম্প্রদায়িক লোক জয় শ্রীরাম বলে বলে একটা মুসলিম মেয়েকে টিজ করছে শুধুমাত্র পোশাকের কারণে! কী লজ্জার! কী লজ্জার! অপরদিকে মেয়েটাও "আল্লাহ আকবর" বলে নিজেরটা দেখিয়ে দিয়েছে। মানে কেউ কারও থেকে কম যাবে কেন! তুমি এটা বললে আমিও ওটা বলতে পারি। ছেলেগুলো যেভাবে তেড়েফুঁড়ে আসছিল মনে হয়েছে, লেলিয়ে দেয়া কতগুলো হিংস্র কুকুর ঘেউঘেউ করছে। বার বার লালমনিরহাটের ওই দৃশ্যটির কথা মনে হচ্ছিল।

কোরআন অবমাননার মিথ্যা অভিযোগ তুলে একটা মানুষকে পুড়িয়ে মেরেই ফেললো! লালমনিরহাটেও কিন্তু ধর্মের ধোঁয়া তুলে হাজার হাজার মানুষকে একটা নিরপরাধ লোকের পিছনে এভাবেই লেলিয়ে দেয়া হয়েছিল। বোরকাওয়ালি মুসকান মেয়েটার ভাগ্য তবুও ভালো যে তার সাথে বাংলাদেশের লালমনিরহাটের মতো কিছু হয়নি। ভিডিও ক্লিপটা দেখে ভয় পাচ্ছিলাম কখন ছেলেগুলো মেয়েটার ওপর না ঝাঁপিয়ে পড়ে। জানি না পরবর্তীতে মেয়েটির পরিণতি কী হবে।

শুনেছি ওই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ক'দিনের জন্য বন্ধ করেছে কর্তৃপক্ষ। প্রতিষ্ঠান বন্ধ করাই সমাধান নয়। ধর্মান্ধতা, সাম্প্রদায়িকতা, মৌলবাদিতার শেকড়ে হাত না দিলে অন্ধ হলেও প্রলয় বন্ধ করা যাবে না, কখনও না।

একদিন একটু বাড়তিই না হয় ভালোবাসলেন

দিনা ফেরদৌস

ভালোবাসার মানুষকে ভালোবাসতে দিবসের দরকার পড়ে না, প্রতিদিনই ভালোবাসা যায়। সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার জন্য ভালোবাসা হচ্ছে মনের অক্সিজেন। যার অভাব হলে বাইরে থেকে দেখা যায় না, ভালোবাসলে জানান দিতে হয় পাশে আছি বলে। কাছে থাকলেই ভালোবাসা এমনি এমনি ধরা দেয় না। বরং বেশিরভাগ সম্পর্ক নাই হয়ে যায় ভালোবাসার অভাবে। এক সাগর ভালোবাসা বুকে আগলে যদি একফোঁটা প্রকাশ করার যোগ্যতা না থাকে তো ওই ভালবাসা বৃথা। কাউকে জোর করে বা বাধ্য করে ধরে রাখার নাম ভালোবাসা নয়। ভালোবাসা, ভালোবেসেই আদায় করতে হয়, যার জন্য প্রকাশটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

অনেকেই বলেন, দিবস টিবস আবার কি, আমাদের ভালোবাসা প্রতিদিনই হয়। কথাটির মধ্যে ফাঁকি আছে। ভালোবাসার মানুষকে একদিন একটু বেশি ভালোবাসা প্রকাশ করলে ক্ষতির তো কিছু নেই। প্রতিদিন যা কিছু হয় তা রুটিন ওয়ার্কেই পড়ে। আপনি হয়ত প্রতিদিনই ভালো ভালো তরকারি দিয়ে খান, সুন্দর সুন্দর জামা পরে বাইরে বের হন, প্রতিদিনই প্রিয় মানুষকে আই লাভ ইউ বলেন। সেটা যেমন মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য ভালো। তেমনি এই ভালোবাসা দিবসে কিছু না বলেই একটা গোলাপ ফুল কিংবা একটা রজনীগন্ধার স্টিক অথবা পছন্দের যেকোনো একটি ফুল প্রিয় মানুষের হাতে দিয়ে বলুন তোমাকে আজকে দিতে ইচ্ছে হলো। দেখুন কি ম্যাজিকের মতো কাজ করে। অথবা সামর্থ্য অনুযায়ী ফুলের সাথে কার্ড, শাড়ি, পাঞ্জাবি, টিপ + রেশমি চুড়ি, পারফিউম, টি-শার্ট, ব্রেসলেট, হাতঘড়ি থেকে শুরু করে ছোট্ট কানের দুল, মানিব্যাগও দিতে পারেন। এতে করে একটা সময় হয়ত দেবার মতো সুযোগ, সামর্থ্য নাও থাকতে পারে। কিন্তু ওইসব জিনিসের রঙ, রূপ, ঘ্রাণ নস্টালজিয়া হয়ে ধরা দেবে কোনো একসময়।

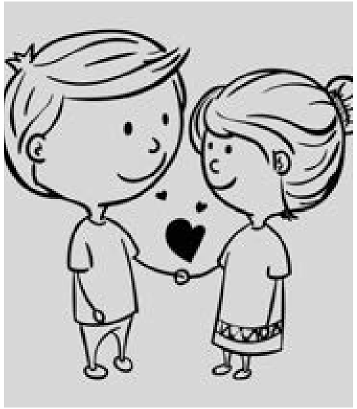

এই যে আমরা ঘরে এত খাবার থাকতেও বাইরে গিয়ে খাই, কি জন্য? পরিচিতি পরিবেশের বাইরে একটু আলাদা করে কাটাতেই তো। আমাদের জীবনটা খুবই ছোট আর সময়টা নেই নিয়ন্ত্রণে আমাদের। প্রতিযোগিতার ব্যস্ত জীবনে আমাদের কাজ অনেক। সারাক্ষণ নিজেদের টিকিয়ে রাখতে প্রমাণ করতে হয় কর্মক্ষেত্রে, কিন্তু সংসার যেখানে সবচেয়ে বড় কর্মক্ষেত্র, সেখানেই বেশি অবহেলা করি। মনে করি সে তো আছেই, তাকে আর নতুন করে প্রেম দেখাবার কি আছে। অথচ সংসারে ভালো না থাকলে দুনিয়ার কোথাও গিয়ে শান্তিতে কাজে মন দেয়া সম্ভব না। ভালোবাসা দিবসকে বোনাস হিসেবে একটা সুযোগ ধরেই প্রতিদিনের রুটিনের বাইরে একটা দিন একটু ব্যতিক্রমভাবে উপভোগ করাই যায়। অনেকে বলেন, বুড়ো বয়সে আমার প্রেম দেখাবার কি আছে। ওইসব ইয়াংদের বাচ্চামো ব্যাপার। কেউ কেউ লজ্জাও পান পরিবারের সদস্যদের সামনে ভালোবাসার বহির্প্রকাশ ঘটাতে। আর কিছু অনবদমিত মানুষ সব সময়ই আমাদের চারপাশে আছেন, যাঁরা মনে মনে সব চান, কিন্তু বাস্তবে কোনোকিছুর দেখা পান না। তারা অন্যদের ভালোবাসা নিয়ে কানাঘুঁষা করেন। নিন্দুকের ভয়ে নিজেদের সুন্দর সময় থেকে বঞ্চিত করার কোনো মানে হয় না।

ভালোবাসা দিবসকে চাইলে দু'জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে পরিবার-পরিজন নিয়েও উপভোগ করা যায়। যাঁরা বিয়ে করেননি, এখনও প্রেম করছেন, তাঁদের বিয়ে হোক বা না হোক, সুন্দর একটা দিন স্মৃতির পাতায় না হয় গোপনেই থাকল। প্রেম করে বিয়ে হলে তো ভালোই। যদি প্রেম করে বিয়ে নাও হয়, আর দেখলেন, আপনার সঙ্গী এমন বেরসিক, যিনি ভালোবাসা দিবস পালন করাকে ফালতু সময়ের অপচয় বলে মনে করেন। উল্টো আপনাকে বোঝান এইসব বাচ্চাদের ঢং। তাঁরা জানেন না, ঢং রং প্রিয় মানুষদের সাথেই করতে হয়। ওখানে রং ঢং বেশি করলে সম্পর্ক আরও বেশি সুন্দর হয়। এইসব সিরিয়াল মানুষ রুটিনের বাইরে ভালোবাসতেও জানেন না। আর ভালোবাসতে হিসাব-নিকাশের দরকার হয় না, যেটা আপনি ঠিকই ফিল করেন। আজকের দিনটি সুন্দরভাবে উপভোগ করুন আগামীতে যাতে একটা সুন্দর স্মৃতি একাউন্টে জমা হয়। একাকী বিষন্ন কোনো দিনে সেই স্মৃতি কষ্টের মধ্যেও আনন্দ দেবে।

ভালোবাসার দিবসটিকে সুন্দরভাবে উপভোগ করুন। যাদের ভালোবাসার মানুষ দূরে আছেন, তাদের রুটিন মাফিক একবার কথা হলেও আজকে দু'বার কথা বলতে পারেন। ভালোবাসতে চাইলে, শুধু কাছে থাকতে হবে এমন কথা নেই, পাশে থাকাটাই জরুরি, যেন প্রিয়জনের উপস্থিতি সব সময় টের পাওয়া যায়। কাছে থেকেও বহু সঙ্গী পাশে থাকেন না। তাই সশরীরে কাছে থাকাটা সব সময় গুরুত্বপূর্ণ নয়। ভালোবাসা দিবসে প্রিয়জনকে ভালোবাসায় ভরিয়ে তুলুন। ভালোবাসতে চাইলে শুধু ভালোইবাসুন প্রতিদানের আশা না করে। আর ভালোবাসার কেউ না থাকলে নিজেই নিজেকে ভালোবাসুন আজকে একটু বিশেষভাবে। আজ নিজেই নিজেকে কিছু উপহার দিন আর বলুন আমার আমিকে অনেক ভালোবাসি।

আমরা কোথায় যাচ্ছি?

আব্দুর রাজ্জাক

২০১৭ সালের প্রথম দিক থেকে ১৮ সালের শেষ অবধি আমি আমার নির্বাচনী এলাকা বানারীপাড়া-উজিরপুর, বরিশাল-২ এলাকায় নিবিড়ভাবে ঘুরেফিরে পর্যবেক্ষণ করেছি, মানুষের মনোভাব, চাওয়া-পাওয়ার হিসাব মেলাতে চেষ্টা করেছি। আসলে আমার উদ্দেশ্য ছিল জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার।

আমি একা অথবা কোনো সময় এক থেকে দুজন সঙ্গী নিয়ে ভ্যানে করে, রিকশায় করে, বড়জোর একটি মোটরসাইকেলে করে নির্বাচনী এলাকার প্রতিটি গ্রাম, প্রতিটি পাড়া-মহল্লায় ঘুরেছি পরিচয় দিয়ে বা না দিয়ে, মতবিনিময় করেছি।

পরিচয় দেওয়ার পরে, আমার উদ্দেশ্যের কথা বলার পরে, সবাই একটি কথা প্রথমে বলেছে, আমি কত টাকা খরচ করতে পারব? কত টাকার বাজেট নিয়ে ইলেকশন করতে এসেছি।

কৌতূহলবশত শুনেছি আপনারা কত টাকার আশা করেছেন? কত টাকা হলে ইলেকশন করা যায়। কোনো ব্যক্তি ৫ কোটি টাকার নিচে বলেননি। বহু লোক আমাকে কটাক্ষ করে বলেছেন, দুজন সঙ্গী নিয়ে রিকশায়, ভ্যানে চড়ে ঘুরে বেড়িয়ে কারও দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারবেন না, আপনি ইলেকশন করতে পারবেন না। এই দরিদ্র হালে আপনার সঙ্গে কেউ খুব একটা কথাও বলবে না। এলাকার সব মানুষ, এমনকি আমার পরিবারের সদস্য, আমার মাসহ সবাই টাকার প্রশ্ন তুলেছেন।

আমি বুঝতে পেরেছিলাম, অনেক টাকা না থাকলে নির্বাচনের কথা মুখে আনা ঠিক নয়; অর্থাৎ সৎ থেকে আপনি যত ভালো কাজ করেন, ভালো কথা বলেন, উদ্দেশ্য যতই মহৎ থাকুক, আপনি সবকিছু করতে পারবেন, কিন্তু জনগণের ভোটে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি হতে পারবেন না, যদি আপনার টাকা খরচ করার সামর্থ্য না থাকে। তবে ব্যতিক্রম আছে। হয়তো কিছু ব্যক্তি আছেন আমার অভিজ্ঞতার সঙ্গে তাঁদের জনপ্রতিনিধি হওয়ার কোনো ধরনের সম্পর্ক নেই, তাঁরা সপ্রতিভায় উদ্ভাসিত, সেই সব সম্মানিত ব্যক্তি সাধারণের ঊর্ধ্বে।

আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু কাস্টমস কমিশনার, খুবই গুরুত্বপূর্ণ পদে বর্তমানে পদায়ন আছেন। আমার বন্ধু দুঃখ করে বললেন, 'আমি এই অফিসে সর্বোচ্চ আসনে খুবই সৎভাবে আমার কাজটি করি। এই সুযোগে আমার অধীন কর্মকর্তারা মানুষকে ভোগান্তি বেশি করে, ঘুষের পরিমাণ বাড়িয়ে দিয়েছে। নিচের অফিসাররা বলে, আমাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন, ওপরে গেলে কিন্তু খবর আছে, স্যার কোনো পয়সা নেন না, তবে আপনি কোনো অন্যায় বেনিফিট পাবেন না। এই ভয় দেখিয়ে তাদের প্রাপ্তির পরিমাণ বাড়িয়ে দিয়েছে।'

আমার এক ব্যবসায়ী বন্ধু প্রাথমিক পর্যায়ের একজন ক্যাডারভুক্ত কর্মকর্তার কাছে কাজে গেলেন, কাজটি তাঁর আওতাভুক্ত। ক্যাডারভুক্ত ওই কর্মকর্তা ৩০ লাখ টাকা ঘুষ দাবি করলেন। ব্যবসায়ী বন্ধু একটু বয়স্ক ভদ্রলোক ইঞ্জিনিয়ার, বেশ কিছু ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে চেনেন; অর্থাৎ ছাত্রজীবনে ব্যবসায়ী বন্ধুর সহপাঠী ছিলেন। পদস্থ কর্মকর্তা, ব্যবসায়ী বন্ধুকে তাঁর সঙ্গের তিনজন অধীন কর্মকর্তার সামনে বললেন, 'আমি আমার কলিগদের সামনে বলছি, আমার ওপরেও কর্মকর্তারা আছেন, এই টাকা সবাই মিলে নেব।' আরও বললেন, 'জানি, আমাদের অনেক সিনিয়র কর্মকর্তা আপনার বন্ধু, সেটা কোনো ব্যাপার নয়, আমরা তাতে মনে করি না, সিনিয়র কর্মকর্তারাও যখন এই চেয়ারে ছিলেন, আমাদের মতো এ কাজ করেছেন। অতএব ওপরে গেলে কোনো লাভ হবে না।'

আমার এক পরিচিত ব্যক্তি সরকারি অফিসে একটি কাজের জন্য এক কর্মকর্তার কাছে যাবেন, ভদ্রলোক যে কর্মকর্তার কাছে যাবেন, তাঁর ব্যাচমেট কর্মকর্তার মাধ্যমে টেলিফোন করিয়ে গেলেন।

কাজ শেষে আবার ফিরে এলেন পরিচিত কর্মকর্তার কাছে। পরিচিত কর্মকর্তা জিজ্ঞেস করলেন, 'কাজ হয়েছে? কোনো টাকাপয়সা লেগেছে?' পরিচিত ভদ্রলোকের উত্তর, 'কাজ হয়েছে, তবে ৫০ হাজার টাকা লেগেছে।'

ভদ্রলোক সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ব্যাচমেটের কাছে প্রশ্ন করলেন, 'একটি লিগ্যাল কাজের জন্য ৫০ হাজার টাকা নিলে কেন?' কর্মকর্তার উত্তর, 'এ ধরনের কাজে এক লাখ টাকা নিই, তুমি টেলিফোন করেছ বলে অর্ধেক নিয়েছি, এখন তুমি ধন্যবাদের পরিবর্তে আমাকে তিরস্কার করছ কেন?'

এ রকম আরও কিছু ঘটনা আমি জানি। ক্রমান্বয়ে তা প্রকাশ করব। আমরা যে একটা জায়গায় বড় রকমের হোঁচট খেয়েছি, সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। জায়গাটা হলো—সততা!

আব্দুর রাজ্জাক: প্রকৌশলী

মর্টগেজ নিয়ে আপনি কি বাড়ী কিনতে চান?
Low Income, No Problem
Hard Money 9%
আমরা ফ্রি পরামর্শ দিয়ে থাকি

Direct Lender
★ ট্যাক্সী ক্যাব এবং বিজনেস ওনারদের জন্য বিশেষ প্রোগ্রাম
★ এক বছরের ট্যাক্স ফাইল (১০৯৯) দিয়ে বাড়ী কিনতে পারেন মাত্র ৫% ডাউন পেমেন্ট
আপনাদের সেবাই আমাদের লক্ষ্য
● ব্যক্তিগত পরামর্শ ● ইন্টারেষ্ট রেট কম ● ইনভেষ্টমেন্ট
● ফ্রি এপ্রোভাল ● ফাষ্ট ক্লোজিং ● দ্রুত এবং বিশ্বস্ত
646-920-4799
Akib Hussain 32-65 31st Street, Astoria, NY11106

ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব

কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!
আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:
● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (ষ্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট/কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজুরী/ স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।
ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।
All Service Provided by Attornys Admittied in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.
72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com

ইউএস, বাংলাদেশ, ইণ্ডিয়াসহ ২ হাজারের বেশি চ্যানেল
১ মাস ফ্রি
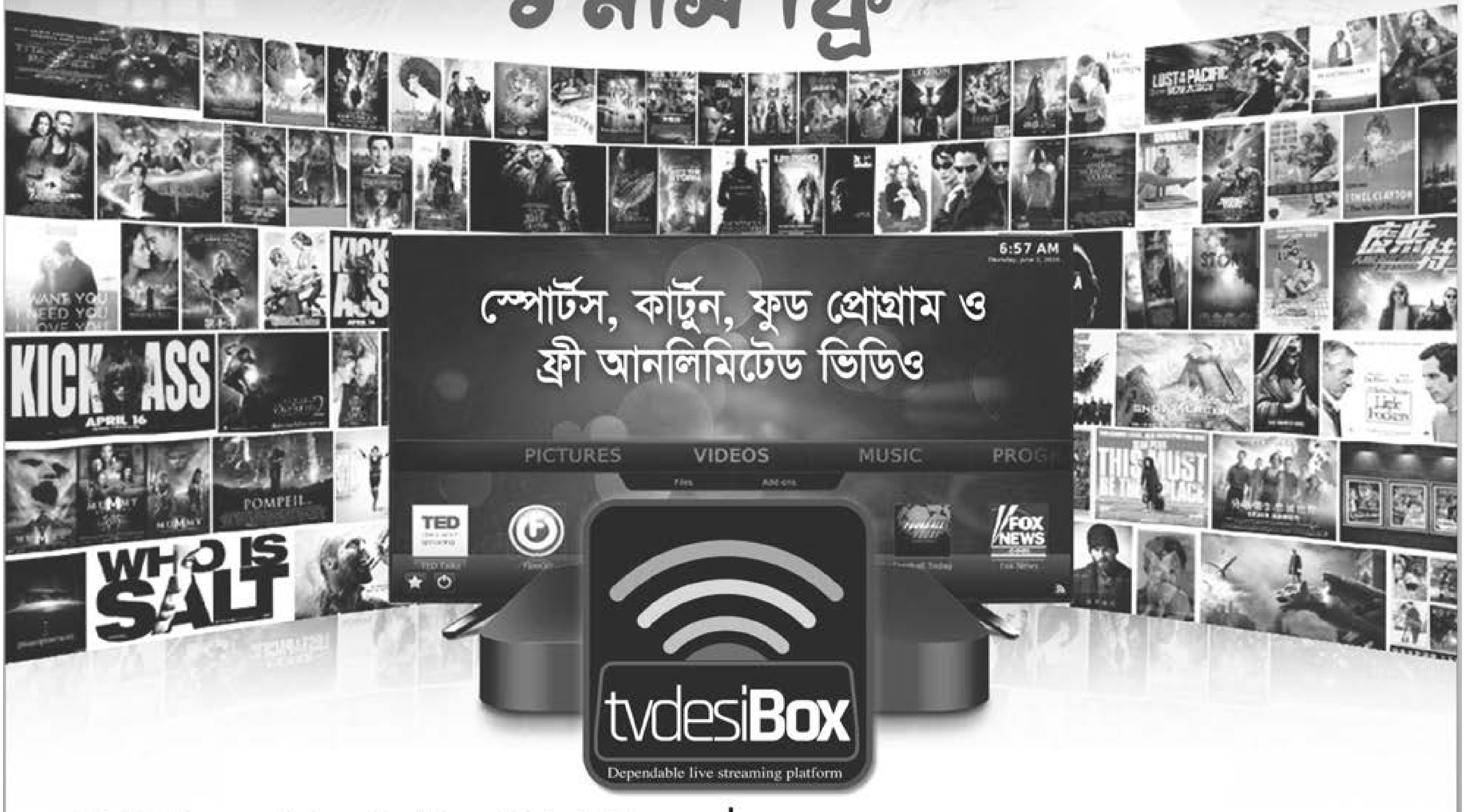

72-26 Roosevelt Ave. 2nd Floor (Suite 201)
Jackson Heights NY 11372
718-565-9099

Law Offices

এক্সিডেন্ট কেইসেস

মেডিক্যাল ম্যালপ্র্যাকটিস ও হাসপাতালের ত্রুটিপূর্ণ শিশুর জন্ম

917-282-9256

(To schedule appointment only)

বিনামুল্যে পরামর্শ, প্রয়োজনে এটর্নী আপনার বাসায় অথবা হাসপাতালে আসবেন

Moin Choudhury, Esq.
Attorney at Law
এটর্নী মঈন চৌধুরী

আমরা অতীতে আমাদের ক্লায়েন্টদের জন্য মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি।

নিউইয়র্ক, নিউজার্সি, মিশিগান
পেনসিলভেনিয়া, কানেকটিকাট, ফ্লোরিডা
জর্জিয়া ও ভার্জিনিয়াতে
আমাদে সহযোগী - লাইসেন্স প্রাপ্ত এটর্নীরা
আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

Timothy Bompart, Esq
Attorney at Law

- গাড়ী দুর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা,
- কাজের জায়গায় দুর্ঘটনা
- ট্রিপ এন্ড ফল
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম

এপয়েন্টমেন্টের জন্য কল করুন
৯১৭-২৮২-৯২৫৬

- কনস্ট্রাকশন কাজে দুর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- লেড পয়জনিং

ইমিগ্রেশন
- পলিটিক্যাল এসাইলাম
- বিনা পরীক্ষায় নাগরিকত্ব
- এডজ্যাস্টম্যান্টে অব স্টেটাস (গ্রীন কার্ড)

IMMIGRATION
- স্টুডেন্ট ভিসা
- ইনভেষ্টমেন্ট ভিসা
- বৈবাহিক সূত্রে গ্রীন কার্ড
- ডিপোর্টেশন কেইসেস
- ভিজিট ভিসা - এক্সটেনশন সহ
- সকল প্রকার ইমিগ্রেশন

সকল প্রকার ইমিগ্রেশন বিষয়ে কনসালটেশন ফি নূন্যতম ৫০ ডলার

Law offices of Timothy Bompart

37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Moin Choudhury Law Firm, P.C 292000 Southfield Road, Suite # 108, Southfield, MI 48076
Immigration Petitions & Adjustment of Status.

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court. Prior result do not guarantee the outcome of any future cases.

জেবিবিএ’র নবনির্বাচিত কার্যকরী কমিটির প্রথম সভা। ছবি : সংগৃহীত

জেবিবিএ’র কার্যকরী কমিটির সভা

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্কে জ্যাকসন হাইটস বাংলাদেশি বিজনেস এসোসিয়েশনের (জেবিবিএ) নবনির্বাচিত কার্যকরী কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি হলে ৩ ফেব্রুয়ারি এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন নবনির্বাচিত সভাপতি হারুন ভূঁইয়া এবং সভা পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক ফাহাদ সোলাইমান। সভায় উল্লেখযোগ্য কর্মসূচির মধ্যে ছিল নবনির্বাচিত কমিটির অভিষেক অনুষ্ঠান, পবিত্র ঈদ উপলক্ষে জ্যাকসন হাইটসে আলোকসজ্জা, জেবিবিএ’র অফিস, জ্যাকসন হাইটসে স্থায়ী শহীদ মিনার, নিউইয়র্কে বাংলাদেশ কনসাল জেনারেলের সাথে জেবিবিএ’র কর্মকর্তাদের মিটিং এবং মহান একুশে ফেব্রুয়ারি উদযাপন।

জেবিবিএকে শক্তিশালী সংগঠন করার লক্ষ্যে কার্যকরী কমিটির নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করেন। সভায় প্রবাসে করোনায় মৃত্যুবরণকারীদের রুহের মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

একটি কারখানায় জনসনের টিকা উৎপাদন সাময়িক স্থগিত

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রের একটি কারখানায় জনসন অ্যান্ড জনসনের টিকা উৎপাদন সাময়িকভাবে স্থগিত করা হয়েছে। জনসন অ্যান্ড জনসনের টিকা উৎপাদনের একটি গুরুত্বপূর্ণ কারখানা এটি। মার্কিন সংবাদমাধ্যম নিউইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদনে মঙ্গলবার এমনটি বলা হয়েছে।

গোলাপগঞ্জ সোসাইটি অব পেনসিলভেনিয়ার যাত্রা শুরু

উত্তর আমেরিকা অফিস

“এক প্রাণে মিলিত আমাদের মানবিক সমাজ” - শ্লোগান নিয়ে যাত্রা শুরু করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভেনিয়া অঙ্গরাজ্যে বসবাসরত সিলেট জেলার গোলাপগঞ্জ উপজেলার বাসিন্দাদের সেবামূলক সংগঠন “গোলাপগঞ্জ সোসাইটি অব পেনসিলভেনিয়া”।

সোসাইটি গঠনের লক্ষ্যে গত ৬ ফেব্রুয়ারি রোববার নর্থইস্ট ফিলাডেলফিয়ার আল শাম রেস্টুরেন্টে ফারুক আহমেদের সভাপতিত্বে এবং হাসান আহমেদের পরিচালনায় এক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন আকছার মুহাম্মদ জুনেদ। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে সোসাইটির সভাপতি হিসেবে সালা ইউ খান, সাধারণ সম্পাদক হিসেবে হাসান আহমেদ এবং কোষাধ্যক্ষ হিসেবে সালাম এ খানকে দায়িত্ব দিয়ে ২০২২-২৩ সালের কার্যকরী পরিষদ গঠন করা হয়। এছাড়া উপদেষ্টা পরিষদের উপদেষ্টাবৃন্দ হলেন মুহাম্মদ গোলাম রহমান চৌধুরী বাবুল, মাহমুদ চৌধুরী মামুন, শাহিন খান, এ আর খান লাভলু, স্বরণ এ খান, ফলিক উদ্দিন খান এবং রেজওয়ান শিপার।

সোসাইটির কার্যকরী পরিষদের সহ-সভাপতি হিসেবে আছেন ওলিউর রহমান খান বাচ্চু, সহ-সাধারণ সম্পাদক আকছার মুহাম্মদ জুনেদ, সহ-কোষাধ্যক্ষ আব্দুল হাফিজ চৌধুরী, সাংগঠনিক সম্পাদক এহসান খান, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক ফজলুল করিম ফয়সল, প্রচার সম্পাদক আরিফ মুহাম্মদ, দপ্তর সম্পাদক রেজাদ খান, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক সম্পাদক জুনেদ আহমদ, সহ-ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক সম্পাদক কাওছার খান, যুব ও সমাজ কল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক রাহিম উদ্দিন রিমন, মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা মনিরা বেগম এবং নির্বাহী সদস্যবৃন্দ হচ্ছেন জাকারিয়া হোসেন উজ্জ্বল, রুহুল আহমেদ স্বপন, মাহবুব সানী, ফরহাদ রেজা ও ইব্রাহিম খান।

গোলাপগঞ্জ সোসাইটি অব পেনসিলভেনিয়ার সভা। ছবি : প্রথম আলো

রেস্টুরেন্টে স্থায়ী হচ্ছে আউটডোর ডাইনিং!

রোকেয়া দীপা

নিউইয়র্ক নগরের রেস্টুরেন্টগুলোর জন্য সংলগ্ন এলাকায় বসে খাওয়ার ব্যবস্থা নিয়ে স্থায়ী আইন প্রণয়ন হতে যাচ্ছে। চলমান করোনা মাহামারি বাস্তবতায় নিউইয়র্কের রেস্টুরেন্টগুলোর জন্য সংলগ্ন সড়ক পথে খাবার পরিবেশনের জন্য অনুমতি দেয়া হয়।

রেস্টুরেন্ট ব্যবসায়ীরা উপকৃত হলেও নিউইয়র্ক নগরের লোকজনের মধ্যে এ নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া রয়েছে। নিউইয়র্কের সামাজিক জীবনে রেস্টুরেন্ট একটি অপরহার্য অনুষঙ্গ। বাইরে খাবার গ্রহণ পশ্চিমা সংস্কৃতিরই অংশ। নগরের হাজার হাজার রেস্টুরেন্টে কাজ করেন কয়েক লাখ কর্মচারি। এসব কর্মচারির অধিকাংশই অভিবাসী। মহামারির কারণে স্বাস্থ্যবিধি আরোপ করার ফলে রেস্টুরেন্টে বসে খাবার গ্রহণের ওপর নানা নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়। বিকল্প হিসেবে নগরজুড়ে রেস্টুরেন্টগুলোকে সংলগ্ন সড়কপথ বা ফুটপাথের নির্দিষ্ট এলাকায় তাঁবু খাটানোর অনুমতি দেয়া হয়। এসব তাঁবুতে খাবার গ্রহণ করা, তাঁবুতে খাবার পরিবেশন করার কারণে নিউইয়র্কের রেস্টুরেন্টগুলো সংকটের সময় কিছুটা হলেও ব্যবসা বাণিজ্য চালু রাখতে পেরেছে বলে মনে করা হচ্ছে। ২০২০ সালের জুন মাসে তৎকালীন মেয়র বিল ব্লাজিও রেস্টুরেন্টগুলোকে এমন সুযোগ দিয়ে একটি অস্থায়ী কর্মসুচি চালু করেন। এ কর্মসূচির আওতায় নগরের ১২ হাজারের বেশি রেস্টুরেন্ট আউটডোর সুবিধার জন্য অনুমতি গ্রহণ করে। বলা হয়েছে, এ ব্যবস্থার জন্য অসংখ্য রেস্টুরেন্টকর্মীর কাজ রক্ষা পেয়েছে।

নিউইয়র্কে রেস্টুরেন্টের পাশে বাইরে বসে খাওয়ার আইন হচ্ছে। প্রতীকী ছবি

মহামারি কিছুটা নিয়ন্ত্রিত হলেও পরিস্থিতি এখনও স্বাভাবিক হয়নি। নিউইয়র্কের সিটি কাউন্সিল থেকে আউটডোর ডাইনিং স্পেসকে স্থায়ী করার জন্য আইন প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ নিয়ে চলতি সপ্তাহেই শুনানি হবে। প্রস্তাবে বলা হয়েছে, ১০৫০ ডলার দিয়ে এমন আউটডোর ডাইনিং স্পেসের জন্য রেস্টুরেন্টগুলো লাইসেন্স গ্রহণ করতে পারবে এবং প্রতিবছরের নবায়নের জন্য ফি রাখা হয়েছে ৫২৫ ডলার।

কত বছরের মেয়াদের জন্য তা নবায়ন করা হবে, এ নিয়ে বিস্তারিত কিছু এখনও জানা যায়নি। আউটডোর ডাইনিং স্পেসের অনুমোদন দেয়ার ব্যাপারে নগরের বেশ কিছু এলাকার লোকজন এরইমধ্যে ভিন্ন প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। তাঁরা মনে করছেন, রাজস্ব আয়ের জন্য এ ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। আউটডোর ডাইনিং স্পেসের অনুমোদন দেয়ার ফলে ফুটপাথ ও সড়কপথে জন ও যান চলাচল ব্যাহত হচ্ছে। এমনিতেই নিউইয়র্ক নগরে গাড়ি পার্কিং নিয়ে ঝক্কি পেতে হয়ে। রেস্টুরেন্টগুলোর জন্য সংলগ্ন সড়কপাশ বরাদ্দ করার ফলে গাড়ি পার্কিং সুবিধা সংকুচিত হচ্ছে বলে লোকজন এমন স্থায়ী ব্যবস্থা না করার পক্ষে।

তিন সাংবাদিক স্মরণে শোকসভা

শেলী জামান খান

নানা সীমাবদ্ধতা ও রাজনৈতিক বিভক্তির মধ্যেও সাংবাদিকরা স্পষ্ট করে নিজের কথা বলে যাচ্ছেন। আমাদের সমাজ রাজনীতির নানা পথে সাংবাদিকরা বিভক্ত হয়েছেন। যখন যার প্রয়োজন অনেক সাংবাদিকদের তখন ব্যবহার করা হয়েছে। সাংবাদিকদের বিভক্তিতে স্বাধীন বাংলাদেশে এ পেশার লোকজনের অধিকারই খর্ব হয়েছে। তবুও দেশের অগ্রযাত্রায় সাংবাদিকরা বিলিয়ে দিয়েছেন নিজেদের।

সদ্য প্রয়াত তিন সাংবাদিক রিয়াজ উদ্দিন আহমেদ, শামসুল আলম বেলাল এবং পীর হাবিবুর রহমান স্মরণে নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাব আয়োজিত স্মরণসভায় বক্তারা এসব কথা বলেন। ৮ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসে আয়োজিত শোক ও স্মরণ সভায় সভাপতিত্ব করেন আবু তাহের এবং প্রবীণ সাংবাদিক মনজুর আহমেদ। সভার শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মাওলানা রশিদ আহমেদ। মনওয়ারুল ইসলামের সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন মঈনউদ্দীন নাসের, ইব্রাহীম চৌধুরী, মাহবুব রহমান, রওশন হক, ইশতিয়াক রূপু, সৈয়দ সুজাত আলী, মমিনুল ইসলাম মজুমদার, ফরিদ আলম, নিহার সিদ্দিকী, এবিএম সালাউদ্দিন আহমেদ, শেলী জামান খান, এসএম সোলায়মান, ঊষা রহমান, আবু নসর, মিনহাজ আহমেদ, মাইনউদ্দিন আহমেদ, রশীদ আহমেদ, গিয়াস আহমেদ, আবু জাফর মাহমুদ, মাহফুজুর রহমান, আবিদুর রহিম, হায়দার আকবর কিরণ, কাজী নয়ন, আবু বকর সিদ্দিক, রতন তালুকদার, আবু সাঈদ, ডা. বর্ণালী হাসান, তোফাজ্জল লিটন।

প্রবীণ সাংবাদিক মনজুর আহমেদ বলেন, স্বাধীনতাপূর্ব সাংবাদিকতায়ও রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রভাব ছিল। রাজনৈতিক প্রভাবে সাংবাদিকদের মধ্যে বিভক্তি স্পষ্ট হয়ে ওঠে স্বাধীনতা-পরবর্তী নানা রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের সময়ে। এ বিভক্তি সাংবাদিকতাকেই শুধু ক্ষতিগ্রস্ত করেনি, পেশাগত অধিকার আদায়েও বঞ্চিত হয়েছেন সাংবাদিকরা।

প্রবীণ সাংবাদিক মঈনউদ্দীন নাসের বলেছেন, রিয়াজ উদ্দিন আহমেদের মতো সাংবাদিক রাজনৈতিকভাবে ব্যবহৃত হয়েছেন, কিন্তু রাজনীতি থেকে কোনো সুবিধা তিনি গ্রহণ করেননি।

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়
আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।
বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর
২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পন্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।
ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

- প্রতিদিন সর্বোচ্ছ কম মূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়
- সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ কেয়ার, প্রসাধনী সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ এন্ড বিউটি কেয়ার
- ফটোকপি ৫ সেন্ট, ■ ফ্যাক্স সার্ভিস ■ ৯৯ সেন্ট এ উপহার কার্ড ■ ফিল্ম প্রসেসিং

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহন করে থাকি।

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসকিপশন সংগ্রহ করে থাকি।

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY (347) 851-2688

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক - ১০৪৬২

নিহত এনওয়াইপিডি সদস্যদের জন্য জ্যাকসন হাইটসে ওয়ার্ল্ড হিউম্যান রাইট্স ডেভেলপমেন্ট শোকসভা। ছবি : সংগৃহীত

ওয়ার্ল্ড হিউম্যান রাইট্স ডেভেলপমেন্টের শোকসভা

এনওয়াইপিডির ২ সদস্য

বক্তারা দোষী ব্যক্তিদের আইনের আওতায় এনে যথাযথ শাস্তির দাবি জানান।

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্কের ব্রঙ্কসে গত ২৫ ফেব্রুয়ারি এনওয়াইপিডির দু'জন সদস্য জেসন রিবেরা এবং উইলবার্ট মোরার আততায়ীর হাতে অকাল মৃত্যু হয়েছে। তাঁদের স্মরণে ৬ ফেব্রুয়ারি রোববার ওয়ার্ল্ড হিউম্যান রাইট্স ডেভেলপমেন্ট ইউএসএ জ্যাকসন হাইটসে ডাইভার সিটি প্লাজা প্রাঙ্গনে এক শোকসভার আয়োজন করে। শোকসভায় সাংগঠনের সভাপতি শাহ্ শহীদুল হক (সাঈদ) সভাপতিত্ব করেন। শোকসভায় প্রধান অতিথি ১১৫ প্রিসেন্টের ক্যাপটিন জামিল আল তাহেরী এবং ডিষ্ট্রিক অ্যার্টনি কুইন্সের কমিউনিটি কো-অডিনেটর রোকেয়া আকতার প্রধান বক্তার বক্তব্য পেশ করেন।

রোকেয়া আখতার বলেন, আমাদের নিরাপত্তার জন্য কিউডিএ অফিস অবিরাম কাজ করছে। মেন্টাল এইজিং ফ্রাসটেশন, হেইট ক্রাইম, হিউম্যান ট্রাফিকিং, আমাদের সমাজের বড় সমস্যা। ওয়ার্ল্ড হিউম্যান রাইট্স ডেভেলপমেন্ট ইউএসএ'র এই ধরনের উদ্যোগ প্রশংসার দাবিদার। আমি আজকের শোকসভায় অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করছি। আমরা আগামীতে কমিউনিটির সমস্যা নিয়ে ব্যাপক বিস্তৃতভাবে আপনাদের সঙ্গে কাজ করতে চাই।

১১৫ প্রিসেন্টের ক্যাপ্টেন জামিল আল তাহেরী তাঁর বক্তব্যে ডব্লিউ,এইচ,আর,ডিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি অপরিচিত কোনো ব্যক্তি দরজায় এসে নক করলে কখনও সাড়া দেবেন না, রাস্তায় চলাফেরা করার সময় বিশেষ সর্তকতা অবলম্বন করবেন, আমার অফিস আপনাদের সেবায় সর্বদা নিয়োজিত।

কনডোলেস সভায় আরও বক্তব্য পেশ করেন গ্রীন টার্চের প্রেসিডেন্ট ভিক্টর এলাহী, ওয়ার্ল্ড হিউম্যান রাইট্স ডেভেলপমেন্টের সদস্য সোহানা মাহমুদা শেখ, জেবিবিএ'র সম্মানিত প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব রহমান টুকু। শোকসভায় উপস্থিত ছিলেন কুইন্স ডিষ্ট্রিক লিডার টেমি ওসহায়ভ, এডভোকেট রোবিনা মান্নান-ভাইস প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশ আমেরিকান ল সোসাইটি, এডভোকেট রিদওয়ানা রাজ্জাক, এডভোকেট সুলতানা জামান, এডভোকেট সুনিয়া সুলতানা, সুলতানা জামান, মনি হোম কেয়ারের কর্ণধার মনি, অফিস সেক্রেটারি আসমা আক্তার, কমিউনিটি এক্টিভিস্ট নাজমুল আলম শ্যামল, আর এস টেকনোলজির প্রেসিডেন্ট আব্দুস সোবানসহ ৩০ জন সমাজকর্মী মোমবাতি ও ফুল দিয়ে প্রচণ্ড শীতের মধ্যে শোকসভায়অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

সভাপতি শাহ্ শহীদুল হক তাঁর বক্তব্যের মাধ্যমে দোষী ব্যক্তিদের আইনের আওতায় এনে যথাযথ শাস্তির দাবি জানান। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন ওয়ার্ল্ড হিউম্যান রাইট্স ডেভেলপমেন্টের সাংগঠনিক সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম জয়।

জেবিবিএ'র (গিয়াস-তারেক) অভিষেক ১১ ফেব্রুয়ারি

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্কে জ্যাকসন হাইটস বাংলাদেশি বিজনেস এসোসিয়েশন অব এনওয়াই-জেবিবিএ'র নবনির্বাচিত কমিটির (গিয়াস-তারেক) অভিষেক আগামী ১১ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার অনুষ্ঠিত হবে। কুইন্সের ওয়ার্ল্ড ফেয়ার মেরিনায় এ অভিষেক অনুষ্ঠিত হবে বলে জানানো হয়েছে।

জেবিবিএ'র নবনির্বাচিত সভাপতি গিয়াস আহমেদ বলেন, নিউইয়র্কে অনেক দিন পর গত ৯ জানুয়ারি জ্যাকসন হাইটস বাংলাদেশি ব্যবসায়ীদের প্রত্যেক্ষ ভোটের মাধ্যমে প্রবাসে বাংলাদেশি ব্যবসায়ীদের সর্ববৃহৎ সংগঠন জেবিবিএ'র একটি কমিটি গঠিত হয়েছে। পেন্ডামিকের কারণে এ এসোসিয়েশনের কার্যক্রম দীর্ঘদিন স্থবির ছিল। ফলে জ্যাকসন হাইটস এবং বিজনেস মালিকদের স্বার্থে তেমন কিছুই করা হয়নি। তিনি বলেন, নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী ব্যবসায়ীদের স্বার্থে নবনির্বাচিত কমিটি ইতোমধ্যেই কার্যক্রম শুরু করে দিয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে জ্যাকসন হাইটসে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন অভিযান, সিকিউরিটি নিয়োগ, পুলিশ ডিপার্টমেন্ট এবং স্যানিটেশন ডিপার্টমেন্টের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে অন্যান্য সহযোগিতামূলক কার্যক্রম।

উল্লেখ্য, জেবিবিএ'র গত ৯ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত নির্বাচনে নির্বাচন কমিশনের ঘোষিত ফলাফল অনুযায়ী ১৫ আসনে 'গিয়াস-তারেক' প্যানেলের বিজয়ীরা হলেন: সভাপতি গিয়াস আহমেদ, সহ-সভাপতি মোল্লা এম এ মাসুদ, সহ-সভাপতি মোহাম্মদ হাসান জিলানী, সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ তারেক এইচ খান, সহ-সাধারণ সম্পাদক এমডি মফিজুর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক আতিকুল ইসলাম জাকির, কোষাধক্ষ এস এম আবুল হাসান, দপ্তর সম্পাদক এমডি জি রহমান (আকাশ রহমান), সাংস্কৃতিক সম্পাদক জাফর উল্লাহ মিলন, প্রচার সম্পাদক বেলাল আহমদ এবং কর্যকরী সদস্য রকি আলিয়ান, ডা. বর্ণালী হাসান এমডি, খালেদ আকতার, আব্দুল আলিম এবং এস কিউ আলম।

ঋদ্ধি বন্দ্যোপাধ্যায় মিউজিক একাডেমি

রোকেয়া দীপা

বাংলা আমাদের প্রাণের ভাষা। বাংলা ভাষায় আমরা কথা বলি, গান গাই, মনের ভাব প্রকাশ করি সকল সুখ-দুঃখ ভাগাভাগি করি। বাঙালি জনগণের ভাষা আন্দোলনের মর্মন্তুদ ও গৌরবোজ্জ্বল স্মৃতিবিজড়িত একটি দিন হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। এই বাংলা ভাষার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এবং ভাষার জন্য যাঁরা প্রাণ দিয়েছেন সেই সব বীর শহীদের সকলের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ২১শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে ঋদ্ধি বন্দ্যোপাধ্যায় মিউজিক একাডেমি তার স্টুডেন্টদের দিয়ে আয়োজন করেছেন একটি বিশেষ ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানের।

ঋদ্ধি বন্দ্যোপাধ্যায়

এই অনুষ্ঠানে রামেন্দু মজুমদার, ফেরদৌসী মজুমদার থাকবেন। এছাড়া ইউরোপ, আমেরিকা, কানাডা, দুবাই, নাইরোবি, সিঙ্গাপুর, এছাড়া ইন্ডিয়ার বহু শহর এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে ছাত্রছাত্রীরা যোগ দেবে। একাডেমির ৭০০ ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে ২১শে ফেব্রুয়ারি ভারতের সময় রাত ৮টায় অনুষ্ঠানটি করা হবে, যার পরিকল্পনা ও নির্দেশনা ঋদ্ধি বন্দ্যোপাধ্যায় করবেন। রবীন্দ্রনাথ-নজরুল-অতুলপ্রসাদ-দ্বিজেন্দ্রলাল-রজনীকান্ত। একসঙ্গে এই পঞ্চকবিকে নিয়ে তাঁর পথ শুরু ২০১১ সালে। সুর-লয়-ছন্দ তো ছোটবেলা থেকেই তাঁর মনে, প্রাণে।

অতুলপ্রসাদ সেনের গানের ভাবধারাকে উত্তরপ্রজন্মের জন্য সঠিক আঙ্গিকে পরিবেশনার মুন্সিয়ানা রয়েছে সঙ্গীতশিল্পী ঋদ্ধি বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে। পঞ্চকবির গান, বাংলা কাব্যগীতি নিয়ে নিরন্তর চর্চা করেন ঋদ্ধি। বর্তমান প্রজন্মের কাছে অতুলপ্রসাদ সেন, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রজনীকান্ত সেনের গানের পরিচিতি খুবই সীমিত। ঋদ্ধি এই কঠিন কাজটিই করে চলছেন বিগত ২২-২৩ বছর ধরে। দেশে ও বিদেশে। ঋদ্ধি বন্দ্যোপাধ্যায় মিউজিক একাডেমির এক ছাত্রী ঈশিতা কেনিয়া থেকে প্রথম আলোকে জানান, সে কেবল তাঁর ছাত্রীই নন, তাঁর গানের একজন মুগ্ধ শ্রোতাও। কেনিয়া থেকে জুমের মাধ্যমে অনলাইন ক্লাস করেন। তিনি বলেন, এই একাডেমির ঋদ্ধিদি এবং দেবজিত স্যারের তত্ত্বাবধানে বাংলা গানের প্রায় হারিয়ে যাওয়া ইতিহাস এবং বাংলা গানের কথা এবং সুরের যে অপুর্ব রত্ন ভাণ্ডার সকলের মাঝে ছড়িয়ে দেবার উদ্দেশে নিরন্তর কাজ করে চলেছেন অত্যন্ত সফলতার সাথে। বাংলা নাটকের গান, পুরাতনি গান, টপ্পা, পঞ্চকবির গান অনেকে শ্রোতাই শুনছেন এবং চর্চাও করছেন।

আমাদের আর্কাইভ থাকাতে সেখান থেকে অথেনটিক তথ্যসূত্র ছাত্রছাত্রীরা পায়। যোগ্যরা নিজেদের প্লাটফর্ম পায় এখানে। তাদের সার্বিক উন্নতির চেষ্টা করা হয়। তাদের ডিজিটাল, রেকর্ড, ইউটিউব প্রোমোশন করা হয়। বিশেষ গুনগত মান যার আছে তার দায়িত্ব একাডেমি নেয়। বয়স্ক বিভাগ আছে, যারা বহুদিন গান ছেড়ে দিয়েছিলেন, এখন আবার নিজের প্যাশনে ফিরতে চাইছে তাদের বিশেষ ট্রেনিং দেয়া হয়। শিশু বিভাগ শুরু ৪ বছর থেকে। গুনী শিক্ষক আছেন এই বিভাগে। ভয়েস ট্রেনিং দিয়ে শুরু হয় তাদের শিক্ষা। ব্যক্তিগতভাবে সমস্ত বিভাগ ঋদ্ধি বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে দেখাশোনা করেন। এই লিংক এ গিয়ে ওয়েবসাইট দেখতে পারেন। https://riddhibandyopadhyay.com বাকি যোগাযোগের জন্য ওয়াটস আপ করতে পারেন - 8017489396।

জব হেল্প! জব হেল্প!!

- পোষ্ট অফিস জব, ট্রাফিক এনফোর্সমেন্ট এজেন্ট, স্কুল সেফটি এজেন্ট, পুলিশ অফিসার, কারেকশন অফিসার এবং এমটিএ জব সহ আমেরিকার সব ধরণের সরকারী জব-এর এপ্লিকেশন এবং পরীক্ষায় পাশ করার জন্য হেল্প করা হয়।
- পোষ্টাল (United State Postal Service) জব একটি ফেডারেল জব। এই জব-এ সকল প্রকার সরকারী সুযোগ সুবিধা বিদ্যমান। খুব সহজে এবং অল্প সময়-এ এই জব পাওয়া সম্ভব।
- জব না হওয়া পর্যন্ত আমরা আনলিমিটেড সাহায্য করে থাকি।
- আমাদের লক্ষ্য একটি সঠিক জব পেতে আপনাকে সাহায্য করা। বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন।

ফোন:৩৪৭-৪৫৯-০৫৪৫ (মন্ডল) (By Appointment Only)
Microsoft Certified System Engineer and
A Plus Certified Professional এবং সরকারী জব এ কর্মরত
৩৩-২৪ ৭৭ স্ট্রিট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক।

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্রে
সিপিএ'র মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন

TAX FILING 2020
WE DO ALL TYPES OF TAXES

CONTACT
KALIANNA LAKSHMANAN,CPA,PC
7232 BROADWAY,SUITE 306
JACKSON HEIGHTS, NY 11372
Phone: 347-279-6001, 347-592-9973,
Fax: 718-799-9181
Email: lakashmanan@kali-cpa.com

আবু জামান
ম্যানেজার
Tel: 6462844776

KALIANNA LAKSHMANAN
CPA,PC
Tel: 347-279-6001

Law Office of Mahfuzur Rahman

Mahfuzur Rahman, Esq.
এটর্নী মাহ্‌ফুজুর রহমান
Attorney-At-Law (NY)
Barrister-At-Law (UK)

Admitted in US Federal Court
(Southern & Eastern District, Court of Appeals 2nd Circuit and Ninth Circuit.)
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুন।
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, ন্যাচারালাইজেশন এবং সিটিজেনশীপ, এসাইলাম, ডিপোর্টেশন, Cancellation of Removal, VAWA পিটিশন, লিগ্যালাইজেশন, বিজনেস ইমিগ্রেশন (H-1B, L1B, J1, EB1, EB2, EB3, EB5)
ফ্যামিলি ল' আনকনটেস্টেড এবং কনটেস্টেড ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট এবং কাস্টডি, এলিমনি।

- ব্যাংক্রাপ্সী
- ল্যান্ডলর্ড ট্যানেন্ট ডিসপিউট
- রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং
- উইল্‌স
- ইনকোর্পোরেশন
- ক্রেডিট কনসলিডেশন
- পার্সনাল ইঞ্জুরি (এক্সিডেন্ট, কনস্ট্রাকশন)
- মর্গেজ
- ক্রিমিনাল এবং সিভিল লিটিগেশন
- ট্যাক্স ম্যাটার

Appointment : 347-856-1736
JACKSON HEIGHTS
75-21 Broadway, 3rd Fl, Elmhurst, NY 11373
Tel: 347-856-1736, Fax: 347-436-9184
E-mail: attymahfuz@gmail.com

Wasi Choudhury & Associates LLC

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

SERVICES

- Represent Taxpayers for I.R.S./ State Audit
- Tax Preparation: Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- Accounting: Payroll, Sales Tax, etc.
- Business Licenses

IRS e-file
IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER

- ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।

Member: naea NYSSEA

Wasi Choudhury, EA
Admitted to Practice before the IRS
সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক

Tel: 718-440-6712
718-205-3460
Fax: 718-205-3475
Email: wasichoudhury@yahoo.com

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক এর সদস্য পদ গ্রহণ / নবায়ন করার এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার অনুরোধ রইল।

37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD

Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু, হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:
718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:	JAMAICA OFFICE:
30-04, 36th Avenue LIC, NY 11106 Tel: 718-383-4500	170-12 Highland Avenue Jamaica Estates, NY- 11432 www.drmrahman.com

Tax & Immigration Services

MOHAMMED PIER
Lic. Realestate Asso, Broker
EA, IRS, RTRP & notary Public
Cell: 917-678-8532

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary

INCOME TAX
Income Tax Serice & Direct Deposit quick Refund & Electronic Filling

IMMIGRATION SERVICES
Citizenship & Family Application Affidavit of Support & all forms available

REAL ESTATE
For Buying & Selling houses mortgage services

IRS e-file

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

দীর্ঘ ১০ বছরের সাফল্য ও অভিজ্ঞতার ধারাবাহিকতায়

সকল ধরনের ইনস্যুরেন্সের জন্য একটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

আপনার গাড়ি বাড়ি ব্যবসা ও TLC ইন্সুরেন্সের জন্য আমাদের প্রফেশনালদের সহায়তা নিন

Low Down Payment
No Extra Fee
6 Hours DDC Class

Experienced Tax Professional
IRS e-file
IRS Authorized e-file Provider

Auto Home Business & TLC Insurance

TDS Insurance Brokerage Corp.

BROOKLYN
118 Beverley Road, Brooklyn, NY 11218
Phone: 718-483-9310, Fax: 718-483-9311
Email: team@tdsinsurance.com

বাড়ি ক্রয়ে ২৫% ডাউন পেমেন্ট দিলে নো ব্যাকগ্রাউন্ড চেক

- রেন্টাল
- প্রপার্টি কেনা-বেচা, শর্ট সেল-নেগোসিয়েশন কেনাবেচার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ
- অকশন-সিটি হাড (HUD) ব্যাংক
- মর্টগেজ ব্যবস্থা
- রি-ফাইন্যান্সসহ যাবতীয় সহযোগিতার জন্য কথা বলুন

Please call or text
646 284 4776
Abu Zaman
Licensed Real Estate Salesperson
abuzaman45@hotmail.com

Silver & Gold Realty

ইনকামট্যাক্স **২০১৯** ইনকামট্যাক্স

আন্‌জুমান ট্যাক্স সার্ভিসেস ইন্‌ক

37-21 72nd Street, Sute # 202
Jackson Heights, NY-11372

IRS Authorised E-File Provider

● ইনকামট্যাক্স, ব্যক্তিগত, ব্যবসায়িক ও কর্পোরেশন রিটার্ন ● বুক কিপিং, একাউন্টিং, সেলস্ ট্যাক্স, পে-রোল ট্যাক্স ● কর্পোরেশন ফর্ম ও নতুন ব্যবসা সেটআপ ● স্বামী-স্ত্রী ও পরিবার পরিজনদের জন্য আবেদনসহ যাবতীয় ইমিগ্রেশন সার্ভিস ● ইংরেজী অনুবাদ ও নোটারী সার্ভিস ● ইমিগ্রেশন সার্ভিসেস।

আমাদের অফিস সপ্তাহে সাত দিনই খোলা থাকে।

যোগাযোগ ▶ আবু হেলেন হোসেন

718-777-5477, Cell: 917-496-7966, Fax, 718-777-8020

জব জব জব

আপনি কি আমেরিকাতে একটি সরকারী জব খুজছেন? আপনার কি হাইস্কুল ডিপ্লোমা, ব্যাচেলর অথবা মাষ্টার ডিগ্রী আছে? বাংলাদেশ অথবা ইউএস থেকে যদি থাকে তাহলে আর দেরী না করে আমাদের টিমে যোগ দিন এবং আপনার পছন্দমত ফিল্ডে একটি প্রফেশনাল জবের জন্য চেষ্টা করুন।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় (সিটি, স্টেট এবং ফেডারেল জবের) আপনাদের সর্বোচ্চ স্কোর পাওয়ার জন্য আমাদের সর্বাত্নক প্রচেষ্টা থাকে এবং সেভাবেই আমরা প্রার্থীকে প্রস্তুত করে নেই। (ম্যাথ, ইংরেজী এবং অন্যান্য ট্রিকি প্রশ্নাবলী সমৃদ্ধ আমাদের নিজস্ব প্রিপারেশন গাইড ব্যাংক)। আমেরিকার অন্য স্টেট থেকেও আমাদের টিমে যোগ দিতে পারেন।

তাছাড়া প্রফেশনাল রিজুমি, কভার লেটার এবং ফেইস টু ফেইস ইন্টারভিউ-এর জন্য তৈরী করা হয়। যাদের একাউন্টিং বেকগ্রাউন্ড তাদেরকে কুইকবুক, পিচট্রি, পেরুল ও একাউন্টিং-এর টিউটরিংসহ সবাইকে কম্পিউটার বেসিক শিখানো হয়।

আগ্রহী প্রার্থীরা আজই যোগাযোগ করুন - ৭১৮-৫৩০-২৬০৫
email: roudro123@yahoo.com

এম এ জামান (বর্তমানে নিউইয়র্ক স্ট্যাট গভ-এ কর্মরত)
সাকসেস মাল্টিপারপাস এ্যান্ড ক্যারিয়ার কনসালটিং ফার্ম (প্রতিষ্ঠাতা)
সার্টিফাইড বিজনেস ক্যারিয়ার স্কুল টিচার, দ্যা স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ নিউইয়র্ক (জব ডেভলপার)
প্রাক্তন সাবস্টিটিউট টিচার, নিউ ইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন এবং
লেকচারার ইন একাউন্টিং, এম এল আই, নিউ ইয়র্ক, কুইন্স

MITU DISABILITY CENTER
MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
MITU HOME CARE LLC.

RONJAN
(Disability Consultant)
646-730-8416

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে প্রতি মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

MITU DISABILITY CENTER
- স্টেট ডিসএ্যাবিলিটি (TANF)
- ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি (SSI, SSDI)
- এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
- ইমিগ্রেশনের বিষয়ে সাহায্য করা হয়।

পরীক্ষা ছাড়াই আমেরিকার সিটিজেনশীপ

N-648 WAIVER

MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
আমরা যেকোন ধরনের ব্যাথা / জয়েন্ট পেইনের জন্য থেরাপী দিয়ে থাকি। ঘাড়ের ব্যাথা, পিঠের ব্যাথা, হাটের ব্যাথা, গোড়ালীর ব্যাথা, নার্ভের ব্যাথা, অবস হওয়া, ঝিনঝিন করা, মাথা ধরা এবং সাইয়া টিকার ব্যাথা নিরাময়ের চিকিৎসা দিয়ে থাকি।
Nagah A. Alaidy
(ফিজিক্যাল থেরাপিষ্ট)

MITU HOME CARE LLC.
আপনি প্রতি সপ্তাহে আয় করুন
আপনার মা-বাবা, শ্বশুর-শাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব অথবা যেকোন রোগীকে স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন। আমেরিকায় রোগীকে সেবা করার সম্পূর্ণ খরচ সরকার বহন করে থাকে।

3747, 73rd Street, Suite # 215
Jackson Heights, NY 11372
(Kings Plaza)
Phone: 718-701-2666, 646-730-8416, Fax: 718-225-1025
Email: bonijronjan@yahoo.com

আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যাপারে ফ্রি পরামর্শ

B1/B2 সহ অন্য যে-কোন নন-ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাসের জন্য রয়েছে অনেক সুযোগ

- ব্যাবসায়ী ও কর্পোরেট প্রফেশনালদের জন্য আছে L1A বা E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- Small ইনভেস্টরদের জন্য আছে সহজেই অল্প বিনিয়োগে আমেরিকান franchise ক্রয়ের মাধ্যমে E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- বিপদগ্রস্থ পলিটিশিয়ান ও এন.জি.ও কর্মীদের জন্য পলিটিকাল এসাইলামের আবেদন করে ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে সোশাল সিকিউরিটি ও ওয়ার্ক পারমিট সহ বসবাসের সুযোগ

-যারা এক বছর বা তার আগে গ্রীনকার্ডের জন্য এপ্লাই করে অপেক্ষা করছেন তাদের জন্য রয়েছে সুখবর।

-আমরা এখন H1B ও EB5 এর ব্যাপারেও সহায়তা করি।

স্বনামধন্য আমেরিকান Lawyer এর মাধ্যমে VISA/Case প্রসেস করে থাকি

FRANCHISE BROKER ACADEMY
Member

H1B	L1A VISA
EB5	E2 VISA
POLITICAL ASYLUM	

হটলাইন: +১ ২০১ ৪৫৬ ৩১০৩
সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

Captor USA, Inc.
Franchise & Business Consulting Firm
New addres 37-16, 73 street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372
Phone: +1 (718) 433 9001, +1 (718) 433 9002; Fax: +1 (718) 744 9590
Cell: (201) 456-3103, (646) 707 9067; Email: captor.usa@gmail.com, iftekhar.cml@gmail.com

আশ্রয় আবেদনকারীরা দুই বছরের জন্য ওয়ার্ক পারমিট নবায়ন করতে পারবে

উত্তর আমেরিকা অফিস

আশ্রয় আবেদনকারীরা দুই বছরের জন্য ওয়ার্ক পারমিট নবায়ন করতে পারবে রওশন হকঃ আমেরিকায় রাজনৈতিক আশ্রয়ের আওতায় লোকজন এখন থেকে প্রতি দুই বছরের জন্য তাঁদের ওয়ার্ক পারমিট নবায়ন করতে পারবে। রাজনৈতিক আশ্রয় ছাড়াও যারা শরণার্থী হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রে থাকার অনুমতি পাবে তাঁরাও একই সুবিধার আওতায় ওয়ার্ক পার্মিট নবায়ন করতে পারবেন। আগের ব্যবস্থা অনুযায়ী ওয়ার্ক পারমিট প্রতি বছর নবায়ন করতে হতো।

৭ ফেব্রুয়ারি সোমবার ইউ এস সিটিজেনশিপ অ্যান্ড ইমিগ্রেশন সার্ভিস জানিয়েছে প্রসেসিং এর জন্য দীর্ঘ অপেক্ষার সময় কমিয়ে আনার জন্য এ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। অভিবাসন বিভাগের হালনাগাদ নীতিমালায় বলা হয়েছে,বিদেশের যেসব নাগরিকরা শরণার্থী হিসেবে আমেরিকায় প্রবেশ করছে ব্যবস্থাটি তাদের জন্য সুবিধাজনক হবে। এ ছাড়া বিভিন্ন দেশের যেসব বাইরের দেশের নাগরিক নানা কারণে আমেরিকায় রাজনৈতিক আশ্রয়ের আওতায় আবেদন করে থাকেন তারাও এ সুবিধা পাবেন।

ডমেস্টিক ভায়োলেন্সের শিকার যেসব লোকজন আমেরিকার ভেতর থেকে গ্রিন কার্ডের আবেদন করবেন কিংবা যারা ডিপোর্টেশন প্রত্যাহার সংক্রান্ত আদেশর আওতায় থাকবেন তারাও এখন থেকে প্রতি দুই বছরের জন্য ওয়ার্ক পারমিট নবায়ন করতে পারবেন বলে জানানো হয়েছে।

এমনিতেই মার্কিন অভিবাসন ব্যবস্থা নানা সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। যারা সব নিয়ম অনুসরণ করে অভিবাসনের আবেদন করছে, তাদের এখন বছরের পর বছর অপেক্ষা করতে হচ্ছে কোন একটি সিদ্ধান্তের জন্য। কোভিড মহামারি পরিস্থিতিকে আরও নাজুক করে তুলেছে। লাখ লাখ আবেদন স্তূপ হয়ে পড়ে আছে সিদ্ধান্তের অপেক্ষায়।

সুরঞ্জিত সেনগুপ্তের ৫ম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত স্মরণসভা। ছবি: সংগৃহীত

শ্রদ্ধা ভালোবাসায় সুরঞ্জিত সেনগুপ্তের ৫ম মৃত্যুবার্ষিকী পালন

উত্তর আমেরিকা অফিস

শ্রদ্ধা ভালোবাসায় স্মরণ করা হয়েছে খ্যাতিসম্পন্ন পার্লামেন্টারিয়ান, সাবেক মন্ত্রী, আওয়ামী লীগ নেতা সুরঞ্জিত সেনগুপ্তকে । তাঁর ৫ম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে ৬ ফেব্রুয়ারি রোববার সন্ধ্যায় নিউইয়র্কে ব্রঙ্কসের নিরব পার্টি হলে এক স্মরণসভার আয়োজন করে সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত স্মৃতি পরিষদ যুক্তরাষ্ট্র।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন এনআরবি কমার্শিয়াল ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ও সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত স্মৃতি পরিষদের উপদেষ্টা ইঞ্জিনিয়ার ফরাসত আলী। প্রধান আলোচক ছিলেন সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত স্মৃতি পরিষদের প্রধান উপদেষ্টা, দিরাই উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি ও যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা তোফায়েল চৌধুরী।

সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত স্মৃতি পরিষদের সভাপতি রুহেল চৌধুরীর সভাপতিত্বে এবং সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সুব্রত তালুকদারের পরিচালনায় সভায় বক্তব্য রাখেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ও স্মৃতি পরিষদের উপদেষ্টা আব্দুর রহিম বাদশা, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের মানবসম্পদ সম্পাদক মিসবাহ আহমেদ, মূলধারার রাজনীতিক মোহাম্মদ এন মজুমদার ও মির্জা মামুন রশিদ, নিউইয়র্ক স্টেট আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি শেখ আতিকুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক শাহিন আজমল, সাবেক ছাত্র নেতা সাখাওয়াত আলী, তজম্মুল হোসেন, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতির সাংগঠনিক সম্পাদক হোসেন আহম্মদ মজুমদার, সাংবাদিক মনোয়ারুল ইসলাম, যুক্তরাষ্ট্র জাসদের সাধারণ সম্পাদক নূরে আলম জিকু, যুবলীগ নেতা শেখ জামাল হুসেন, কমিউনিটি এক্টিভিস্ট কফিল চৌধুরী, শ্যামল কান্তি চন্দ, সামিরুল ইসলাম বাবলু। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন তোফায়েল চৌধুরী এবং পবিত্র গীতা পাঠ করেন রতন চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানে সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনীতিক কর্মী, সাংবাদিকসহ নানা শ্রেণী-পেশার বিপুল সংখ্যক প্রবাসী উপস্থিত ছিলেন।

স্মরণ সভায় বক্তারা বলেন, সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত শুধু একটি নাম নয়, একটি ইতিহাস। রাজনীতির নান্দনিক শিল্পী। ছিলেন একজন সাহসী ও সৎ রাজনীতিক। গণতন্ত্র ও অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর। দেশের যেকোনো ক্রান্তিকালীন সময়ে ছিল তাঁর অনস্বীকার্য ভূমিকা। বাংলাদেশের গণতন্ত্র ও সংসদ আজীবন মনে রাখবে সুরঞ্জিত সেনগুপ্তকে। বাংলার গণমানুষের মাঝে বেঁচে থাকবেন তিনি।

এর আগে সদ্য মৃত্যুবরণকারী সিলেটের চার বরেণ্য ব্যক্তি সিলেট জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি এডভোকেট আবু নছর, সিলেট জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি এডভোকেট লুৎফর রহমান, গোলাপগঞ্জ উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি ও উপজেলা চেয়ারম্যান এডভোকেট ইকবাল আহমেদ চৌধুরী এবং বিশিষ্ট সাংবাদিক পীর হাবিবুর রহমানের আত্মার মাগফিরাত কামনায় বিশেষ দোয়া ও মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করে সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত স্মৃতি পরিষদ যুক্তরাষ্ট্র। দোয়া-মাহফিল পরিচালনা করেন বাংলাবাজার জামে মসজিদের ইমাম ও খতীব মাওলানা আবুল কাশেম এয়াহইয়া।

মাস্ক বাধ্যবাধকতা প্রতাহার!

নিউইয়র্ক

রহমান মাহবুব

রহমান মাহবুবঃদীর্ঘ প্রায় দুই বছর পর নিউইয়র্কের ব্যবসা বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের জন্য মাস্ক ব্যবহার এবং টিকা গ্রহণের বাধ্যবাধকতা উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। এ সপ্তাহের বৃস্পতিবার থেকেই এ নির্দেশনা কার্যকর হবে বলে ঘোষণা দিয়েছেন রাজ্য গভর্নর ক্যাথি হোকুল।

কোভিড-১৯ এর নতুন ধরন ওমিক্রনের সংক্রমণও উল্লেখযোগ্য হারে কমে এসেছে। ৯ ফেব্রুয়ায়ারি বুধবার গভর্ণর ক্যাথি হোকুল ঘোষণা দিয়েছেন, নিউইয়র্কের গ্রোসারি, শপিং স্টোর, অফিস আদালতে মাস্ক আর বাধ্যতামূলক নয়। পরদিন বৃহস্পতিবার থেকেই এটি কার্যকর হবে বলে বলেছেন।তবে নিউইয়র্কের স্কুলগুলোতে এখনো মাস্ক বাধ্যতামূলক এখনো উঠিয়ে নেয়া হয়নি। পরের সপ্তাহের দিকে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে স্কুল পর্যায়েও মাস্ক বাধ্যতামূলক উঠিয়ে নেয়ার চিন্তাভাবনা চলছে বলে জানা গেছে।

মহামারির কিছুটা নিয়ন্ত্রিত হলে নিউইয়র্কে স্বাস্থ্যবিধিতে গত বছর শিথিলতা আনা হয়েছিল। পরে ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্টের ব্যাপক সংক্রমণের মুখে গত ১০ ডিসেম্বর থেকে ইনডোর স্থাপনাগুলোতে মাস্ক পুনরায় বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল।

এসব প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের টিকা গ্রহণও বাধ্যতামূলক করা হয়। গভর্ণর হোকুল তাঁর ম্যানহাটনের অফিস থেকে দেয়া ঘোষণায় বলেছেন, “ওমিক্রনের সংক্রমণ এবং একারণে হাসপাতালে ভর্তির হার কমে এমন পর্যায়ে এসেছে যে, আমরা এখন মাস্কের বিধিনিষেধ উঠিয়ে নিতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছি।” তবে, “আমরা সাবধানতা অব্যাহত রাখবো, পরিস্থিতির ওপর সতর্ক নজর রাখবো।”

গভর্নর হোকুল বলেছেন , স্কুল শিক্ষার্থীরা শীতকালীন অবকাশ থেকে ফেরার পর প্রকৃত পরিস্থিতি কী হয় তা দেখা যাবে। ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ বা মার্চের প্রথম দিকে শীতকালীন অবকাশ থেকে শিক্ষার্থীরা ব্যাপকভাবে স্কুলে ফিরবে।

এরমধ্যে টেস্টিং কিট ঘরে পাঠানো শুরু হবে বলে গভর্নর জানিয়েছেন। করনা মহামারিতে সবচেয়ে বেশি মৃত্যুর দেশ যুক্তরাষ্ট্র। এরমধ্যেই মোট মৃত্যুর সংখ্যা নয় লাখ অতিক্রম করেছে। ওমিক্রনের সংরমণ দ্রুত হ্রাস পেলেও যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন রাজ্যে এখনো সংক্রমণের হার বেশি। নিউইয়র্কে সংক্রমণ গত কয়েক মাসের মধ্যে সর্বনিম্ন পর্যায়ে পৌঁছেছে। প্রতিদিনের সংক্রমণ পরীক্ষায় দ্রুত হ্রাস পাওয়ার চিত্র ফুটে উঠেছে। হাসপাতালে ভর্তি ও মৃত্যুর সংখ্যা কমছে।

গভর্নর ক্যাথি হোকুল বলেছেন, কোন একটি বিষয় নয় , সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করে স্বাস্থ্য সতর্কতা ভবিষ্যতে আরোপের বিষয় বিবেচনা করা হবে গভর্নর বলেছেন।

ফ্রি হোম কেয়ার সার্ভিস

যে সকল মা বাবা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন এর মেডিকেইড ও মেডিকেয়ার আছে, তাঁদের সেবা করে আপনি সাপ্তাহিক ৫০০ ডলার করে উপার্জন করতে পারেন। এজন্যে পড়াশোনা বা কোন সার্টিফিকেট এর দরকার নাই।

যোগাযোগ করুন
নাসিমা: ৩৪৭-৮০১-৪০২৮

মুসলিমদের পোশাক পরে প্রার্থনা করেন যে ইহুদিরা

ডেস্ক রিপোর্ট

আল-আকসা মসজিদ বা টেম্পল মাউন্ট এলাকায় ইহুদিদের জন্য প্রার্থনা করা নিষিদ্ধ। কিন্তু তারপরও তাঁরা নিজ ধর্মমতে প্রার্থনা করে চলেছেন সেখানে। এজন্য তাঁদের বিভিন্ন কৌশল অনুসরণ করতে হয়। অনেক ইহুদিই মুসলিমদের পোশাক পরে টেম্পল মাউন্ট এলাকায় প্রবেশ করছেন এবং নিজেদের ধর্মানুযায়ী প্রার্থনা করছেন।

সংবাদমাধ্যমকে তাঁরা জানিয়েছেন, এজন্য তাঁরা মুসলিমদের মতো লম্বা সাদা পোশাক ও মাথায় মুসলিমদের টুপি পরেন। এতে করে কেউ তাঁদের আর ইহুদি বলে সন্দেহ করে না। ১৯৬৭ সালে পূর্ব জেরুজালেম দখল করে ইসরাইল। তবে টেম্পল মাউন্ট এলাকায় ইহুদিদের প্রার্থনা করা নিষিদ্ধ রয়েছে। ইহুদিরা সেখানে প্রবেশ করতে পারবেন কিন্তু প্রার্থনা করতে পারবেন শুধু মুসলিমরাই। ইসরাইলি ইহুদিদের একাংশ এই আইন পছন্দ করেন না। তাদের বিশ্বাস, এখানেই নির্মাণ করা হয়েছিল ইহুদিদের প্রথম ও দ্বিতীয় মন্দির। অনেকেই আবারও টেম্পল মাউন্ট এলাকায় ইহুদিদের মন্দির স্থাপনের স্বপ্নও দেখেন। যদিও ওই এলাকায় গিয়ে প্রার্থনা করার অধিকার তাঁদের নেই। এ জন্য কিছু ইহুদি এক্টিভিস্ট একটি গ্রুপ তৈরি করেছেন। তাঁদের উদ্দেশ্য হচ্ছে, টেম্পল মাউন্ট এলাকায় যাওয়া এবং প্রার্থনা করা। ওই গ্রুপের প্রধান হচ্ছেন রাফায়েল মরিস। বিবিসিকে তিনি জানান, ‘আমি ইহুদি ধর্মে বিশ্বাস করি এবং আমি একজন জায়নিস্ট। আমি বিশ্বাস করি টেম্পল মাউন্ট শুধুমাত্র ইহুদিদের জন্য। কারণ বাইবেলে ঈশ্বর নিজে আমাদের সেই অধিকার দিয়েছেন।’

তিনি জানান, মুসলিমরা দিনে ৫ বার প্রার্থনা করেন। চাইলেই তাঁদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করা যায়। কিন্তু বিড়বিড় করে ইহুদিদের মতো প্রার্থনা করতে হয়। আবার দিনের যে কোনো সময়েই নিজের মতো করে প্রার্থনা করে আসা সম্ভব।

Authorized
IRS e-file
Provider
KAKATUA
কাকাতুয়া
AGENCY
PARVIZ KAZI E.A.
Enrolled Agent
(Admitted to Practice Before the IRS)
Serving Our Community For Over 28 Years
ENROLLED AGENT
দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতার আলোকে এবং বর্তমান যুক্তরাষ্ট্র সরকারের ট্যাক্স নীতিমালা অনুসরণ করে ট্যাক্স ফাইলিং করে থাকি
Tax Return
OUR SERVICES ARE:
Income Tax
Accounting
Travels
Immigration
Insurance
37-31 77th Street, # 2nd Fl. Jackson Heights, NY 11372
Tel: (718) 726-6900 | (718) 397-5004
Email: info@kakatua.com I Web: www.kakatua.com

TRIBUNE TRAINING ACADEMY
29-28 41st Avenue, Suite 48, Queens, NY 11101
Office: (718) 790 - 2664 Cell: (917) 330 - 0891
- OSHA OUTREACH TRAINING
- SECURITY GUARD TRAINING
- WORK-ZONE FLAGGER TRAINING
- LIFT TRUCK / FORKLIFT TRAINING
- FIRST AID, CPR & AED TRAINING
- DEFENSIVE DRIVING
- RESUME BUILDING
- JOB SEEKING
DCJS Approved
OSHA Authorized Training
MD NOMAN
DIRECTOR OF SCHOOL
বিস্তারিত জানতে আজই কল করুন
আপনি কি বেকার? আপনি ভাল চাকরি খুজছেন?
তাহলে নিম্নোক্ত ট্রেনিং এর মাধ্যমে নিজেকে তৈরী করুন, উজ্জ্বল ভবিষ্যত গড়ুন।

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের সন্নিকটে বাংলাদেশি ডাক্তারদের দ্বারা পরিচালিত
মেডিকেল অফিস
We offer Quality Health Care
৮৭-৩১ ১৬৮ প্লেস, জ্যামাইকা নিউইয়র্ক-১১৪৩২
87-31, 168 Place, Jamaica NY 11432
৭১৮-২৯৭-৩২২০, ৭১৮-২৯৭-৩২২৬
718-297-3220, 718-297-3226
ডা: নাহরীণ মামুন এম.ডি
Board Certificed Internal Medicine
& Women Health Expert
বাংলাদেশি মহিলা ডাক্তার
ডা: মো: ইউসুফ আল মামুন এম.ডি
Board Certified Geriatrics & Internal Medicine
ডা: আহমেদ কে আসলাম এম.ডি
আমাদের সেবা সমূহ:
- শারীরিক চেক আপ
- টি.এল.সি টেস্ট
- ডায়াবেটিস
- উচ্চ রক্তচাপ
- হাই কোলেস্টরেল
আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহন করি
Help with insurance problems and new applications
All kinds of Medical Managements
PAP Smear, Blood Test, EKG Pregnancy Test, TB Test, TLC, Vaccinations

সাউথ ইষ্ট ইউএসএ গ্রুপ দিচ্ছে নির্ভূল ট্যাক্স ফাইলের নিশ্চয়তা

আপনি অভিজ্ঞ ট্যাক্স প্রিপেয়ার দ্বারা আপনার ট্যাক্স ফাইল করুন

অন্যথায় সামান্য ভুলের কারণে আপনি পেতে পারেন আইআরএস নোটিশ!

আমাদের রয়েছে অভিজ্ঞ ট্যাক্স প্রিপেয়ার। যারা নির্ভূল ট্যাক্স ফাইল করতে সম্পুর্ণ অভিজ্ঞ।

মনে রাখবেন এবারের ট্যাক্স ফাইল হবে খুবই জটিল

কারণ এসবিএ লোন, পিপি লোন, আনএমপ্লয়মেন্ট, স্টিমুলাস রিকভারি রিবেট, এবং চাইল্ড ক্রেডিট।

ক্রেডিট লাইন ভাল হলে সহজেই বাড়ি গাড়ি ফার্নিচার ইত্যাদি কিনতে পারবেন। জীবনযাপন মসৃন হবে।

আপনার ক্রেডিট সমস্যার সমাধান করতে চাইলে আজই যোগাযোগ করুন।

Confidential & safe

SOUTHEST USA GROUP, INC.

Debt Settlement and Credit Repair

74-09 37th Avenue, 2nd FL, Room# 206, Jackson heights, NY 11372

Phone: 718-639-6207 Cell: 917-566-1612

Email: usa.bd54@gmail.com

SHOW TIME MUSIC
PRESENTS
শোটাইম মিউজিক
এর বিশেষ আয়োজন
পিঠা উৎসব
PITHA UTSHOB 2022
আকর্ষনীয় র‍্যাফেল ড্র
FREE ENTRY
প্রবেশ উন্মুক্ত
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান
১৯ ফেব্রুয়ারী, ২২ রোজ শনিবার
স্থান: কুইন্স প্যালেস
৩৭-১১, ৫৭ স্ট্রিট, উডসাইড, নিউইয়র্ক ১১৩৭৭
৪টা-১১টা
আপনারা সবাই স্বপরিবারে স্বাগতম
চন্দ্রা ব্যানার্জী ও তার দল নৃত্যাঞ্জলি
Majid Desire
বিস্তারিত তথ্য এবং স্টলের জন্য যোগাযোগ 646-546-6038
বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের পিঠা প্রদর্শনীর মহাউৎসব

21 FEBRUARY
INTERNATIONAL MOTHER LANGUAGE DAY
একুশে ফেব্রুয়ারি
শোটাইম মিউজিক এর উদ্যোগে
সম্মিলিত
মহান একুশ উদযাপন ২০২২
২০ ফেব্রুয়ারী, ২২ রবিবার
স্থান: কুইন্স প্যালেস
৩৭-১১, ৫৭ স্ট্রিট, উডসাইড, নিউইয়র্ক ১১৩৭৭
সময়: বিকাল ৪টা
২০ শে ফেব্রুয়ারী শহীদ মিনারে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ রাত ১২:০১ মিনিটে
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস
১৯৫২ এর ভাষা আন্দোলনে
শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি
অমর ২১ শে
শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস
পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ, শ্রদ্ধা নিবেদন ও সাংস্কৃতিক পরিবেশনা
সুধী,
শোটাইম মিউজিক এর পক্ষ থেকে সম্মিলিত "মহান একুশ" উদ্‌যাপনের সার্বিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। আগ্রহী সামাজিক, সাংস্কৃতিক, আঞ্চলিক, পেশাজীবি, শিক্ষা ও সেবামূলক সংগঠনসমূহকে অনুষ্ঠানে অংশ নিতে রেজিষ্ট্রেশন করার জন্য বিনীত অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।
SHOW TIME MUSIC
আয়োজনে:
শোটাইম মিউজিক
বিস্তারিত তথ্য এবং স্টলের জন্য যোগাযোগ
646-546-6038

Shahjalal ®
শাহজালাল
পরোটা
এখন সর্বত্র পাওয়া যাচ্ছে
Shahjalal
25
ORIGINAL
Paratha
LIGHT CRISPY LAYERED FLUFFY
-AUTHENTIC TASTE-
Home Made Style
Net Weight:
2000gm/70.5oz
FROZEN
KEEP FROZEN
PREMIUM FOODS USA INC.
50-49, 49th Street, Woodside, New York 11377
Tel: 718 440 9451, 718 392 0024 | Fax: 718.360.0439
www.premiumfoods.us

ডা. মো. আব্দুল বাছিত
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
ডা. শামসি রহমান
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ বাংলাদেশি মহিলা ডাক্তার

বাংলাদেশী মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

ডাঃ শামসি রহমান
Ex-Attending Physician Ambulatory Care Elmhurst Hospital
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার

ডাঃ মোঃ আব্দুল বাছিত
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
Diplomate of American Board of Internal Medicine
Assistant Professor of Medicine
MOUNT SINAI SCHOOL OF MEDICINE
Attending Physician (Medicine Department)
QUEENS HOSPITAL CENTER

সেবা সমূহ
Same Day Appointment
Walk-in Welcome

- প্রাইমারী কেয়ার/ মেডিসিন বিশেষজ্ঞ।
- অফিসেই রক্ত, প্রশাব পরীক্ষা ও ইকেজির ব্যবস্থা আছে।
- ফ্লু, হজ্বসহ অন্যান্য ভ্যাকসিন।
- জব, স্কুল, টি.এল.সি (TLC) সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা।
- ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস চেক-আপের ব্যবস্থা।
- যাদের হেলথ ইন্সুরেন্স নাই বিশেষ চিকিৎসার সুযোগ।

জ্যাকসন হাইটস অফিস - রোগী দেখার সময়ঃ
সোম থেকে শুক্রবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৩:৩০ মিঃ পর্যন্ত।
শনিবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৩ টা পর্যন্ত।

ওজনপার্ক অফিস - রোগী দেখার সময় ঃ
মঙ্গলবার থেকে শুক্রবার ঃ বিকাল ৪টা থেকে সন্ধ্যা ৭:৩০ মিঃ পর্যন্ত।
শনিবার ঃ বিকাল ৩টা থেকে ৫:৩০ মিঃ পর্যন্ত।

বাছিত মেডিকেল কেয়ার
JACKSON HEIGHTS OFFICE:
40-37 74th Street
Elmhurst, NY 11373
Tel: 917-780-4510
Fax: 347-875-3911

OZONE PARK OFFICE:
97-47 77th Street,
Ozone Park, NY 11416
Tel : 718-307-5796
Fax : 347-875-3911

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস
অভিজ্ঞ আমেরিকান ট্রায়াল আইনজীবি দ্বারা পরিচালিত
আইনী প্রতিষ্ঠান
LAW OFFICES OF
SURDEZ & PEREZ, P.C.

SURDEZ & PEREZ, P.C.

We Specialize in Personal Injury and Negligence Cases
Call us:
718-482-7766, 917-562-1368
প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে
পরামর্শের জন্য ফি লাগে না

Free Consultation
কেবলমাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই
আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি

আমাদের কার্যক্রম ও পরামর্শের ক্ষেত্রসমূহঃ
- গাড়ী দুর্ঘটনা
- বাস,ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল
- ব্রেইন ইনজুরি
- এলিভেটর একসিডেন্ট
- স্কুল লায়াবিলিটি
- খেলার মাঠে দুর্ঘটনা
- বার্ণ ইনজুরি
- নির্মাণ কাজে দুর্ঘটনা
- পিছলে পড়ে গেলে
- লেড পয়জনিং
- কুকুর কামড়ালে
- ডাক্তারের ভুল চিকিৎসা

আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহঃ
অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রায়াল এটর্ণী দ্বারা পরিচালিত একটি আইনী প্রতিষ্ঠান। সততা ও নিষ্ঠা। ক্লায়েন্টের পক্ষে রায়ের জন্য দক্ষতার সাথে সর্বাত্মক চেষ্টা। দ্রুত কেস সেটেলমেন্টের নিশ্চয়তা

যে কোন পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন

Mohammed Ali
718-482-7766
917-562-1368
alimd@surdezlaw.com
alimd1040@yahoo.com

32-72 Steinway Street, Suite# 401
Astoria, NY 11103
www.surdezperezlaw.com

Immigrant Elder Home Care LLC
হোম কেয়ার

ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করুন
$২১ প্রতি ঘন্টা
নিউইয়র্ক ষ্টেটের হেলথ ডিপার্টমেন্টের সিডিপেপ/হোম কেয়ার প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনি ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা শ্বশুড়-শ্বাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সেবা দিয়ে প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।
কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
আজই যোগাযোগ করুন:
গিয়াস আহমেদ, চেয়ারম্যান / সিইও /৯১৭-৭৪৪-৭৩০৮

Corporate Office
37-05 74st, 2nd Fl
Jackson Heights, NY 11372
917-744-7308, 718-457-0813

Long Island Office
1 Blacksmith Lane
Dix Hill, NY 11731
718-406-5549

Bronx Office
2148 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-744-7308, 718-457-0813

Ozone Park Office
175 B Forbell Street
Brooklyn, NY 11208
Tel: 917-744-7308

Buffalo Office
642 Walden Avenue
Buffalo, NY 14211
Tel: 347-837-1162

সুখবর! সুখবর!! সুখবর!!!

আপনি কি TLC লাইসেন্স প্লেটের মালিক হওয়ার স্বপ্ন দেখছেন?

ক্যাব চালক ভাইদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি

২০২২ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারির মধ্যে টিএলসি'র সকল গাড়ীর ইন্স্যুরেন্স নবায়ন করতে হবে।
গ্রীন ক্যাব, ব্ল্যাক কার, লিভারী, ইয়েলো ট্যাক্সি চালকদের স্বাগত জানাচ্ছি।
আমরা অল্প ডাউন পেমেন্টে নিশ্চিতভাবে আপনার গাড়ীর ইন্স্যুরেন্স নবায়ন করে থাকি।

১৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে ব্রোকার চেঞ্জ করতে পারবেন।

NYI
NY INSURANCE
BROKERAGE INC.

আপনার সেই স্বপ্ন পূরণে সহযোগিতা করবে।

- TLC লাইসেন্স প্লেট বাজারে ছাড়ার আগেই আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।
- আগে আমাদের সাথে যোগাযোগ করলে এগিয়ে থাকবেন সবার আগে।
- যারা ভাড়ায় এবং চুক্তিতে TLC লাইসেন্স প্লেট ব্যবহার করছেন তাদের নিজ নামে প্লেট ট্রান্সফার করে নেয়ার সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে।

Shah Nawaz MBA
President & CEO

Call for More Information
718 476 2025

বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন।

Corporate Office: 71-16 35th Ave, Jacksoh Heights, NY 11372
Tel: 347 425 3878, Fax : 718 476 2026, E-mail : Office@nyinsuranceb.com

JBBA
জ্যাকসন হাইটস্ বাংলাদেশী বিজনেস্ এসোসিয়েশন
Jackson Heights Bangladeshi Business Association
EXECUTIVE COMMITTEE
2022-24
HARUN BHUIYAN
PRESIDENT
KHAMAR BARI
FAHAD SOLAIMAN
GENERAL SECRETARY
ALL CHOICE ENERGY
MONSUR CHOWDHURY
SR. VICE PRESIDENT
HAAT BAZAR
BABU KHAN
VICE PRESIDENT
PREMIUM SUPER MARKET
ABU NOMAN SHAKIL
VICE PRESIDENT
ITTADI SUPERMARKET
MOHAMMED ALAM NOMI
VICE PRESIDENT
EXCLUSIVE OF PIRAN
Z.R.CHOWDHURY(LITU)
VICE PRESIDENT
MAMA'S
NURUL AMIN BABU
VICE PRESIDENT
TRIBORO REALTY
MD. AZAD
VICE PRESIDENT
LIBERTY RENOVATION
MD. KASHEM
JOINT SECRETARY
MADANI DISTRIBUTIONS
SHAHRIAR ARIF
JOINT SECRETARY
NOBANNA
SELIM HARUN
TREASURER
KARNAFULLY TRAVELS
MAHMUD BADSHA
ORGANIZING SECRETARY
NY DELI & GROCERY
M.R.KHANDAKER SANTU
CULTURAL SECRETARY
DTNY
ANOWAR HOSSAIN
SOCIAL WELFAIR SEC.
BD WIRELESS & COMMUNICATIONS
MASUD RANA TOPON
OFFICE SECRETARY
SUNMAN GLOBAL EXPRESS
SHAH CHISTY
PUBLICATION SECRETARY
SHAH ELECTRONIC
SUBAL DEBNATH
PUBLICTY SECRETARY
DEBNATH TAX & ACCOUNTING
NILUFAR SHREEN
WOMEN'S AFFAIRS SEC.
TARANGO
KAMRUZZAMAN BACHU
MEMBER
REAL ESTATE
SAJJAD HOSSAIN
MEMBER
DESIGN STUDIO
ISTEAK RUMI
MEMBER
THE RUSH EXPRESS INC
SANATAN SHIL
MEMBER
SONARBBANGLA HAIR
MORSHED SM MASUD
MEMBER
SKYLAND TRAVELS
MOHAMMAD IDRIS
MEMBER
DHAKA GARDEN
ABDUL HAMID
MEMBER
USBANGLA.COM
SHAKHAWAT BISWAS
MEMBER
FIVE S CORPORATION
MD. HUMAYUN KABIR
MEMBER
AARONG
SHAFIUDDIN MIAH
MEMBER
JAMUNA INC
FEMD ROCKY
MEMBER
RMFT INC
TOHIDUL ISLAM RONI
MEMBER
NEW BENGAL CONSTRUCTION
AMIN MACK
MEMBER
FAUMA INNOVATIVE INC
SHAMOL C NATH
MEMBER
SS ELECTRONICS
AFTAB JONY
MEMBER
HRT
JOSHI CHOUDHURY
MEMBER
AHEDE ENTERPRISES

utshob.com®
YOUR ULTIMATE ONLINE SHOPPING EXPERIENCE
The pleasure of
GIFTING BEST
Spend $50 and get a gift box
Spend $100 and get a gift box
and $10 cashback
Coupon Code
LOVE24
Get a free valentine card for any valentine order

জ্যাকসন হাইটস- এ
অভিজ্ঞ ট্যাক্স ফাইলিং প্রতিষ্ঠান
TAX
সুরমা এজেন্সি INC.
$40 থেকে শুরু
*শর্ত প্রযোজ্য

- ব্যাক্তিগত ও বিজনেস
- ট্যাক্স ফাইলিং
- ফাইন্যানশিয়াল স্টেটমেন্ট
- লাইসেন্স
- পেরোল
- অলাভজনক ব্যবসা শুরু করা
- ট্যাক্স সংক্রান্ত অন্যান্য সেবা

এই আর এস ও নিউইয়র্ক স্টেট ট্যাক্স সমস্যার সমাধান

37-07 74th Street, Suite #3
Jackson Heights, NY-11372
+1 (631)805-1051

PEOPLE TECH
A Global Leader in Skill Development, Job Placement & Outsourcing
If you are stuck at home during this pandemic, take advantage of the time and get certified as a software tester and earn 100k to 200k
25% - 35%
DISCOUNT
QA Selenium Automation Course

Weekend Batch Start Date:
April 11th 2020 (VA Campus)
Saturday and Sunday (9:00AM to 2:00PM)

Weekday Batch Start Date:
April 14th 2020 (VA Campus)
Tuesday and Wednesday (6:00PM to 11:00PM)

Weekend Afternoon Batch Start Date:
April 19th 2020,(NY Campus)
Saturday and Sunday (2:30PM to 7:30PM)

Provided jobs to 6000+ Students
We have 15 years of experience in Training and Job Placement.
Certified Computer Training Institute by:
New York State Education Department & Bureau of Proprietary School Supervision
State Council of Higher Education for Virginia
Authorized Empolyment Agency by:
NYC Department of Consumer Affairs
info@piit.us 1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448) www.piit.us

New York Medical Career Training Center
New York Medical Career Training Center
Committed To Provide Medical Training

Manhattan (212) 947-4444
Queens (718) 460-4340
Long Island (516) 778-9393

Programs Offered
- Diagnostic Medical Sonographer
- Medical Assistant (RMA)
- EKG Technician
- Phlebotomy Technician
- EKG & Phlebotomy (CET & CPT)
- Medical Billing (ICD9 & CPT)
- Medical Office Administration (CMAA)
- Patient Care Technician
- Pharmacy Technician
- Dialysis Tech (Bonnet)
- Nursing Assistant (CNA)

Financial Aid Available •Licensed by NYS Ed
Nationally Accredited Institute
Print & Art

M&N HOME CARE SERVICES LLC

$23/hr

CD PAP - PCA - HHA

866-688-6922

২১ ফেব্রুয়ারি
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস
অমর একুশে
ডিসি একুশে এলায়েন্স ২০২২ (ডিসিইএ) সদস্য সংগঠনসমূহ:
ওয়ার্ল্ড ডেমোক্রেটিক ন্যাশনাল কাউন্সিল (ডব্লিওডিএনসি)
সুন্দরবন
স্বাধীন বাংলাদেশ কালচারাল অর্গানাইজেশন
স্বদেশ
প্রিয় বাংলা
পিপল এন্ড টেক ফাউন্ডেশন
ম্যারিল্যান্ড ফ্রেন্ডস এন্ড ফ্যামিলি
জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি এলামনাই ইন ডিসি (জুয়াডিসি)
ফ্রেন্ডস এন্ড ফ্যামিলি
ফাউন্ডেশন অব সোস্যাল অর্গানাইজেশন এন্ড লীডারশীপ (ফসল)
একাত্তর ফাউন্ডেশন
ধ্রুপদ
ঢাকা ইউনিভার্সিটি এলামনাই ফোরাম, ইনক (ডুয়াফি)
বুয়েটিয়ান ইউ এস এ ক্যাপিটাল রিজন
বাংলাদেশী এন্টারপ্রেনার্স সোসাইটি অফ টেলেন্টস (বেস্ট)
বাংলাদেশী আমেরিকান আইটি প্রফেশনালস অর্গানাইজেশন (বাইটপো)
বাংলাদেশী আমেরিকান ফাউন্ডেশন (বাফি)
বাংলাদেশী আমেরিকান কালচারাল অর্গানাইজেশন অফ ডিসি (বাকোডিসি)
বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অফ গ্রেটার ওয়াশিংটন ডিসি (বাগডিসি)
বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অফ আমেরিকা, ইনক (বাই)
আমরা নারী
আমেরিকান অ্যাসোসিযশেন অফ বাংলাদেশী ইঞ্জিনিযার্স অ্যান্ড আর্কিটেক্টস (আবিয়া)
আমরা বাঙালি ফাউন্ডেশন
অনুষ্ঠানস্থল:
Kenmore Middle School
200 S Carlin Springs Rd
Arlington, VA 22204
তারিখ:
শনিবার, ফেব্রুয়ারি ১৯, ২০২২
সময়: বিকেল ৫ ঘটিকা।
আয়োজনে :
ডিসি একুশে এলায়েন্স ২০২২ (ডিসিইএ)
DC EKUSHEY ALLIANCE
ব্যবস্থাপনায়:
BAITPO
সহযোগিতায়:
ARLINGTON VIRGINIA
arlington arts
মিডিয়া পার্টনার:
TIMES 24
CHANNEL 786
NRB CONNECT

আমেরিকার শহরগুলোয় গাছ কমছে ব্যাপক হারে

উত্তর আমেরিকা অফিস

যুক্তরাষ্ট্রের ফরেস্ট সার্ভিস বিভাগ বলেছে, বছরে ৩ কোটি ৬০ লাখ গাছ যুক্তরাষ্ট্রের শহরগুলো থেকে হারিয়ে যাচ্ছে। গত পাঁচ বছর ধরে বিভিন্ন শহুরে এলাকায় জরিপ ও গবেষণা চালিয়ে এই তথ্য পেয়েছে ফেডারেল বন বিভাগ।

সম্প্রচার মাধ্যম সিএনএনের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বৈশ্বিক তাপমাত্রা অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যাওয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের শহরগুলোর গাছ মারা যাচ্ছে। এভাবে গাছ বিলুপ্ত হতে থাকলে পৃথিবীর তাপমাত্রা আরও বেড়ে যাবে। একটি সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে, গরমের দিনে তাপমাত্রা ১০ ডিগ্রি ফারেনহাইট পর্যন্ত কমিয়ে দিতে পারে গাছ। কিন্তু গাছই যদি না থাকে, তাপমাত্রা কমবে কী করে?

যুক্তরাষ্ট্রের ফরেস্ট সার্ভিস বিজ্ঞানী এবং গবেষণার সহ-লেখক ডেভিড নোভাক বলেছেন, 'আমরা যদি এভাবেই

চলতে থাকি, তাহলে শহরগুলো আরও উষ্ণ হবে। পরিবেশ আরও দূষিত হবে। মানুষের জন্য পুরো শহর অস্বাস্থ্যকর হয়ে উঠবে।'

তিনি গাছ কমে যাওয়ার পেছনে কতগুলো কারণ উল্লেখ করেন। কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে হারিকেন, টের্নেডো, দাবানল, পোকামাকড় ও রাগের আক্রমণ ইত্যাদি। এসবই প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত কারণ। তবে সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে মানুষ। মানুষ যদি উন্নয়নের নামে পরিবেশদূষণ বন্ধ না করে তবে গাছের মরে যাওয়া বাড়তেই থাকবে।

নোভাকের দাবি, যুক্তরাষ্ট্রের জনসংখ্যার ৮০ শতাংশেরও বেশি শহরাঞ্চলে বাস করে এবং বেশির ভাগ মার্কিনিরা পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলের দিকে বনাঞ্চলে বসবাস করে। এই মানুষেরা যতবার রাস্তা তৈরি করে, ততবার গাছ কাটে। যতবার বাড়ি তৈরি করে, ততবার গাছ কেটে ফেলে। এভাবে পুরো একটি অঞ্চল বৃক্ষশূন্য হয়ে যাচ্ছে। গাছ আমাদের ঘরবাড়ি, অফিস ভবন, পার্ক এবং রাস্তার জন্য ছায়া দেয়। ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রা শীতল করে। শুধু তাই নয়, বায়ুমণ্ডলকেও শীতল করে গাছ। মাটির নিচ থেকে সে পানি গ্রহণ করে এবং বাষ্পীভূত করে। ন্যাশনাল একাডেমি অব সায়েন্সেসের এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, গাছের ছায়া পরিবেশকে ৪০ শতাংশ বেশি ঠাণ্ডা করে। কাজেই প্রতিটি শহর সবুজ আচ্ছাদনে ছেয়ে ফেলা প্রয়োজন—এমন মন্তব্য করেছেন ডেভিড নোভাক।

মিশিগানে সরস্বতী পূজা উদযাপিত

পার্থ সারথী দেব, *মিশিগান*

মিশিগানের বিভিন্ন স্থানে গত ৫ ফেব্রুয়ারি শনিবার সরস্বতী পূজা অনুষ্ঠিত হয়েছে। জানা গেছে, ডেট্রয়েটের দুর্গা মন্দির, ওয়ারেন সিটির শিব মন্দির, কালী মন্দিরসহ ব্যক্তিগত উদ্যোগেও তিথিমত সরস্বতী পূজা উদযাপন করা হয়েছে।

দুর্গা মন্দিরে ৫ ফেব্রুয়ারি করোনা বিধি মেনে তিথিমত সরস্বতী পূজা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সকাল ১০টায় পূজা, ১২টায় অঞ্জলি, ১টায় শিশুদের হাতে খড়ি, ২টায় প্রসাদ বিতরণ করা হয়। পূজায় পৌরিহিত্য করেন পারিন্দ্র চক্রবর্তী। প্রতিকূল আবহাওয়া উপেক্ষা করে বিপুল সংখ্যক ভক্ত মন্দিরে আসেন। মিশিগানে করোনার প্রকোপ বৃদ্ধি পাওয়ায় এবার মন্দিরের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান স্থগিত করা হয়েছে। তবে শিশু কিশোররা ভার্চুয়ালি চিত্রাঙ্গন প্রতিযোগিতা, গান, নৃত্য, কবিতা আবৃতিতে অংশ গ্রহণ করে।

শিব মন্দিরে গত ৫ ফেব্রুয়ারি তিথিমত

দুর্গা মন্দিরে অঞ্জলি। ছবি: সংগৃহীত

সরস্বতী পূজা উদযাপন করা হয়েছে। পূজা, অঞ্জলি, শিশুদের হাতেখড়ি, প্রসাদ বিতরণ করা হয়। শিশু-কিশোরদের মধ্যে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সবাইকে সার্টিফিকেট ও পুরস্কার দেয়া হয়। বিকেলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে শিশু-কিশোররা গান, নৃত্যে অংশ গ্রহণ করে এবং স্থানীয় শিল্পীরা সঙ্গীত পরিবেশন করেন। সবশেষ সঙ্গীত পরিবেশন করেন অতিথি শিল্পী মৌরাজ অঙ্কন। কালী মন্দিরে গত ৫ ফেব্রুয়ারি সরস্বতী পূজা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে পূজা, অঞ্জলি, শিশুদের হাতেখড়ি, প্রসাদ বিতরণ করা হয়। বিকেলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে স্থানীয় শিল্পীরা অংশগ্রহণ করেন।

আয়ুর সীমানা

রোমেনা লেইস

বিরানব্বই বছর বয়সে কিংবদন্তি সঙ্গীতশিল্পী লতা মঙ্গেশকর মুম্বইয়ের ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালে রোববার সকালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। সব বন্ধন তুচ্ছ করে চলে যেতে হয়। চলে যাওয়াই সবচেয়ে ধ্রুব সত্য একদিন সবাই চলে যাব। মৃত্যুর দিকে ধাবিত জীবনই সত্য। মৃত্যু কি পারে সবকিছু কেড়ে নিতে? মানুষের কর্ম বেঁচে থাকে অথবা বলা যায় মানুষ তার সৃষ্টিশীলতার মধ্যে বেঁচে থাকে। এই যে একজন মানুষ ৯২ বছর বেঁচে থাকলেন। এই দীর্ঘ সময়ে যে গান করলেন সেটা তাঁর অর্জন। এই যে মানুষের ভালোবাসা এই তাঁর প্রাপ্তি। তাই তাঁর মৃত্যুও আনন্দের। এই মৃত্যুতে কোনো দুঃখের ছায়া নেই। এই মৃত্যু গৌরবের। এই প্রস্থান আরো দৃঢ় করবে তার অবস্থান। লতা মঙ্গেশকরের মৃত্যু আরও উজ্জ্বল করে তোলে তাঁর কর্মময় জীবনকে। সেই শিশু বয়সে আমরা পিকনিকে যাচ্ছি। ক্যাসেট প্লেয়ারে গান বাজছিল সেই গান আর পাহাড় দেখে আমরা আনন্দে ভাসছি।

'ঐ গাছের পাতায় রোদের ঝিকিমিকি আমায় চমকে দাও, দাও, দাও আমার মন মানে না দেরী আর সয় না।'

লতা মুঙ্গেশকরের গাওয়া এই গানটিই প্রথম গান যার মাধ্যমে আমি তাঁর নাম জানি। আমি সেইদিন প্রথম শুনেছিলাম তাঁর নাম। আজ আমি তাই তাঁর চলে যাওয়া দেখে শোকেও আনন্দিত হই। বয়সে নুহ্য শরীর নিয়ে একজন মানুষ একশ বছর বেঁচে থাকার চেয়ে এই চলে যাওয়াও আনন্দের। আর তাই তাঁর এই চলে যাওয়া গৌরবমাখা। তাঁর এই যে পাহাড়সম অর্জন তা তাঁকে আরও একশ বছর জনম জনম মানুষের কাছে স্মরণ যোগ্য করে রাখবে। এক জনমে মানুষ আর কত দিতে পারে!

মাত্র ১৩ বছর বয়সেই লতা তাঁর ক্যারিয়ার শুরু করেছিলেন ১৯৪২ সালে, মারাঠি গান গেয়ে। মারাঠি ছবি

লতা মঙ্গেশকর

'কিতি হাসাল'র জন্য। দুঃখজনক ঘটনা হলো, চূড়ান্ত সম্পাদনায় গানটি বাদ দেয়া হয়। ১৯৪৬ সালে তিনি প্রথম হিন্দি সিনেমার জন্য গান করেন। বসন্ত জোগলেকরের 'আপ কি সেবা মে' ছবিতে তিনি 'পা লাগু কার জোড়ি' গানটি গেয়েছিলেন। দুই বছর পর সুরকার গুলাম হায়দার তাঁকে প্রথম বড় সুযোগ দেন।

চল্লিশের দশকে হিন্দি চলচ্চিত্রের প্লেব্যাক সিঙ্গার হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তিনি যখন সংগ্রাম শুরু করেন, সে সময়টায় ইন্ডাস্ট্রি দাপিয়ে বেড়াচ্ছিলেন শামসাদ বেগম ও নুরজাহানের মতো বিখ্যাত গায়িকারা। "আন্দাজ" সিনেমার জন্য ১৯৪৯ সালে গাওয়া গান তাঁর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়।

নার্গিস, ওয়াহিদা রেহমান থেকে শুরু করে কাজল, প্রীতি জিনতাসহ এ প্রজন্মের অনেক নায়িকার জন্যও গান গেয়েছেন লতা মঙ্গেশকর। ১৯৫৯ সালেই সপ্তাহে গড়ে ৩০টি করে গান রেকর্ড করতে হয়েছে তাঁকে। ১৯৭১ সালের মধ্যে ১ হাজার ৮০০ সিনেমার জন্য লতা মঙ্গেশকর রেকর্ড করেন প্রায় পঁচিশ হাজার গান। মহল (১৯৪৯), বারাসাত (১৯৪৯), সত্যম শিবম সুন্দারম (১৯৭৮) এবং ম্যায়নে পেয়ার কিয়া (১৯৮৯) চলচ্চিত্রগুলোকে বিশাল বাণিজ্যিক সাফল্য এনে দিয়েছিল লতার গাওয়া গান।

এক অনুষ্ঠানে লতার গাওয়া দেশাত্ববোধক গান 'এ্যায় মেরি ওয়াতান কি লোগ' ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহর লাল নেহেরুর চোখে পানি এনেছিল। শুধু ভারতেরই নয়, কণ্ঠের জাদুতে তিনি জয় করেছেন সারা বিশ্বের সংগীতপ্রেমীদের মন। ভারতের অসংখ্য মানুষের কাছে এই শিল্পী রীতিমতো পূজনীয়। সাত দশকের বেশি সময় ধরে গানের সঙ্গে ছিলেন তিনি। ৩৬টি ভাষায় গান করেছেন লতা মঙ্গেশকর। এর মধ্যে আছে বাংলাও। 'প্রেম একবার এসেছিল নীরবে', 'আষাঢ় শ্রাবণ মানে না তো মন', 'ও মোর ময়না গো', 'ও পলাশ ও শিমুল', 'আকাশপ্রদীপ জ্বলে'সহ আরও অনেক বিখ্যাত বাংলা গানে কণ্ঠ দিয়েছেন তিনি।

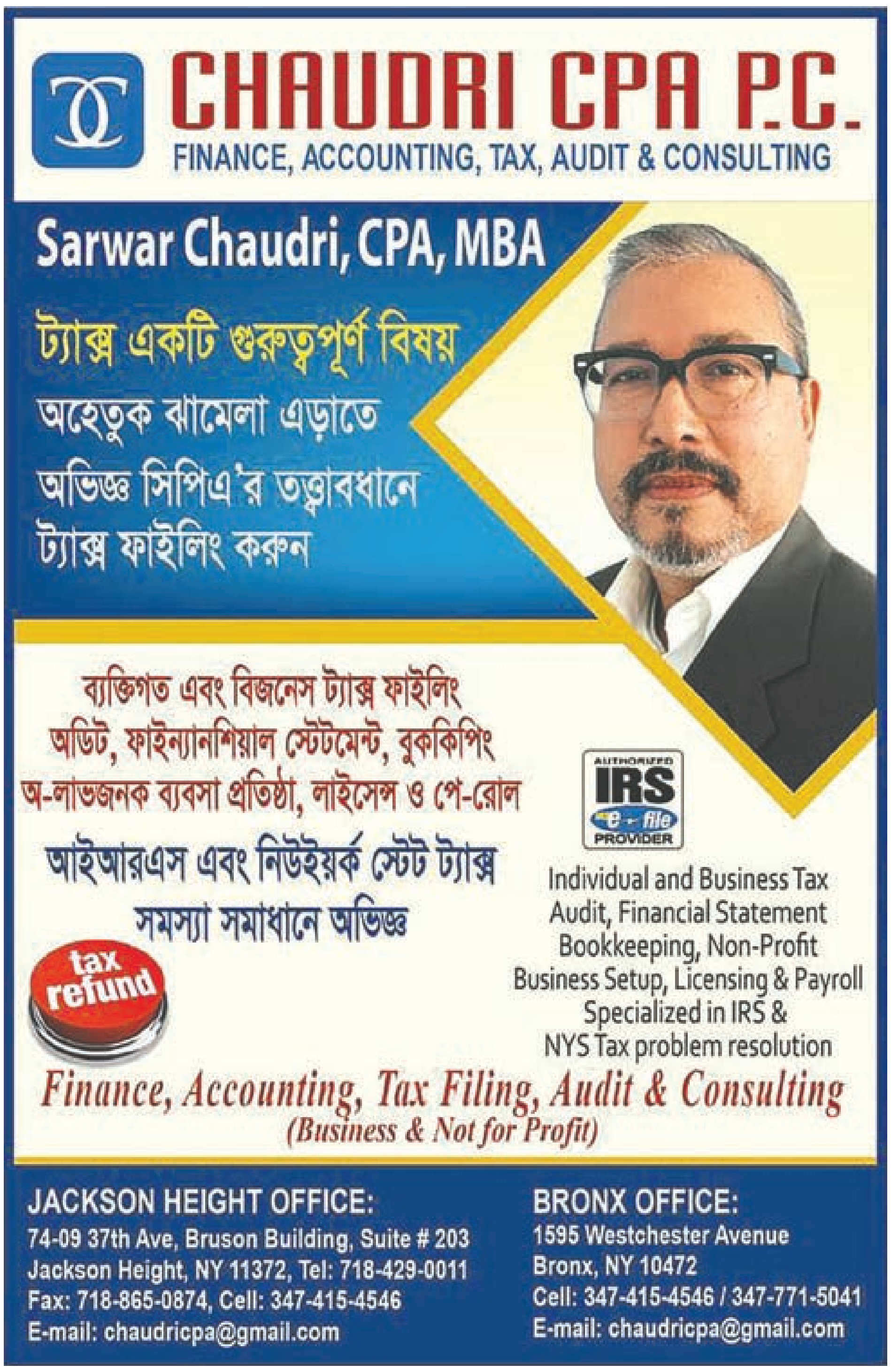

শাহ্ ফাউন্ডেশনের গাইবান্ধায় শীতবস্ত্র বিতরণ

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্কের শাহ্ ফাউন্ডেশন দু'দিনব্যাপী গাইবান্ধায় দুস্থদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করেছে। বাংলাদেশ ক্ষেতমজুর সমিতি গাইবান্ধা জেলা, পলাশবাড়ি উপজেলা ও বাংলাদেশ যুব ইউনিয়ন গাইবান্ধা জেলা শাখার সার্বিক তত্ত্বাবধানে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে মানবতার সেবায় নিয়োজিত শাহ্ ফাউন্ডেশনের আর্থিক সহযোগিতায় ৭ ফেব্রুয়ারি সোমবার দুপুরে গাইবান্ধা সদরের কামারজানি ইউনিয়ন ও সুন্দরগঞ্জ উপজেলা এবং পরদিন ৮ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার বিকেলে পলাশবাড়ি উপজেলার মেরীরহাটে দুই শতাধিক অসহায় ও দুস্থ ব্যক্তির মধ্যে সোয়েটার ও কম্বল বিতরণ করা হয়। প্রথম দিন শীতবস্ত্র বিতরণের আগে এ উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন কবি ও বাচিক শিল্পী দেবাশীষ দাশ দেবু, শিক্ষক ও গণসংগীত শিল্পী রণজিৎ সরকার, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক রিকতু প্রসাদ, ক্ষেতমজুর সমিতি জেলা সদস্য প্রতিভা সরকার ববি, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি সুন্দরগঞ্জ উপজেলা সভাপতি আবু বক্কর, প্রভাষক সুজন কুমার বর্মন, যুব ইউনিয়ন জেলা সদস্য এমদাদ।

শাহ ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে পরদিন মেরীরহাট বিকালে হতদরিদ্র গরীব কৃষক ও ক্ষেতমজুরদের বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন গাইবান্ধা উদীচী জেলা সংসদের সভাপতি অধ্যক্ষ জহুরুল কাইয়ুম। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সাংস্কৃতিক কর্মী ও বাচিক শিল্পী শিরিন আকতার, কেন্দ্রীয় যুব ইউনিয়ন নেতা প্রতীভা সরকার ববি, পলাশবাড়ি উপজেলা ক্ষেতমজুর সমিতির নেতা আব্দুল্লা হআদিল-নান্নু, ইয়াদুল ইসলাম, সাজু মাষ্টার,আব্বাস আলী।

গাইবান্ধায় শাহ্ ফাউন্ডেশনের দুস্থদের শীতবস্ত্র বিতরণ। ছবি: সংগৃহীত

সংক্ষিপ্ত আলোচনা অনুষ্ঠানে বক্তরা শাহ্ ফাউন্ডেশনকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, উত্তরবঙ্গে এই প্রচন্ড শীতের সময় যখন, গরীব-দুঃখী মানুষেরা অসহনীয় কষ্টের মধ্য দিয়ে দিন কাটাচ্ছেন। হাড়কাঁপা শীতে অনেকে ঠাণ্ডাজনিত অসুখে ভুগছেন। ঠিক সেই সময় শাহ্ ফাউন্ডেশন এই অসহায় মানুষগুলোর পাশে এসে দাঁড়িয়ে তাদের কষ্ট কিছুটা দূর করে মানবিকতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করল।

মেরির হাটে শীতবস্ত্র বিতরণের সময় প্রতীভা সরকার ববি বলেন, খুব বেশি কিছু না, একটিমাত্র শীতের পোশাকেই দরিদ্র মানুষের মুখে নির্মল হাসি ফোটানো যায়। এর চাইতে সুখের অনুভূতি আর কি হতে পারে। আমরা বার বার হাসি ফুটাতে চাই তাদের মুখে। দীর্ঘজীবী হোক শাহ্ ফাউন্ডেশন।

পীর হাবিবুর রহমান স্বজনদের মধ্যে বেঁচে থাকবেন

উত্তর আমেরিকা অফিস

মৃত্যুর মধ্যে দিয়েই পীর হাবিবুর রহমান মতো সাংবাদিক নিঃশেষ হয়ে যান না। কর্মই তাঁকে বাঁচিয়ে রাখবে। বেশ অকালেই ঝরে যাওয়া এক স্বপ্নবাজ পীর হাবিব সারা বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে তাঁর কর্মের ছাপ রেখে গেছেন। জল জোছনার শহর সুনামগঞ্জ থেকে উঠে আসা সময়ের এ অগ্রসর সন্তানকে তাঁর স্বজনরা স্মরণে রাখবে সময়ের সীমানা পেরিয়েও।

সুনামগঞ্জ জেলা সমাজ কল্যাণ সমিতি যুক্তরাষ্ট্রের উদ্যোগে ৭ ফেব্রুয়ারি সোমবার এক শোকসভায় বক্তারা এসব কথা বলেছেন। সংগঠনের সভাপতি মারুফ চৌধুরীর জ্যামাইকাস্থ বাসভবনে শোকসভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

সমিতির সহ-সভাপতি মাসুদুল চৌধুরীর সঞ্চালনায় মারুফ চৌধুরীর সভাপতিত্বে সুনামগঞ্জের গর্ব সদ্য প্রয়াত সাংবাদিক পীর হাবিবের জীবনের নানা পর্যায় নিয়ে স্মৃতিচারণ করেন এ্যাডভোকেট জাফরান কুসুম, আমেরিকান সাবেক সৈনিক ফরিদ আহমদ, মিসবাউর রশীদ পীর, সিপিএ জুলকার হায়দার, এ্যাডভোকেট রুহুল আমিন, মাশরুর চৌধুরী, কবি দেওয়ান নাসের রাজা, সামসুজ্জুয়া তালুকদার ডন, নাজমুল চৌধুরী, ফাহিম চৌধুরী। স্মৃতিচারণ ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন পর্বের শেষে মরহুমের আত্মার শান্তি ও বেহেস্ত কামনা করে দোয়া কামনা করেন ইশতিয়াক রুপু।

যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা সহায়তা পেতে

শেষ পৃষ্ঠার পর

যুক্তরাষ্ট্রকে চূড়ান্ত মতামত জানায়নি। মার্কিন কূটনৈতিক সূত্রগুলোর তথ্য অনুযায়ী দুই পক্ষের কূটনৈতিক চ্যানেলে এ বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে। ফলে লেহি আইনের আওতায় বাংলাদেশের নিরাপত্তা বাহিনীর জন্য অনুদান এখনও অব্যাহত আছে।

বাংলাদেশ সংশোধিত আইনে সম্মতি না জানালে এর প্রভাবটা কী হবে, জানতে চাইলে মার্কিন দূতাবাসের এক কর্মকর্তা প্রথম আলোকে বলেন, লেহি আইনের আওতায় সহযোগিতার বিষয়ে বাংলাদেশ অনেক আগে থেকেই সম্মত রয়েছে।

আইনটিতে যে পরিবর্তন আনা হয়েছে, তা খুবই সামান্য এবং পরিধিও সীমিত। বাংলাদেশ মতামত জানাতে সময় নিলে প্রতিরক্ষা সহযোগিতা ও নিরাপত্তা সহায়তা পাওয়ার প্রক্রিয়া বিলম্বিত হবে। একই বিষয়ে অন্য এক মার্কিন কর্মকর্তা প্রথম আলোকে জানান, লেহি আইনের আওতায় বাংলাদেশ ১৯৯৮ সালে থেকে সহযোগিতা পাচ্ছে। অর্থাৎ গত ২৫ বছর ধরে প্রতিরক্ষা খাতে সহযোগিতা করে আসছে যুক্তরাষ্ট্র। যে পরিবর্তন বিদ্যমান আইনটিতে আনা হয়েছে, তার পরিধি খুবই সীমিত।

লেহি আইনে যে সংশোধনী আনা হয়েছে, তাতে বাংলাদেশের মতামত বা প্রস্তাব যুক্ত করার সুযোগ আছে কি না—এমন এক প্রশ্নের উত্তরে মার্কিন দূতাবাস কর্মকর্তা বলেন, আইনটি যুক্তরাষ্ট্রের নিজস্ব আইন। এতে পরিবর্তন যেটা আনা হয়েছে, সেটিও খুব সামান্য। কাজেই এখানে অন্য দেশের মতামত যুক্ত করার কোনো সুযোগ নেই।

অবৈধ স্থানে মসজিদ নির্মাণ

শেষ পৃষ্ঠার পর

আবার দেখা যায়, অনেকে সরকারি সম্পত্তি দখলের নিমিত্তে মসজিদ নির্মাণ করে থাকেন। অথচ সহিহ হাদীসে উল্লেখ রয়েছে: সরকারের অনুমতি ব্যতীত সরকারি জায়গায় মসজিদ তৈরি করা সম্পূর্ণ নাজায়েয। হারাম ও গুনাহের কাজ। এসব মসজিদে জেনে-শুনে নামাজ পড়াও হারাম। তারপরেও কেউ নামাজ পড়লে সোয়াবের বদলে গুনাহ হবে বলে সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে।

প্রায়শই আমাদের দেশে জবর দখলকারীরা গায়ের জোরে অন্যের ভূমি দখল করে রাতারাতি মসজিদ নির্মাণ করে থাকেন। যাতে ঐ স্থানটি দখলে রেখে নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করতে পারেন। এমন অনেক ভূরি ভূরি প্রমাণ রয়েছে। একটি এখানে উল্লেখ করছি: সিলেট সুনামগঞ্জ রাস্তা সংলগ্ন আখালিয়যায় কাজল হাওরে একটি আবাসিক প্রতিষ্ঠান সুরম্য এক মসজিদ নির্মাণ করেছিল। মুসল্লিদেরও সমাগম হতো। কিন্তু মসজিদটি ছিল সরকারি জমিতে। ২০০৭ সালে সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নির্দেশে সেনা সদস্যরা মসজিদদের নামে জবর দখল থেকে জমি উদ্ধার করে। তখন দেশজুড়ে এরকম অনেক মসজিদ-মাদ্রাসার নামে দখল করা জমি উদ্ধারের ঘটনা ঘটেছিল। অনেকে অবৈধ স্থানে মসজিদ তুলে বিভিন্ন ভাবে চাঁদা সংগ্রহ করে।এ চাঁদা ওঠানো যেমন হারাম, তেমনি এসব প্রতিষ্ঠানে চাঁদা প্রদান করাও হারাম। আমাদের দেশের অনেকে এসব ধান্দায় লিপ্ত। এতে তাদের লাভ তিনটি। এক. জায়গা দখল। দুই. চাঁদার বেশিরভাগ অর্থ নিজে ভোগ করা। তিন. লোক দেখানো ইবাদতের স্থাপনা নির্মাণ করে গল্প করা বা সস্তা বাহবা কুড়ানো।

ধর্মপ্রাণ মানুষ বাংলাদেশের। তাদের কাছে এসব ধান্দাবাজ যায়। অনেকে সোয়াবের কাজে শামিল হ ওয়ার বাসনায় দান করেন। অনেকে চক্ষু লজ্জায় পড়ে ঐসব ধান্দাবাজকে চাঁদা দিয়ে থাকেন। শুধু তাই নয়, প্রবাসী ধর্মপ্রাণ ভাই-বোনদের ফোন করে পত্র পাঠায়। চাঁদার বই পাঠায় নিকটাত্মীয়-বন্ধুবান্ধবদের কাছে। এভাবে লাখ লাখ টাকা সংগ্রহ করা হয় মসজিদ নির্মাণের ব্যাপারে। না জেনে, না শুনে, এমন দান করাও ধর্ম নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আপনার দানের অর্থ সঠিক কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে কিনা, এ বিষয়টি আপনার আগেই জানা দরকার। এটি কোর আনের কথা। পবিত্র হাদীসের কথা। আল্লাহ রাব্বুল আল আমিন আমাদের হেদায়েত করুন। এসব গুনাহের কাজ থেকে বাঁচিয়ে রাখুন। আমিন।

ট্যাক্স রিটার্ন বিষয়ক জরুরি

শেষ পৃষ্ঠার পর

সেলফ এমপ্লয়মেন্ট ট্যাক্স হিসেব করা হচ্ছে।

অন্যদিকে যেই ব্যক্তি তার ডব্লিউ-২ এর ইনকাম রিপোর্ট করছে তার বেলায় শুধু ইনকাম ট্যাক্স হিসেব করা হচ্ছে, সেলফ এমপ্লয়মেন্ট ট্যাক্স বলে তার কিন্তু কিছু নেই।

ডব্লিউ-২'তে আপনার বেতনের ওপর ৬.২% সোসাল সিকিউরিটি ট্যাক্স আর ১.৪৫% মেডিকেয়ার ট্যাক্স উইথহেল্ড করে রাখা হতে পারে যা কিনা নন রিফান্ডেবল। এছাড়া ডব্লিউ-২'তে ফেডারেল ইনকাম ট্যাক্স উইথহেল্ড করে রাখা হয়, যার হিসাব একেক জনের জন্য একেক রকম হবে। যাঁরা অভিযোগ করেন যে আমার ডব্লিউ-২'তে ফেডারেল ইনকাম ট্যাক্স বেশি করে উইথহেল্ড করে রাখা আছে, তাদেরও বিন্দুমাত্র দুঃচিন্তা নেই। কারণ যদি দেখা যায় টোটাল ট্যাক্স থেকে বেশি অর্থ উইথহেল্ড করা হয়েছে তাহলে সেই বাড়তি অর্থের পুরোটাই আপনি রিফান্ড পাবেন। আপনি যদি নিউইয়র্ক স্টেট থেকে দেয়া প্যান্ডামিক স্মল বিজনেস রিকোভারি গ্র্যান্টের অর্থ পেয়ে থাকেন সেটা কি আপনার ট্যাক্স রিটার্নে অন্তর্ভুক্ত করবেন? করলে কোথায় করবেন, ফেডারেলে নাকি স্টেটে? নাকি দুই জায়গায়? কিভাবেইবা করবেন?

আপনি যদি ইতিমধ্যে এ সংক্রান্ত অর্থ উল্লেখ আছে এমন 1099G Form পেয়ে থাকেন তাহলে ফেডারেলের ট্যাক্স রিটার্নে Schedule 1'এ এটা উল্লেখ করতে হবে। মনে রাখবেন এখানে পেয়ার'স টিন হিসেবে উল্লেখ করতে হবে 13-2624287 এবং এই 1099G Form'এর Box 6'এ উল্লেখিত অর্থ এখানে লিখতে হবে।

কিন্তু সিনেট বিল S7230 New York State Urban Development Corporation Act এর সেকশন 16-ff এর আওতায় এই অর্থ নিউইয়র্ক স্টেটের জন্য নন ট্যাক্সেবল হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। তাহলে ফেডারেলের ট্যাক্স রিটার্নে উল্লেখ করলেও স্টেট এর ট্যাক্স রিটার্ন থেকে কিভাবে বাদ দেবেন?

নিউইয়র্কের ট্যাক্স রিটার্ন থেকে এই অর্থ বাদ দেয়ার জন্য IT-225 ফর্মের Schedule B'এর Line 10A'তে S-219 কোড নম্বর উল্লেখ করে Column A এবং Column B'তে সেই অর্থ উল্লেখ করতে হবে। তাহলেই নিউইয়র্ক স্টেট এর অ্যাডজাস্টেড গ্রস ইনকাম থেকে এই অর্থ বাদ যাবে। ট্যাক্স রিটার্ন জমা দেয়ার জন্য সঠিক তথ্য সঠিকভাবে দেয়া জরুরি। রিটার্ন জমা দেয়ার আগে ভালো করে পরীক্ষা করে নিন। এ নিয়ে অভিজ্ঞ পেশাজীবীর পরামর্শ আপনাকে সঠিক ফেরত পাওয়া নিশ্চিত করা ছাড়াও অনেক ঝক্কি থেকেও রক্ষা করতে পারে।

সেবার নামে শাহাজালাল

শেষ পৃষ্ঠার পর

গেলে প্রথমেই বাংলাদেশি একটি মোবাইল নম্বর চাওয়া হয়। কারণ ওই নম্বরে ওয়ান টাইম পাসওয়ার্ড বা ওটিপি পাঠাবে। কিন্তু যেসব প্রবাসী বছরের পর বছর বিদেশে থাকেন তাঁদের কাছে বাংলাদেশি কোনো সিম থাকে না। তাই ওই ফ্রি সেবাও নেয়া সম্ভব হয় না। বিশ্বের অন্যান্য দেশে পাসপোর্ট নম্বরের মাধ্যমে ফ্রি ইন্টারনেট সেবা দেয়া হলেও বাংলাদেশে এখনো ওই ব্যবস্থা করা হয়নি।

এটা গেল একটা। এরপর প্রবাসীদের সুবিধার জন্য বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেড বা বিটিসিএল'র সহায়তায় চারটি টেলিফোন বুথ স্থাপন করেছে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ। যাত্রীদের অভিযোগ অনুযায়ী, একটি টেলিফোন বুথ কাপড় দিয়ে ঢাকা রয়েছে। বাকি তিনটির কোনোটাতে সংযোগ নেই, কোনোটাতে টেলিফোন সেটের বাটন নষ্ট। অথচ এসব সেবার জন্য লাখ লাখ টাকা খরচ করছে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ বা সিভিল এভিয়েশন। অথচ দেশে ফিরে বিমানবন্দরে নেমেই ভোগান্তির মুখে পড়েন রেমিট্যান্স যোদ্ধা হিসেবে খ্যাত প্রবাসীরা। এ কারণে যাত্রীরা ফ্রি ইন্টারনেট ও টেলিফোনকে বলছেন 'ভুতুড়ে আয়োজন'।

আবুধাবি থেকে সম্প্রতি দেশে আসেন রাশেদুল হাসান। শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে তাঁর ভ্যাকসিন সার্টিফিকেট স্বাস্থ্য ডেস্কে দেখানোর সময় জটিলতায় পড়েন। ইন্টারনেট সংযোগ পেলে অনলাইন থেকে ডাউনলোড করে দেখানোর কথা বললেন রাশেদুল। তখন তাঁকে জানানো হলো, বিমানবন্দরে ফ্রি ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ আছে। মোবাইলে ওয়াইফাই সংযোগ করতে গিয়ে দেখেন, সেখানে তাকে দিতে হবে মোবাইল নম্বর। মোবাইল নম্বর দেয়ার পর জানানো হলো তার মোবাইলে ওয়ান টাইম পাসওয়ার্ড মেসেজ করে পাঠানো হচ্ছে। সেই পাসওয়ার্ড দিলেই তিনি যুক্ত হবেন ইন্টারনেটে। কিন্তু দুবাইয়ের মোবাইল নম্বর তো বাংলাদেশে নেটওয়ার্ক পাচ্ছে না, ফলে সেখানে আদৌ কোনো মেসেজে পাসওয়ার্ড যাচ্ছে কিনা, আর গেলেও সেটি পাওয়ার কোনো সুযোগ নেই।

বিমানবন্দরে এসে যাত্রীরা অপেক্ষমাণ স্বজনদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চান। অনেকেই গাড়ি কোথায় আছে জানতেও যোগাযোগের প্রয়োজন পড়ে। সে সময়ে ফোন কিংবা ইন্টারনেটের সুবিধা থাকলে যাত্রীদের যোগাযোগ সহজ হয়। এ প্রসঙ্গে বিমানবন্দরে ইন্টারনেট সেবা দেয়া প্রতিষ্ঠান 'আমরা' নেটওয়ার্কস লিমিটেডের ডিজিএম মোহাম্মদ মুশফিকুর রহমান খান বলেন, 'বিষয়টি নিয়ে অনেক যাত্রীর কাছ থেকে আমরাও অভিযোগ পেয়ে থাকি। কিন্তু বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন বা বিটিআরসি'র গাইডলাইন অনুযায়ী আমাদের সেবা দিতে হয়। তাই এ বিষয়ে আমাদের কিছু করণীয় নেই। প্রবাসীরা বিমানবন্দরে এসে যদি বাংলাদেশি সিম সংযোগ করেন তাহলে ফ্রি ইন্টারনেট সেবা পেতে পারেন। এছাড়া পাওয়ার কোনো সুযোগ নেই।'

অন্যদিকে টেলিফোন সেবা প্রসঙ্গে বিটিসিএল'র জি.এম (মার্কেটিং, পিআর অ্যান্ড পি) মীর মোহাম্মদ মোরশেদ বলেন, বিটিসিএল'র পক্ষ থেকে বিমানবন্দরে চারটি টেলিফোন বুথ স্থাপন করা হয়েছে। এগুলো সিভিল এভিয়েশনের অনুরোধে করা হয়েছে। ওই বুথগুলোর নিয়ন্ত্রণ তাদের হাতে। বুথের সংযোগ বা টেলিফোন সেটে কোনো সমস্যা হলে আমাদের খবর দেয় তখন আমরা তা ঠিক করে দিয়ে আসি। এর বাইরে আমাদের কাজ করার সুযোগ নেই।

তিনি বলেন, চারটি টেলিফোন সেটে যাত্রীরা একবারে দুই মিনিট করে কথা বলতে পারেন। এজন্য কোনো বিল দিতে হয় না। দুই মিনিট পর আবার তাঁরা কল করার সুযোগ পান। একজন যাতে একটানা দীর্ঘক্ষণ টেলিফোন ব্যবহার করতে না পারেন, অন্যরাও যেন সুযোগ পান সেকারণে দুই মিনিট করে সময় নির্ধারণ করে রাখা হয়েছে।

বিমানবন্দরের এ ধরনের ভুতুড়ে আয়োজন প্রসঙ্গে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের পরিচালক গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ এইচ এম তৌহিদুল আহসান বলেন, বেশির ভাগ সময় টেলিফোন সেটগুলো ব্যবহার করতে গিয়ে যাত্রীরা নষ্ট করে ফেলেন। পরে আমরা আবার তা মেরামত বা নতুন করে লাগাই। তবে টেলিফোন সেটগুলোর অবস্থান কোথায় তা যাত্রীদের সঠিকভাবে জানাতে আরও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ

করবো। ফ্রি ইন্টারনেট সেবা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশের বিমানবন্দরেও পাসপোর্ট নম্বর দিয়ে ইন্টারনেট সেবা দেয়ার পদ্ধতি চালুর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। আগামী ২/৩ মাসের মধ্যে ওই ব্যবস্থা চালু করা সম্ভব হবে।

বৃদ্ধাশ্রমে সাহায্যের আবেদন

ঢাকার উত্তরখান আপন নিবাস বৃদ্ধাশ্রম। বর্তমানে ৮৮ জন কুড়িয়ে পাওয়া মা আছেন।তারা মোটামুটি মানসিকভাবে অসুস্থ।আপনারা সহযোগিতা করে এই ভালো কাজের শরীক হতে পারেন। যোগাযোগ: শেলিনা ইসলাম, ফোন: ০১১-৮৮-০১৮১৬৭৭৯১৬৩ বিকাশ: ০১৮১৬৭৭৯১৬৩

মেচম্যাকিং

দেশী মেচম্যাকিং (Deshi Match Making) একটি বিশ্বস্ত ম্যারেজ মিডিয়া। আমাদের আছে অনলাইন ও অফলাইন সিস্টেম। বাংলাদেশে ঢাকা, বনানীতে ও নিউইয়র্কে অফিস। যোগাযোগ: desipatropatri@gmail.com, রিমা আবেদীন (929-278-6294)

পাত্র চাই

পাত্রী আমেরিকান গ্রীনকার্ডধারী উচ্চশিক্ষীতা Sociology (ঢা.বি.)। সঙ্গত কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ, নি:সন্তান। ৫০ উর্ধ্ব পাত্র চাই। আগ্রহী ইচ্ছুক পাত্র বা অভিভাবক যোগাযোগ করুন। zaibunnessa14@gmail.com

পাত্রী চাই

সু-প্রতিষ্ঠিত,পেশায় ইঞ্জিনিয়ার, Green Care Holder, USA থেকে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত ৫"৭ ৩৩ বছর পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। যোগাযোগ: 732-595-2602। Email: kanalyst2020@gmail.com

ন্যানী আবশ্যক

জ্যামাইকার পারসনে বেবি সেটিং এর জন্য একজন মধ্য বয়স্ক মহিলা ন্যানী আবশ্যক। ভাল বেতন দেয়া হবে। অভিজ্ঞতাসম্পন্নদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। যোগাযোগ ফাতিমা: 718-974-8892

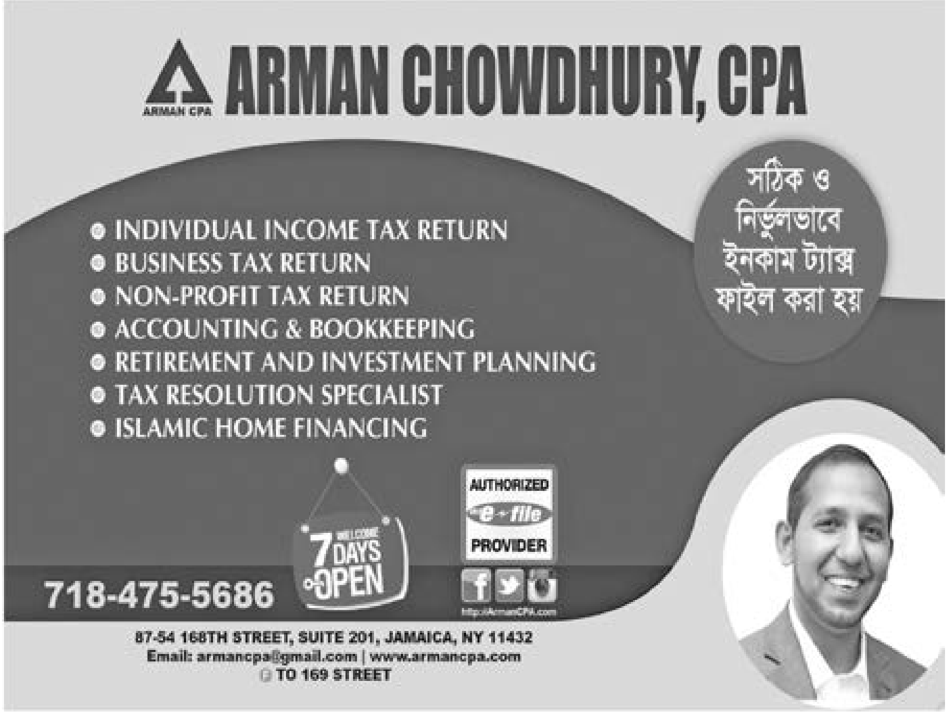

এপার্টমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা এ্যাভিনিউতে E F J & LI R R ট্রেনের সন্নিকটে তিন বেড দুই বাথরুম বড় লিভিং রুম ও কিচেনসহ প্রাইভেট হাউসের একটি এ্যাপার্টমেন্ট সেপ্টেম্বরের ১ তারিখ থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ ৭১৮-৬৯০-৬৭৪৮

বাসা ভাড়া

হিলসাইডের ও পারসন্স বুলোবার্ডের F ট্রেনের এক ব্লকের মধ্যে দুই বেডরুম লিভিংসহ (হিলকৃষ্ট হাই স্কুলের সামনে) বেইসমেন্ট এবং দ্বিতীয় তলায় এক বেডরুম আলাদা কিচেন বাথরুমসহ অতি সত্তর ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ-৩৪৭-২৭৯-৫৪০০

বাসা ভাড়া

লং আইল্যান্ডের মিনিয়োলা এলাকায় বাস ও ট্রেন এর সন্নিকটে এক বেডরুম বাসা (দ্বিতীয় তলা)। জানুয়ারি ২০২২ থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: 347-220-2037

ইমিগ্রেশনে সহযোগিতা

আমেরিকায় নতুন বা পুরাতন- আপনার দরকার ওয়ার্ক পারমিট, সোশ্যাল এবং ফাইনালি গ্রীনকার্ড। যেভাবেই এদেশে এসে থাকুন, যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন- একটা ব্যবস্থা আমরা করে দেবই। দেশে থাকা আত্মীয়-বন্ধুকে আনতেও আমরা সহযোগিতার পথ দেখাই। ইমিগ্রেশনের যে-কোন জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য কল বা টেক্সট করুন **(৭১৮) ৮৩৯-৫৮১২**

York Holding Realty
Licensed Real Estate Broker
Over 20 Years Experience in Real Estate Business

- Now Hiring Sales Persons
- Free Training (Free course fees for selected people)
- Earn up to 300K Yearly

Call Us: 718-255-1555 | 917-400-3880
We are Specialized in Residential, Commercial, Industrial, Bank Owned, Co-op, Condo, Buying-Selling & Rentals
718-255-4555
zchowdhury646@gmail.com
www.yorkholdingrealty.com
70-32 Broadway, Jackson Heights NY-11372

OFFICE SUITS FOR RENT

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণ কেন্দ্র ৭২ স্ট্রিট ও রুজভেল্ট এভিন্যুর কর্ণারে প্রফেশনাল অফিস সেন্টারে বিভিন্ন সাইজের পৃথক অফিস রুম ভাড়া দেয়া হবে।
Please Contact: **646-641-5348**
Email: DgDesignNYC@gmail.com

ড্রাইভিং ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন

জ্যাকসন হাইটস্-এ এআর ড্রাইভিং স্কুলের জন্য একজন ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন।
যোগাযোগঃ **৩৪৭-৪৫৯-৭০৯২**

নিউইয়র্কে রিয়েল এস্টেট ব্যবসায় বিশ্বস্ত নাম আসিফ চৌধুরী
লাইসেন্সড রিয়েলেটর
(ডিজিট্যাল কার্ডের জন্য ৮৫৩৭৭ নাম্বারে টেক্সট করুন)
যোগাযোগ: ৯১৭-৭৪১- ৫৩০৮ (সেল)
অফিস: ৭১৮- ২৬২- ০২০৫
ফ্যাক্স: ৭১৮-২৬২- ০২৫৪
ইমেইল: ashif.choudhury@gmail.com

EXIT REALTY PRIME
১৮৯-১০ হিলসাইড আভিন্যু,
সুইট: ই হলিস, এনওয়াই ১১৪২৩
www.EXITPrimeNY.com

PRIVATE TUTORING

GRADE 4 - 12

MATH & ELA | SHSAT | SAT
NY ST EXAM | NY ST REGENTS

→ EXPERT TUTOR :
+20 YEARS TEACHING EXPERIENCE IN PUBLIC & PRIVATE SCHOOLS IN Sty V , Bronx Sci, Trinity ...

FOR RATE AND MORE DETAIL PLEASE VISIT :
TanvirTutoring.com/privatelesson
833-826-8478

Apartment For Rent

1 Large studio basement apartment for rent, 3734 Paulding Avenue Bronx near 2/5 train. Please call for details-718-809-8979

বাসা ভাড়া

সাউথ জ্যামাইকা ১৬৪-৬১ ১০৯ এভিনিউ। ৩ বেডরুম,১বাথরুম, লিভিং, ডাইনিং ও কিচেন ২য় তলায়। ফোন: 646-255-0947

রুমমেট চাই

এস্টোরিয়া স্টাইনওয়ের অতি নিকটে একজন অধূমপায়ী রুমমেট আবশ্যক। যোগাযোগ: ৭১৮-৬৯৬-৭৫২১

সেমিবেসমেন্ট ভাড়া

ইস্ট নিউইয়র্ক ব্রুকলিন নতুন সেমিবেসমেন্ট ভাড়া হবে। যোগাযোগ 347-575-1913

Basement for rent

2 bedroom 1bathroom for rent in 155 street & Sutphin Blvd. Rent $1250. Including wifi & bills.Next to Titash Grocery. No negotiation please. Contact: 929-261-2110

রুমমেট চাই

Jamaica 148 Street 88 Aveতে মনোরম পরিবেশে এপার্টমেন্টে ২ জন অধুমপায়ী নামাজী ব্যাচেলর রুমমেট আবশ্যক। এখন সম্পূর্ণ খালি আছে। লোকেশন: তাজমহল রেস্টুরেন্ট/ কাওরান বাজার এর অপজিটে। এক ব্লকের মধ্যেই F Train. ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগ: 347-553-4830

রুম ভাড়া

জ্যাকসন হাইটস আপনা বাজারের সামনে এ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং এ মা মেয়ে সাথের একজন ছাত্রী অথবা কর্মজীবি মহিলার কাছে একটি রুম ভাড়া দেওয়া হবে। কিচেন ও বাথরুম শেয়ার করতে হবে। যোগাযোগ: 347-237-3171

House for rent

1 Bedroom apartment in east Elmhurst 100th street & 25th Ave next to La-Guardia Airport. Phone: 9177457249

বেসমেন্ট ভাড়া

কুইন্স ভিলিজের ৯১ এভিনিউ এবং ২১৬ স্ট্রীটে ২ বেডরুম ও লিভিং একটি বেসমেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: 917-868-9679

পাত্র চাই

নিউইয়র্কে জন্মগ্রহণকারী বয়স ৩২ ব্যাংকে উচ্চপদে কর্মরত লম্বা, সুন্দরী পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। পাত্রের বায়োডাটা ছবিসহ যোগাযোগ করুন। mhpatwa@gmail.com

পাত্রী চাই

কানাডিয়ান সিটিজেন, ৪৩ বৎসর বয়সী, ইলেকট্রিক্যাল ডিপ্লোমা - কানাডা, MBA-লন্ডন, Uk & DU, ডিভোর্স পাত্রের জন্য সমমনা পাত্রী চাই। **যোগাযোগ- 13475538417**

পাত্রী চাই

পাত্র সিটিজেন ৫/৬ ইঞ্চি,ধার্মিক মধ্যবিত্ত পরিবারের ধার্মিক হিজাব পড়া সুন্দরী পাত্রী চাই। যোগাযোগ: 929-422-8642

Groom wanted

US citizen,Bangladeshi Muslim girl,35 Optometrist, looking for someone residing in US, 35-38, good education/career. Tel :202-386-5401

Help wanted

Salon/SPA workers $900-$1200 weekly Ayodhay Salon 37-43 76th St, Jackson Heights. 718-433-9616. www.ayodhany.com

Help Wanted

Looking for employee's for an ice cream parlor located at Gaithersburg, MD. looking to hire: CSR, Manager, Ice cream maker and Young/energetic individuals with/without experience. In house training will be available for reliable employees. If anyone is interested contact the following numbers: +1-347-499-9427, +1-917-687-5248

অ্যাটিক ভাড়াঃ

ব্রংক্সের পার্ক চেষ্টার এলাকায় জেমেগা সাবওয়ে থেকে মাত্র ২ ব্লকের মধ্যে ১ বেডরুম, ১ বাথরুম, লিভিং, ডাইনিং ও কিচেন স্পেসসহ ভাড়া দেওয়া হবে। ১ ব্লকের মধ্যে মসজিদ, বাংলাদেশী গ্রোসারি, স্কুল।
যোগাযোগ:
347-340-6474

চুক্তিতে ড্রাইভিং লাইসেন্স

১০০ ভাগ নিশ্চয়তাসহকারে ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

যারা বার বার ড্রাইভিং টেষ্ট দিয়ে বিফল হয়েছেন তাদের জন্য এটি একটি সুবর্ণ সুযোগ।

যোগাযোগ সাঈদ–৯১৭–৮০৭–৪৮৫১

পাত্রপাত্রীর খোঁজে

অভিভাবক বা পাত্রপাত্রী নিজে যোগাযোগ করুন। কোন ফি নাই। সম্পূর্ণ অলাভজনক সেবামূলক উদ্যোগ। যোগাযোগ email: drmah007@gmail.com, **ফোন: ৫৭১–৪৮৯–৯০১৩**

পাত্রী চাই

কানাডিয়ান সিটিজেন, ৪৩ বৎসর বয়সী, ইলেকটিক্যাল ডিপলমা -কানাডা, MBA-লন্ডন, Uk& DU, ডিভোসী পাত্রের জন্য সমমনা পাত্রী চাই। যোগাযোগ-14373247008

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে বসবাসরত আমেরিকার নাগরিক ৪৮+ বয়সী মুসলিম পাত্রের জন্য মার্জিত, ধার্মিক ৩০-৩৮ বয়সী আমেরিকায় বসবাসকারী পাত্রী চাই। পাত্রের শর্ট-ডিভোর্স আছে। যোগাযোগ: ৬৪৬-৪৯৬-৬৮৭৯

জীবনসঙ্গীর প্রত্যাশায়

মার্জিত, শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত ও সিটিজেন (৪৪) একজন ব্যাচেলর পাত্র তার জীবন সঙ্গীর প্রত্যাশায়। জীবন খুব একটা জটিল না; আমরাই জীবনকে জটিল বানাই; আপনার বর্তমান জীবনযাত্রা যাইহোক না কেন? আত্মবিশ্বাস, খোলা মন ও আন্তরিকতার সাথে ছবি ও টেলিফোন নম্বর সহ যোগাযোগ করুন। (সকল প্রকার গোপনীয়তার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।) যোগাযোগ: (718) 524-9777, everlybrown@yahoo.com

গ্রোসারী বিক্রয়

সম্পূর্ণ চালু অবস্থায় স্টারলিং এভিনিউ ব্রঙ্কস নিউইয়র্ক এর একটি গ্রোসারী স্টোর বিক্রয় হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-২৭৮-২৩০০ (৩.০০-৫.০০)

ক্যাব ড্রাইভার আবশ্যক

ব্র্যান্ড নিউ হাইব্রিড RAV4 এর জন্য ইয়েলো ক্যাব ড্রাইভারের প্রয়োজন.আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য কামাল চৌধুরীর সাথে যোগাযোগ করুন(917)602-8876

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

জ্যাকসন হাইটসের প্রানকেন্দ্রে অবস্থিত কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স কোম্পানীতে ট্যাক্স, একাউন্টিং ও অফিস সহকারি পদে কিছু লোক জরুরি ভিত্তিতে নিয়োগ দেয়া হবে। অনুগ্রহ করে রিজ্যুমি ইমেইল করুন Karnafullytax@yahoo.com

লোক আবশ্যক

জ্যাকসন হাইসের প্রানকেন্দ্রে সেলভেল ফোনের দোকানে সেলস পার্সন ও টেকনিশিয়ান আবশ্যক। কাজ জানা এবং ইংরেজী জানাদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। ভাল বেতন আলোচনা সাপেক্ষে দেয়া হবে। 718-478-8100

অফিস ভাড়া

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্রে ফার্নিচার, ইন্টারনেট, বিদ্যুৎসহ একটি অফিস ভাড়া দেওয়া হবে। ভাড়া: 700 যোগাযোগ: 646-645-9830

রেস্টুরেন্টে লোক আবশ্যক

উডসাইডের একটি বাংলাদেশী রেস্টুরেন্টে কিচেন হেলপার, কাস্টমার সার্ভিস ও ক্লিনার পদে জরুরীভিত্তিতে লোক আবশ্যক। যোগাযোগ-347-792-4704

হাউস কীপার আবশ্যক

জ্যামায়কার হিলসাইড ও ১৬৯ স্ট্রীটে একজন বয়স্ক মহিলাকে সপ্তাহের ৬ দিন দেখাশুনার জন্য একজন অভিজ্ঞ মহিলা হাউস কীপার আবশ্যক। **থাকা-খাওয়া ফ্রি + আকর্ষণীয় বেতন**। দীর্ঘমেয়াদী চিন্তায় বিশ্বাসী শুধুমাত্র সিরিয়াস প্রার্থীগণ কল করুন।
ফোন: **৩৪৭-৪৪৫-৫০৯৩**, ৯১৭-৪৩৫-৯৪১৬

জ্যাকসন হাইটসে প্রিন্টিং স্টোর বিক্রয়

জ্যাকসন হাইটসে অবস্থিত
একটি প্রিন্টিং স্টোর
সম্পূর্ণ চালু অবস্থায় অতিসত্ত্বর
বিক্রয় করা হবে
শুধুমাত্র আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন
Ph: 201-884-0513

ট্রাম্পের অবকাশ কেন্দ্রে কিমের 'প্রেমপত্র'!

রওশন হক

সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ২০১৬ সালের নির্বাচনী প্রচারণার সময় থেকে সরকারি ই-মেইল মুছে ফেলার জন্য হিলারি ক্লিনটনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে আসছিলেন। এবার ক্ষমতা থেকে সরে যাওয়ার পর সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের অবকাশযাপন কেন্দ্র 'মার-এ-লাগো' থেকে কয়েক বাক্স নথিপত্র উদ্ধার করেছে দেশটির ন্যাশনাল আর্কাইভ। এ ঘটনার মধ্য দিয়ে প্রেডেন্সিয়াল রেকর্ড আইনের লঙ্ঘন ঘটেছে বলে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে।

৭ ফেব্রুয়ারি সোমবার ওয়াশিংটন পোস্টের এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে। ট্রাম্পের অবকাশ কেন্দ্র থেকে উদ্ধার হওয়া নথিপত্রের মধ্যে মধ্যে ট্রাম্পকে লেখা উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম জং–উনের কয়েকটি চিঠি পাওয়া গেছে। এরমধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার চিঠিপত্রও

সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের অবকাশযাপন কেন্দ্র। ছবি: সংগৃহীত

রয়েছে। গত মাস পর্যন্ত নথিপত্রগুলোর সন্ধান পায়নি ন্যাশনাল আর্কাইভ।

মার্কিন প্রেসিডেন্টের কার্যালয় হোয়াইট হাউস থেকে অনৈতিকভাবে নথিগুলো সরানোর অভিযোগ উঠেছে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে। দেশটির আইন অনুযায়ী প্রেসিডেন্টের মেয়াদ শেষের পর সেগুলো ফিরিয়ে দেয়ার কথা। কিন্তু নথিগুলো ফিরিয়ে না দিলেও সেগুলো সরানোর পেছনে ট্রাম্পের কোনো অসৎ উদ্দেশ্য ছিল না বলে ওয়াশিংটন পোস্টকে জানিয়েছেন ট্রাম্পের সাবেক এক সহযোগী।

চায়না টাউন সংলগ্ন কারাগার নির্মানের প্রতিবাদ

জাহিদা আলম

নিউইয়র্ক নগরের প্রাণকেন্দ্রে কারাগার স্থাপনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে নেমেছেন এলাকাবাসীরা। ম্যানহাটোনের চায়না টাউন সংলগ্ন হোয়াইট স্ট্রিটে বহুতল কারাগার স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। সাবেক মেয়র বিল ব্লাজিওর সময়ে গৃহীত এ প্রকল্পটি বন্ধ করার জন্য চায়না টাউন এলাকার লোকজন সমাবেশ করেছেন গত ৫ ফেব্রুয়ারি শনিবার।

নেইবারস ইউনাইটেড বিলও ক্যানেল নামের সংগঠনের উদ্যোগে আয়োজিত প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তৃতা করেন কাউন্সিল মেম্বার ক্রিস্টোফার মার্টি। নিউইয়র্কের বিতর্কিত নির্জন রাইকার্স আইল্যান্ড কারাগার বন্ধ করার দাবি উঠেছে গত বেশ কয়েক বছর থেকে। নিউইয়র্কের আইনপ্রণেতারাসহ স্থানীয় নাগরিকরাও এ কারাগারের স্থানান্তর নিয়ে বিভক্ত।

সাবেক মেয়র বিল ডি ব্লাজিও উদ্যোগ নিয়েছিলেন রাইকার্স আইল্যান্ড বন্ধ করে পাঁচটি বরোতে আলাদা আলাদা কারাগার নির্মাণ করে রাইকার্স আইল্যান্ড থেকে বন্দীদের স্থানান্তর করার জন্য।

চায়না টাউন সংলগ্ন কারাগার নির্মাণের প্রতিবাদ সমাবেশ। ছবি: সংগৃহীত

কাউন্সিলম্যান ক্রিস্টোফার মার্টিসহ বেশ কিছু লোকজন একদিকে রাইকার্স আইল্যান্ড কারাগার বন্ধের পক্ষে, অন্যদিকে প্রতিটি বরোতে কারাগার নির্মাণেরও বিপক্ষে।

গত শনিবারের প্রতিবাদ সমাবেশে চায়না টাউন এলাকার নাগরিকদের পক্ষ থেকে বলা হয়, প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের বিল্ড ব্যাক বেটার আমেরিকা কর্মসূচির আওতায় কারাগারের পেছনে নয়, মানুষের পেছনে যেন দেশের অর্থ ব্যয় করা হয়।

কারাগার নির্মাণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী নাগরিক সামাবেশ থেকে বলা হয়, মহামারিতে নিউইয়র্কের যে এলাকা সবচেয়ে বেশি ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে সেখানে কারাগার নির্মাণ করার কোনো কারণ তাঁরা খুঁজে পাচ্ছেন না। চায়না টাউনে এশিয়দের ওপর বিদ্বেষমূলক হামলা হয়েছে এবং মহামারির কারণে অর্থনৈতিক সঙ্কটে পড়া এলাকাটি এখনও উঠে দাঁড়াতে পারেনি।

প্রতিবাদ সমাবেশের আয়োজকদের একজন ভক্টোরিয়া লী বলেন, নগরের নতুন দায়িত্ব নেয়া মেয়র এরিক অ্যাডামস ইচ্ছে করলেই আগের প্রশাসনের নেয়া পদক্ষেপ থেকে সরে আসতে পারেন। তিনি বলেন, এরিক অ্যাডামস তাঁর নির্বাচনী প্রচারণায় প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং সেসব প্রতিশ্রুতি রক্ষার সময় এখন। ভিক্টোরিয়া লী বলেন, তিনি বিশ্বাস করতে পারছেন না নিউইয়র্কের মতো নগর মানবসম্পদের উন্নয়নের জন্য অর্থ ব্যয় না করে লোকজনকে কারাগারে রাখার জন্য অর্থ ব্যয় করতে বেশি আগ্রহী হয়ে উঠেছে। এমন পশ্চাৎপদ চিন্তা থেকে নগর কর্তৃপক্ষকে বেরিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি।

ওমরাহ পালনে করোনার নেগেটিভ সনদ লাগবে

ডেস্ক রিপোর্ট

চলমান করোনা মহামারির মধ্যে পবিত্র ওমরাহ পালনের উদ্দেশে যাঁরা সৌদি আরবে যেতে চান, তাঁদের জন্য দেশটিতে প্রবেশে বিদ্যমান নির্দেশনা হালনাগাদ করেছে সৌদি আরব। এ জন্য ভ্রমণকারীদের অবশ্যই করোনার নেগেটিভ সনদ থাকতে হবে। খবর সৌদি গেজেট একই সঙ্গে নতুন নির্দেশনা সৌদি আরবে ভ্রমণে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে বলে জানিয়েছে দেশটির সরকার।

সৌদি আরবের হজ এবং ওমরাহ বিষয়ক মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, পবিত্র ওমরাহ পালন বা ভ্রমণের জন্য সৌদি আরবে প্রবেশের ক্ষেত্রে রওনা দেয়ার ৪৮ ঘণ্টা আগে করোনার পিসিআর কিংবা অ্যান্টিজেন পরীক্ষা করাতে হবে। নেগেটিভ সনদ থাকলে তবেই সৌদি আরবে প্রবেশ করা যাবে।

হালনাগাদ এ নির্দেশনা ৯ ফেব্রুয়ারি বুধবার রাত ১টা থেকে কার্যকর হবে বলে জানানো হয়েছে। করোনা সংক্রমণ বেড়ে যাওয়ার জের ধরে সৌদি আরবে প্রবেশের ক্ষেত্রে নির্দেশনা হালনাগাদ করেছে দেশটির সরকার। এর আগে ২০২২ সালের শুরুতে পবিত্র ওমরাহ পালনের জন্য নতুন নির্দেশনা দিয়েছিল সৌদি আরব। ওই নির্দেশনা অনুযায়ী, প্রথমবার পবিত্র ওমরাহ পালনের অন্তত ১০ দিন পর দ্বিতীয়বার ওমরাহ পালন করার অনুমতি দেয়া হয়, যা সব বয়সী মানুষের জন্য প্রযোজ্য ছিল। বলা হয়, প্রথমবার ওমরাহ পালন শেষে দ্বিতীয়বার ওমরাহ পালনে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের ইটামারনা বা তাওয়াক্কলনা অ্যাপের মাধ্যমে আবারও আবেদন করতে হবে। গত বছর দুই ওমরাহ পালনের মধ্যে ১৫ দিনের বিরতির কথা বলেছিল সৌদি সরকার। গত বছরের অক্টোবরে সৌদি আরব এ নির্দেশনা প্রত্যাহার করে নেয়। করোনা সংক্রমণ বেড়ে যাওয়ায় আবারও ১০ দিন বিরতির নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এছাড়া করোনার অতিসংক্রামক ধরন ওমিক্রনের বিস্তার ঠেকাতে সৌদি সরকার সামাজিক দূরত্ব মানার বিধিনিষেধ আরোপ করেছে। দেশটিতে সব জায়গায় মাস্ক পরতে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এর সঙ্গে মিলিয়ে মক্কা ও মদিনার পবিত্র দুই মসজিদেও একই বিধান চালু করা হয়েছে।

নিউইয়র্কে স্বনাম ধন্য বাংলাদেশী বিশেষজ্ঞ

Utpal Chowdhury, MD.

Board certified internal medicine

Attending physician(Emergency)-New York Community Hospital, Brooklyn. Jamaica Hospital Medical Center, Queens.

অন্যান্য সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়
পরিষেবা/চিকিৎসা

- ফিজিক্যাল এক্সাম
- স্কুল ও কলেজের জন্য টীকা
- টিএলসি এক্সাম
- হজ ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য টীকা
- চর্মরোগ
- ডায়বেটিস
- উচ্চ রক্তচাপ
- থাইয়েড
- এজমা
- বাতের ব্যাথা
- যৌন রোগ

TREATMENT / SERVICES

- COMPLETE PHYSICAL
- HIGH BLOOD PRESSURE
- SCHOOL /JOB PHYSICAL
- HIGH CHOLESTEROL
- TLC
- ASTHMA
- VACCINATION
- SKIN PROBLEM
- DIABETES
- EKG

Please call for Appointment
At# 917-503-5002

ডাঃ উৎপল চৌধুরী

Jamaica office
167-02 Highland Ave, 1st Floor,
Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 297-4444 & (917) 503-5006
Fax: (718) 297-4443& (917) 503-5005
Office Hours:
Monday & Thursday, 5pm-9pm
Wednesday & Friday, Sunday 9am-3pm

Jackson Heights office
40-37 76th Street, 1st Floor, Elmhurst, NY 11373
Phone: (917) 503-5002 & (718) 533-0002
Fax: (917) 503-5004 & (718) 533-0005
Office Hours:
Monday, Tuesday Thursday
9am-3pm
Wednesday & Friday
5pm-9pm
Sunday: Lab. Work only.
9am-1pm

Tel: 917-503-5002,
Fax: 917-503-5004

আমরা প্রায় সব ধরণের ইন্স্যুরেন্স নিয়ে থাকি
যাদের স্বাস্থ্যবীমা নেই তাদের হ্রাসকৃত মুল্যে চিকিৎসা করে থাকি

We accept all major insurances including Medicare, Medicaid

True Medical Care P.C.

40-37 76th Street, 1st Floor Elmhurst, NY 11373 167-02 Highland Ave, 1st Floor Jamaica, NY 11432

আমেরিকায় নতুন এসেছেন- থেকে যেতে চান; পলেটিক্যাল এসাইলাম করবেন নাকি স্টুডেন্ট, এল১, ই২ ভিসা- কোনটা? এমপ্লয়মেন্ট-বেইজড-গ্রীনকার্ডও আছে। আমাদের সংগে কথা বলুন, বুঝুন আগে সবকিছু- তারপর যা হয় করুন।

বহু বছর যাবৎ আমেরিকায় আছেন কিন্তু নানা জটিলতা বা অনিচ্ছাকৃত ভুল-ভাল কাগজ বা তথ্যের কারণে আটকে রয়েছে আপনার প্রসেসিং। আপনার প্রয়োজন ওয়ার্ক পারমিট, সোসাল, ট্রাভেল ডকিউমেন্ট। এবং ফাইনালী গ্রীনকার্ড। এরপর সিটিজেনশীপ। যেখানেই সমস্যা সেখানেই সমাধানও।

যেভাবেই এদেশে এসে থাকুন, বি১বি২ বা এফ১এফ২, সি-১ ট্রানজিট বা মেক্সিকো বর্ডার দিয়ে ইন্সপেকশন ছাড়া- সব সমস্যারই সমাধান আছে। বিয়ের মাধ্যমে গ্রীনকার্ড পেয়েছেন কিন্তু স্পাউসের অসহযোগিতার কারণে 'কন্ডিশন' রিমোভ করতে পারছেন না, হুমকী খাচ্ছেন! অথবা, সিটিজেন বিয়ে করার পরও নানা কারণে-জটিলতায় গ্রীনকার্ড পাচ্ছেন না। আইন কিন্তু আপনারই পক্ষে, শুধুমাত্র সবকিছু বুঝতে হবে, সমস্যানুযায়ী সমাধান করতে হবে।

বাংলাদেশ থেকে স্পাউস-ভাই-বন্ধু-আত্মীয়কে আমেরিকায় আনতে চাচ্ছেন কিন্তু 'রাস্তা' খুঁজে পাচ্ছেন না! ইংরেজীতে সিটিজেনশীপ পরীক্ষা দিতে পারছেন না, অসুস্থ্য। এসব সমস্যারও সমাধান রয়েছে। ইমিগ্রেশনের প্রতিটি ধাপের প্রতিটি সমস্যা নিয়েই আমরা কাজ করি, সহযোগীতা করি।

নিউ ইয়র্কে রয়েছেন কিন্তু মেডিকেল ইন্সুরেন্স নেই ফ্রি চিকিৎসা সেবা পাচ্ছেন না! আমরা আছি- কোন অসুবিধে নেই। পেয়ে যাবেন ড্রাইভার লাইসেন্সও। ব্যাংক একাউন্ট, নতুন কোম্পানী, নিজের নামে ইআইএন সবই হবে।

আমরা সহযোগীতা করছি। সকল সমস্যারই সমাধান আছে।
কল করুন বা এসএমএস (টেক্সট) করুন (৭১৮) ৮৩৯-৫৮১২

বাসা ভাড়া

৩২-৩০ ৮৪ স্ট্রীট ইস্ট এলমহাস্টে এক বেডরুমের বাসা ভাড়া দেয়া হবে। ফোন: ৬৪৬-৪০৬-৯৭৬৫

Apartment for rent

Bronx 3BR/1 Bath Private house 3rd Fl.Near 2 train-Burke ave Buses BX-8,26,28,30,38,39,41& BXM11. Call Kibria (917-335-1097)

বাসা ভাড়া

ইষ্ট এলমহাস্ট ৯৯ স্ট্রীট এস্টোরিয়া বুলেভার্ড এর সন্নিকটে নিরিবিলি পরিবেশে দুই রুমের বেসমেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: 917-361-7815, 347-704-0968

বেসমেন্ট ভাড়া

৯৪-২১ ২১৫ প্লেস, কুইন্স ভিলেজ বেসমেন্ট দুই বেডরুম, কিচেন ও বাথরুম ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৫৩৬-০২৬৮

রেস্টুরেন্ট বিক্রয়

রেডি অবস্থায় ব্রুকলীনে একটি রেস্টুরেন্ট বিক্রয় করা হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৬১৩-৫৮০০

বাসা ভাড়া

নর্দান বুলোভার্ড এবং ৩২ এভিনিউর মাঝে ৮০ স্ট্রীটে সম্পূর্ন রেনোভেটেট দুই বেডরুম কিচেন সাথে লিভিং রুম ফেব্রুয়ারী ১ তারিখ থেকে ভাড়া হবে। যোগাযোগ: 347-580-9330

বাসা ভাড়া

Rockway BLVD 134St (129-12,134St South Ozone Park) এ সম্পূর্ন রেনোভেটেড ৪ বেড, ২ বাথ কিচেন, ডাইনিং, এসিসহ ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৪৩৮-৯৪৩০

For sale

116-11 Francis Lewis Blvd, Jamaica, NY, Vacant $599K
Contact: 347-592-9979

মিশিগানে রেস্টুরেন্ট ব্যবসায় ঝুঁকছেন বাংলাদেশিরা

রফিকুল হাসান চৌধুরী, *মিশিগান থেকে*

আমেরিকার গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গরাজ্য মিশিগানের বিভিন্ন ফ্যাক্টরি, গ্রোসারি কিংবা স্ন্যাকবারে কাজ করে বসে নেই স্বদেশিরা। হাল সময়ে রেস্টুরেন্ট ব্যবসার দিকে ঝুঁকছেন অনেকেই। খাবার বৈচিত্রের দেশে বাংলাদেশি খাবার সংস্কৃতির প্রসার ঘটছে। পাশাপাশি বাড়তি আয়ের উৎস খুঁজে পাচ্ছেন অনেকেই।

কানাডা সীমান্তঘেঁষা আমেরিকার মিশিগান রাজ্যের সর্বত্র এমন বাংলাদেশি রেস্টুরেন্ট ব্যবসা এখন বেশ জমজমাট হয়ে উঠেছে। মূল আমেরিকানদের পাশাপাশি ইন্ডিয়া, পাকিস্তান, চায়না, কোরিয়ানরা এই ব্যবসা চালালেও বাংলাদেশিদের উপস্থিতি এখন বেশ দাপটের সাথে। মিশিগানে রেস্টুরেন্ট ব্যবসায় বাংলাদেশিরা একের পর এক সফলতার মুখ দেখছেন।

আমেরিকার ৫০টি অঙ্গরাজ্যের মধ্যে যে কয়েকটি রাজ্যে বাংলাদেশিরা এখন বসবাস করছেন, এর মধ্যে মিশিগানে এই ব্যবসার দ্রুত প্রসার ঘটাচ্ছেন নানান বয়সী বাঙালি নারী-পুরুষ। এর একমাত্র কারণ এই রাজ্যে ব্যাপক কর্মসংস্থান।

স্বল্প ডলারে বাড়ি কিনতে বা ভাড়া পাওয়া যায় এখনও। সেই সাথে বিপুল

সংখ্যক চলমান ফ্যাক্টরি, গ্রোসারি, শপিংমল, ব্যাংক, পোস্ট অফিসসহ নানা প্রতিষ্ঠানে কাজের সুযোগ আছে। নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠা আর এইসব প্রতিষ্ঠানে অহরহ কাজ মেলায় নিউইয়র্কসহ বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য থেকে বাংলাদেশিরা প্রতিদিনই ছুটে আসছেন এই মিশিগানে। এসব বাংলাদেশি এখানে বাড়ি ভাড়া বা বাড়ির মালিক হয়ে বসবাসও শুরু করছেন বেশ আয়েসের সাথে। মূলত গাড়ি ও তার যন্ত্রাংশ তৈরির কারখানায় ভরপুর এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠানগুলোতে বিপুল সংখ্যক বাঙালি নারী পুরুষ কাজ করেন। অন্য রাজ্যেগুলোর চেয়ে জীবনযাত্রা সহজ, তারা আর্থিকভাবে বেশি লাভবান হচ্ছেন। ভিন্নপথে অতিরিক্ত আয়ের মাধ্যমে নিজেদের আরও আর্থিক স্বচ্ছলতায় ফিরিয়ে আনতেই রেস্টুরেন্ট ব্যবসার দিকে এখন ঝুঁকে পড়ছেন তারা।

হেমট্রামিক এলাকার বহুল পরিচিত জনপ্রিয় এমন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আলাদিন সুইটমিট এন্ড রেস্টুরেন্ট, ওয়ারেন এলাকার দাওয়াত, রেশমি ও বিসমিল্লাহর মতো অন্তত ১৫/২০টি রেস্টুরেন্ট এখন চলমান। এদিকে রেস্টুরেন্ট ব্যবসার দিকে বাংলাদেশিরা বর্তমানে ঝুঁকে পড়ার কারণ হিসেবে আলাদিন রেস্টুরেন্টের মালিক ইমরাজ তালুকদার টিপু ও মুশারফ হোসেন লিটু জানান, সুস্বাদু বাহারি খাবারের জন্য ইতিমধ্যে এসব রেস্টুরেন্ট সুনাম অর্জন করছেন। টিপু, লিটু বলেন, মাঝে মধ্যে এসব রেস্টুরেন্টে জন্মদিন, বিবাহ বার্ষিকী, এমনকি বিয়ের অনুষ্ঠান ও সাংবাদিক সম্মেলনও করা হচ্ছে। তাতে বাংলাদেশি ছাড়াও রয়েছেন মূল আমেরিকান, ইন্ডিয়া, পাকিস্তানিরাও।

সেই সাথে এসব রেস্টুরেন্টে আওয়ামী লীগ, বিএনপিসহ তাদের অঙ্গ-সংগঠন এমনকি বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক এবং ক্রীড়া সংগঠনগুলোও তাদের কর্মকান্ডে এই রেস্টুরেন্টগুলো ব্যবহার করছেন। বিনিময়ে আর্থিকভাবে বেশ লাভবান হচ্ছেন এই রেস্টুরেন্ট মালিকরা। স্বল্প খরচে এই ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা সম্ভব হওয়ায় মিশিগানে দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে রেস্টুরেন্ট ব্যবসার প্রসার।

জে.এম. আলম মাল্টি সার্ভিসেস ইনক্
ট্যাক্স
★ পারসনাল ট্যাক্স
★ বিজনেস ট্যাক্স
★ সেল্‌স ট্যাক্স
★ বিজনেস সেটআপ
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
ইমিগ্রেশন
★ ফ্যামিলি পিটিশন
★ সিটিজেনশীপ আবেদন
★ গ্রীণকার্ড নবায়ন
★ সব ধরনের এফিডেভিট
আলম টুর এন্ড ট্রাভেলস
AIR TICKET
- Emirates - Qatar Airways - Etihad Airways - Turkish Airlines - Saudia & More
(646) 685-3785, (212) 810-0449
E: Alamttravels@gmail.com, WWW.Alamtourandtravels.com
Immigrant Elder Home care LLC
ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে
প্রতি ঘন্টা ২১.০০ ডলার পর্যন্ত উপার্জন করুন
কোন প্রশিক্ষনের প্রয়োজন নেই এবং
আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
Jahangir M Alam
President & CEO
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Suite # 201, Jackson Heights, NY 11372
Office: (718) 433-9283, Cell: (212) 810-0449
E: jmalamms@gmail.com (347) 891-7070

JOY TECH ELECTRONICS & COMPUTER
সেলস এবং রিপেয়ার
Laptop এবং Desktop কম্পিউটার রিপেয়ার।
Cellphone, TAB, iPad রিপেয়ার ও আনলক করা হয়।
GSM আনলক সেলফোন বিক্রয়।
সবধরনের Accesories পাওয়া যায়
সিম কার্ড এক্টিভেশন / সব ফোন বিল পে করা হয়।
ultra mobile | SIMPLE Mobile | h2o | T-Mobile | Univision mobile | Lycamobile
Ph : (347) 730-5984 | Cell: (646) 707-7733
37-22 73RD ST, SUITE # 1D, JACKSON HEIGHTS, NY 11372

ল' অফিস অব এটর্নি মো: গোলাম মোস্তফা
Our Services
★ Personal Injury & Workers Compensation (Recovery over 3 million dollar)
★ Car Accidents
★ Medical Mal Practice
★ Accident in Construction
★ Lead Poisoning
★ Slip and Fall
★ Dental Mal Practice
★ Immigration all kinds &
★ Green Card via employment & Investments
★ Real Estate & Business Closings
★ Non payment or no over time payment
★ Will, Trust and Estate Planning
★ Bankruptcy, Landlord-Tenant
★ Family Matter-Divorce
★ All Civil Matters
"Prior results do not guarantee a similar outcome"
New York State Attorney
M. Mostofa, Esq
LL.B Honors (1st Class) & LL.M (1st Class), Bangladesh
Advocate, Bangladesh Supreme Court.
LL.B Honors, UK. Barrister-At-Law, London
LL.M, USA. Attorney-At-Law, NY
Queens: 146-10 Hillside Ave, 2nd Fl. Jamaica, NY 11432
Long Island: 405 Elm Dr, Roslyn, NY 11576
Ph# 917-285-6247
E-mail: abmostofa1@gmail.com
বাড়ি বিক্রয়ের সুযোগ্য ও বিশ্বস্ত সাথী
Attorney Realty Inc.
Regulated by Experienced Real Estate Attorney
REAL ESTATE SALESPERSONS
MOSHARRAF HOSSAIN Cell: 347-307-1406
ADVOCATE MD NURUZZAMAN Cell: 347-469-9268
ADVOCATE MOHAMMAD HASHEM Cell: 646-552-2748

পায়ের রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক
Bangladeshi Foot Specialist
DR. SADI ALAM, DPM
আপনি পায়ের কোন সমস্যায় ভুগছেন?
নিউইয়র্কে বাংলাদেশী চিকিৎসকের পরামর্শ নিন
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL
Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432
Hollis: 196-22 Hillside Ave, Hollis, NY 11423
Jackson Heights Office: 7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372
Brooklyn Office: 486 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218
Alam Podiatry, P.C.
Ozone Park Office: 530 Conduit Blvd, Brooklyn, NY 11208
Bronx Office: 3099 Bainbridge Ave, Bronx, NY 10467
Parkchester Office: 1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462
FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | Email: dralamdpm@gmail.com
WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS

কৃষ্ণাঙ্গ যুবক হত্যায় মিনেসোটায় বিক্ষোভ। ছবি : সংগৃহীত

আবারও কৃষ্ণাঙ্গ যুবক হত্যা, আবারও বিক্ষোভ

রওশন হক

আবারও পুলিশের গুলিতে কৃষ্ণাঙ্গ যুবক হত্যার পর মিনিয়াপোলিসে জনবিক্ষোভ হয়েছে। পুলিশের গুলিতে কৃষ্ণাঙ্গ যুবক আমির লকি নামের এক কৃষ্ণাঙ্গ নিহত হয়েছেন। এ নিয়ে মিনেসোটা অঙ্গরাজ্যের মিনিয়াপোলিস শহরের রাজপথে ব্যাপক বিক্ষোভ হয়েছে। ৫ ফেব্রুয়ারি শনিবার হাজারো বিক্ষোভকারী এ হত্যার বিচারের দাবিতে মিছিল করে। দুই বছর আগে এই শহরেই শ্বেতাঙ্গ পুলিশের হাতে নিহত হয়েছিলেন কৃষ্ণাঙ্গ জর্জ ফ্লয়েড। এর জের ধরে সমস্ত আমেরিকায় নাগরিক আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল। গত বুধবার মিনিয়াপোলিসে আমিরের অ্যাপার্টমেন্টে তল্লাশি চালায় পুলিশ। এ সময় পুলিশের গুলিতে নিহত হন ২২ বছর বয়সী আমির। হত্যার প্রতিবাদ ও বিচারের দাবিতে তীব্র শীত উপেক্ষা করে শনিবার শহরের কেন্দ্রস্থলে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ ও মিছিল হয়। বিক্ষোভকারীরা ‘বিচার নেই, শান্তি নেই’ স্লোগান দেন। তারা জড়িত পুলিশ সদস্যদের দ্রুত গ্রেপ্তার এবং শহরটির মেয়র ও পুলিশ প্রধানের পদত্যাগ দাবি করে।

আমির হত্যাকাণ্ডের পরদিন পুলিশের পক্ষ থেকে ওই ঘটনার একটি ভিডিও প্রকাশ করা হয়েছে। এতে দেখা যায়, তল্লাশির সময় বিছানায় শুয়ে ছিলেন আমির। পুলিশ তালা খুলে তাঁর বাসায় প্রবেশ করে। এ সময় তিনি পুলিশকে লক্ষ্য করে পিস্তল তাক করেন। তবে গুলি ছোড়েননি। এর পরপরই পুলিশের গুলিতে নিহত হন তিনি। আমিরকে লক্ষ্য করে তিনটি গুলি চালানো হয়।

পুলিশ জানিয়েছে, আমিরের বাড়িতে তল্লাশির জন্য তাদের কাছে ওয়ারেন্ট ছিল। এর ফলে তল্লাশির আগে আগাম জানানোর প্রয়োজন হয় না। তবে আমিরের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ ছিল কি না, থাকলেও সেটা কী ধরনের, সেসব কিছুই জানায়নি পুলিশ।

এক সংবাদ সম্মেলনে মিনিয়াপোলিসের অন্তর্বর্তী পুলিশপ্রধান অ্যামেলিয়া হাফম্যান বলেন, এক পুলিশ সদস্যকে লক্ষ্য করে বন্দুক তাক করায় দ্রুত গুলি ছোড়ে পুলিশ। এতে নিহত হন আমির। এ ঘটনায় তদন্ত শুরু হয়েছে। দুই বছর আগে শ্বেতাঙ্গ পুলিশের হাতে কৃষ্ণাঙ্গ জর্জ ফ্লয়েড নিহত হওয়ার ঘটনার প্রতিবাদে ফুঁসে উঠেছিল মিনিয়াপোলিসবাসী। পরে বর্ণবাদবিরোধী ওই বিক্ষোভ পুরো যুক্তরাষ্ট্রে ও বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে। ফ্লয়েডকে হত্যার দায়ে শ্বেতাঙ্গ পুলিশ কর্মকর্তা ডেরেক চৌভিনকে সাড়ে ২২ বছর কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত।

২য় উত্তর আমেরিকা আবৃত্তি উৎসব ২০২২

উত্তর আমেরিকা অফিস

ঘুচে যাক অন্ধকার আলোর বর্ণমালায়’ এ বিশ্বাসে ১৮, ১৯ ও ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২২ (শুক্র, শনি ও রোববার) দিনব্যাপী ২য় বারের মতো উত্তর আমেরিকাজুড়ে অন্তর্জালের মাধ্যমে আয়োজিত হতে যাচ্ছে আবৃত্তি উৎসব।

গত প্রায় দুই বছর থেকে পৃথিবীজুড়ে মহামারির যে অন্ধকার স্রোত স্তব্ধ করে দিয়েছে মানুষের চিন্তা ও বেঁচে থাকার বাতায়ন, ঠিক সেই সময়ই বোধের পঙক্তিমালায় স্থবির অন্ধকার কাটানোর প্রত্যয়ে উত্তর আমেরিকায় বাঙালি বাংলা ভাষার ক’জন আবৃত্তি প্রেমিক ২০২১-এর মার্চে মাসব্যাপী যে আবৃত্তি উৎসবের যাত্রা শুরু হয় তারই ধারাবাহিকতায় ২০২২ এ ২য় বারের এ আয়োজন।

উত্তর আমেরিকার বিশাল সীমানাজুড়ে ছড়িয়ে আছে বাংলা ভাষার সৌরভ। বাংলা আমাদের গৌরবময় অহংকার! এই আত্মঅহংকারে উচ্চারিত প্রেম ও দ্রোহের যে বাতায়ন বাংলা ভূমি থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে খুলে গিয়েছে! যে আলোর রেখা রামধনুর মতো ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বময়! কবিতার বর্ণমালায় সে আলোক স্নানে জেগে উঠবে পৃথিবী আগের মতো। উত্তর আমেরিকাজুড়ে ২য় আবৃত্তি উৎসব বাংলা ভাষার আলোকে ছড়িয়ে দেবে আটলান্টিকের এ পারে শুধু নয়, ছড়িয়ে যাবে বিশ্বময়।

তিনদিনের এই উৎসবে অংশগ্রহণ করবেন উত্তর আমিকায় বসবাসরত বাংলাদেশ ও পশ্চিম বঙ্গের আবৃত্তিশিল্পী ও কবিবৃন্দ, আমেরিকা ও কানাডার বিভিন্ন আবৃত্তি সংগঠন এবং এই অঞ্চলে বসবাসকারী পরবর্তী প্রজন্মের শিশু আবৃত্তিশিল্পীরা।

সুপ্রিমকোর্টের নির্দেশ সংখ্যালঘু নির্যাতনে উৎসাহ যোগাবে

যুক্তরাষ্ট্র ঐক্য পরিষদ

উত্তর আমেরিকা অফিস

যুক্তরাষ্ট্র ঐক্য পরিষদ বলেছে, সুপ্রিমকোর্টের নির্দেশ সংখ্যালঘু নির্যাতনে উৎসাহ যোগাবে। সংগঠনের পক্ষ থেকে দেয়া দ্বিজেন ভট্টাচার্য্য, নবেন্দু দত্ত, টমাস দুলু রায় ও রনবীর বড়ুয়া স্বাক্ষরিত এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, “ গত দুর্গাপূজায় দেশের ৬টি জেলায় সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর সুপরিকল্পিতভাবে সংঘটিত বর্বর নির্যাতন ঠেকাতে স্থানীয় প্রশাসনের ব্যর্থতার কারণ অনুসন্ধানে হাইকোর্ট ২ মাসের মধ্যে তদন্ত রিপোর্ট প্রদানের একটি নির্দেশ দিয়েছিলেন, যা সবাই স্বাগত জানিয়েছিল। সেই সময়সীমা শেষ হওয়ার ঠিক ৭ দিন আগে দেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিমকোর্ট ৩০জানুয়ারি হাইকোর্টের সেই আদেশ অনির্দিষ্টকালের জন্যে স্থগিত করে দিয়েছেন।

সুপ্রিমকোর্টের এই নির্দেশ হিন্দুদের হতাশ করেছে। তাঁরা মনে করছেন, এ স্থগিতাদেশের অর্থ হচ্ছে, সংখ্যালঘু নির্যাতনের তদন্তের কোনো দরকার নেই, বিচারের তো প্রশ্নই ওঠে না। সুপ্রিমকোর্টের এ স্থগিতাদেশ সংখ্যালঘু নির্যাতনে মৌলবাদীদের উৎসাহ যোগাবে। উল্লেখ্য, হাইকোর্ট নির্যাতনের ঘটনাবলীর তদন্ত করে ৬০ দিনের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন রিপোর্ট পেশ করার জন্য চট্টগ্রাম ও রংপুরের প্রধান মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট এবং কুমিল্লা, নোয়াখালী, চাঁদপুর ও ফেনীর প্রধান জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় আশায় বুক বেঁধেছিল যে, এবার হয়ত প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ কার্যকর হবে; সংখ্যালঘু নির্যাতনের বিচার হবে, নির্যাতন বন্ধ হবে। সুপ্রিমকোর্টের নির্দেশ সেই আশায় জল ঢেলে দিয়েছে।

হঠাৎ করে হাইকোর্টের তদন্ত বন্ধ করার কারণ বাংলাদেশের হিন্দুরা জানতে চায়। এমনিতে প্রশাসন সংখ্যালঘুদের সাহায্যে এগিয়ে আসে না, সরকার মুখ ফিরিয়ে আছেন, তদুপরি হিন্দুরা যদি সুপ্রিমকোর্টেও ন্যায়বিচার না পায়, তবে তারা যাবে কোথায়? আমরা সুপ্রিমকোর্টকে এ নির্দেশ পুনর্বিবেচনার দাবি জানাচ্ছি।

স্মর্তব্য যে, বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের বিচার কখনও হয় না। মূর্তিভাঙ্গার বিচার হয় না, বিচার হয় না দেবালয় ভাঙ্গার। দেবী সরস্বতী পূজার প্রাক্কালে এবার চট্টগ্রাম ও সাতক্ষীরায় দেবীমূর্তি ভাঙ্গা হয়েছে, কেউ গ্রেফতার হয়নি? আইন ও সালিশ কেন্দ্র এবং জজ সাহাবুদ্দীন কমিশন কয়েক হাজার সংখ্যালঘু নির্যাতনকারীকে চিহ্নিত করে বিচার করার জন্য তালিকা দিয়েছিলেন, সরকার তাদের বিচার করেনি। দেশের অসহায় মানুষের সর্বশেষ আশ্রয় সুপ্রিমকোর্টও এবার কার্যত বলে দিলেন যে, সংখ্যালঘু নির্যাতনের আবার তদন্ত কি, কিসের আবার বিচার? প্রধান বিচারপতির আচরণে আমরা স্তম্ভিত, বিস্ময়ে হতবাক।

আমরা জানতাম, বিচারপতিগণ হচ্ছেন জাতির বিবেক। সেই বিবেক আর রইল কই! সংখ্যালঘুদের প্রতি বিচার বিভাগের এমত বিমাতাসুলভ আচরণ কাম্য নয়। সংখ্যালঘুদের প্রতি সরকার এবং জুডিশিয়ারির সর্বোচ্চ আদালতের এহেন আচরণ সভ্য দুনিয়ায় বাংলাদেশের মুখ উজ্জ্বল করবে কি!

জাতিসংঘের গুম বিষয়ক কমিটির বৈঠকে থাকবে বাংলাদেশ প্রসঙ্গ

উত্তর আমেরিকা অফিস

জাতিসংঘের মানবাধিকার পরিষদের গুম বিষয়ক ওয়ার্কিং গ্রুপের এবারের বৈঠকে বিশ্বের ২৪টি দেশের তিন শতাধিক গুমের ঘটনা নিয়ে আলোচনা হবে। ওই আলোচনায় বাংলাদেশে গুমের বেশকিছু অভিযোগ নিয়েও ওয়ার্কিং গ্রুপের সদস্যরা কথা বলবেন। গুম বিষয়ক জাতিসংঘের ওয়ার্কিং কমিটির ১২৬তম বৈঠক ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে। চলবে ১১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত।

ভার্চ্যুয়াল প্ল্যাটফরমে ওই বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। এতে দক্ষিণ কোরিয়ার তায়-উং বাইকের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের কমিটি গুম হওয়া ব্যক্তিদের স্বজন, ২৪টি দেশের সরকারি প্রতিনিধি, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি এবং অন্য অংশীজনদের সঙ্গে গুমের অভিযোগ, প্রক্রিয়াগত বিষয় এবং গুমের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট চ্যালেঞ্জ নিয়ে কথা বলবে।

জানা গেছে, গুম হওয়া ব্যক্তিদের সুরক্ষা বিষয়ক সনদ ঘোষণার তিন দশক পূর্তি উপলক্ষে নির্দিষ্ট দেশ সফর এবং বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয়েও পাঁচদিনের বৈঠকে আলোচনা হবে। জাতিসংঘের মানবাধিকার পরিষদের গুম বিষয়ক ওয়ার্কিং গ্রুপ গত ডিসেম্বরে এক প্রতিবেদনে বলেছিল, বাংলাদেশে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ ও ভিন্নমতাবলম্বীদের নিশানা করতে আইনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বাহিনী চলমান এবং ঘন ঘন গুমকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহারের অভিযোগ রয়েছে। গুমের এসব অভিযোগের বিষয়ে ওয়ার্কিং গ্রুপ তাদের কাছে বিশ্বাসযোগ্য তথ্য থাকার দাবি করেছে।

গুম বিষয়ক জাতিসংঘের মানবাধিকার পরিষদের ওয়ার্কিং গ্রুপ গত বছরের ২০ থেকে ২৯ সেপ্টেম্বর ১২৫তম অধিবেশন শেষে প্রতিবেদন পেশ করে। পরে গত বছরের ৬ ডিসেম্বর ওয়ার্কিং গ্রুপ তাদের প্রতিবেদনটি হালনাগাদ করে জাতিসংঘের মানবাধিকার পরিষদ এবং সদস্য দেশগুলোর কাছে পাঠায়। জাতিসংঘের গুম বিষয়ক ওয়ার্কিং গ্রুপের এক নথিতে বলা হয়, বাংলাদেশে গুমের পরিস্থিতি উদ্বেগজনক। কয়েক বছর ধরে এ নিয়ে উদ্বেগ জানালেও বাংলাদেশ সরকার কোনো সাড়া দিচ্ছে না। কয়েক বছর ধরেই বাংলাদেশের কাছে গুমের বেশকিছু অভিযোগ জানানো হলেও সেগুলোর কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি। ১৯৯৬ সাল থেকে ওয়ার্কিং গ্রুপ বাংলাদেশের কাছে এ বিষয়ে ব্যাখ্যা চেয়েছে। বাংলাদেশ কেবল একটি গুমের অভিযোগের বিষয়ে নিজেদের অবস্থান ব্যাখ্যা করেছে। ওয়ার্কিং গ্রুপ অমীমাংসিত বাকি অভিযোগের বিষয়ে শিগগির জবাব দেবে বলে আশা করে। বাংলাদেশে গুমের ক্ষেত্রে র‌্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নের (র‌্যাব) বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে। মানবাধিকার সংবেদনশীল রাষ্ট্র এবং সংস্থাগুলো মনে করে এসবের দ্রুত তদন্ত করে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের শাস্তি দেয়া উচিত। ২০১৩ সাল থেকে গুম বিষয়ক জাতিসংঘের ওয়ার্কিং গ্রুপ বাংলাদেশ সফরের অনুমতি পেতে বেশ কয়েকবার অনুরোধ জানিয়েছে। সর্বশেষ ২০20 এপ্রিলে বাংলাদেশকে সফরের অনুরোধ জানিয়েও সাড়া পায়নি ওয়ার্কিং গ্রুপ।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশনের জরুরি সভা অনুষ্ঠিত

২৯ জানুয়ারি শনিবার চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন উত্তর আমেরিকার জরুরি সভা ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি আবদুল আজিজ নঈমী। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন সিনিয়র সহ-সভাপতি সাবিনা শারমিন নিহার, সহ-সাধারণ সম্পাদক আবুল কাসেম, অর্থ সম্পাদক মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক রতন চৌধুরী, বার্ষিকী ও প্রকাশনা সম্পাদক মীর আহসান কাদের (রাসেল), কার্যকরী সদস্য অধ্যাপক গোলাম মোহাম্মদ মুহিত, এয়াকুবউদ্দিন চৌধুরী ও সলিল চৌধুরী।

সভায় সর্বসম্মতিতে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, করোনা পরিস্থিতি ও নতুন কমিটি গঠন নিয়ে সংকট সৃষ্টি হওয়ার কারণে নতুন কার্যকরী কমিটি গঠিত না হওয়া পর্যন্ত বর্তমান কার্যকরী কমিটি যথানিয়মে দায়িত্ব পালন করবে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন উত্তর আমেরিকা ইন্‌কের নতুন কমিটি গঠন নিয়ে যে সংকট সৃষ্টি হয়েছে তা নিরসনে সংগঠনের সাবেক সভাপতিবৃন্দকে নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য বর্তমান সভাপতিকে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। যে সব সদস্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বশেষ ডিগ্রীর সনদপত্রের কপি এখনও জমা দেননি তাঁদের কাছ থেকে সনদপত্রের কপি সংগ্রহ করে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা তৈরি করে কার্যকরী কমিটির অনুমোদনের পর নির্বাচন কমিশনে জমা দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিজ্ঞপ্তি।

সংখ্যালঘু স্বীকৃতি ও আলাদা নির্বাচনের দাবিতে দিব্যধাম মন্দিরে সমাবেশ। ছবি : সংগৃহীত

সংখ্যালঘু স্বীকৃতি ও আলাদা নির্বাচনের দাবিতে সমাবেশ

উত্তর আমেরিকা অফিস

প্রবাসী হিন্দু কমিউনিটির উদ্যোগে ৫ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার বিকেলে সংখ্যালঘু স্বীকৃতি ও ৬৪ আসনে আলাদা নির্বাচনের দাবিতে দিব্যধাম মন্দিরে মানববন্ধন ও এক বিশাল সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে আয়োজকদের পক্ষ থেকে বিদুৎ সরকার বলেন, রাষ্ট্রধর্ম যেখানে ইসলাম সেখানে সংখ্যালঘু স্বীকৃতি এবং ৬৪ আসনে পৃথক নির্বাচনই একমাত্র সমাধান।

সংখ্যালঘু ও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের প্রগতিশীল শক্তি দেশটিতে ক্ষমতা ধরে রেখে দেশকে আফগানিস্তান না বানিয়ে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা বানাতে হবে। এর কোনো বিকল্প সমাধান নেই উল্লেখ করে বক্তারা বলেন, যেহেতু ফ্রি এন্ড ফেয়ার ইলেকশন দেয়া হলে দেশ তালেবানদের হাতে চলে যেতে পারে। বিদুৎ সরকার তাঁর বক্তব্যে পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুল মোমেনের শঙ্কার কথা স্মরণ করিয়ে দেন। দেশ আফগানিস্তান হয়ে গেলে সবার জন্য বিপদ। নাহলে দেশ অচিরেই সোনার বাংলা থেকে মরু বাংলায় পরিণত হতে পারে, যদি মৌলবাদীরা ক্ষমতা দখল করে আফগানিস্তান বানায়।

তিনি বলেন, দেশে কয়েকটি দল বাদে বাকি সব দল সংখ্যালঘু স্বীকৃতির দাবিতে মাঠে নেমেছে। আমাদের আগামী দিনে প্রবাসী সকলকে এ দুর্বার আন্দোলনে সামিল হয়ে সংখ্যালঘুদের অধিকার আদায় করতে হবে।

প্রবীর রায় বলেন, দেশে সংখ্যালঘু স্বীকৃতি দিয়ে মন্ত্রণালয় ও জাতীয় সংসদে ৬৪ জন সংখ্যালঘু প্রতিনিধি চাই।

সমাবেশে সকলেই এই সংখ্যালঘু স্বীকৃতি ও পৃথক নির্বাচনের দাবিগুলো দ্রুত বাস্তবায়ন করে দেশে শেখ হাসিনার সরকারকে ক্ষমতায় রেখে মৌলবাদ দমনে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে দাবি জানান।

ইনফো কর্নার

অনেক বাধা-বিপত্তি ডিঙিয়ে নানা স্বপ্ন, আশা নিয়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আমেরিকায় পাড়ি জমান অনেকে। কিন্তু আমেরিকায় আসার কয়েকদিন পর অধিকাংশই বাস্তবতা অনুধাবন করতে পারেন। অনেকেই বুঝতে পারেন, স্বপ্নের দেশ আমেরিকায় টিকে থাকা এত সহজ নয়। এর পেছনে রয়েছে নানাবিধ কারণ। তার মধ্যে ইংরেজি ভাষায় দুর্বলতা, কাজে অদক্ষতা, বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে নিত্যপণ্যের উচ্চ দাম উল্লেখযোগ্য। ফলে অনেকেই নিজে চলতে অথবা পরিবার চালাতে হিমশিম খান। সমস্যা যেমন আছে, তেমনি সব সমস্যার সমাধানও রয়েছে। নতুন আসা বাঙালি অভিবাসীদের অনেকেই মার্কিন সরকারের দেয়া বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে অবগত নন। জীবনধারণের জন্য আমেরিকান সরকার খাদ্য, চিকিৎসা, আবাসন, শিক্ষা ক্ষেত্রে অনেক সুযোগ-সুবিধা দিয়ে থাকে। এ লেখার মাধ্যমে এসব সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে আলোচনা করার চেষ্টা করা হবে, যাতে কেউ পর্যাপ্ত তথ্য না জানার কারণে ভোগান্তির শিকার হন। **আসিফ মোক্তাদির**

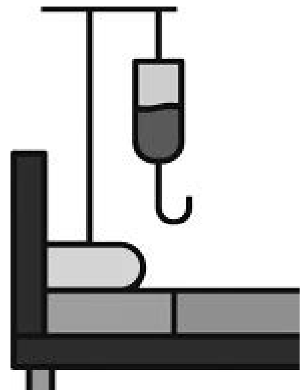

হাসপাতালে দীর্ঘ অপেক্ষ

কোন দুর্ঘটনার শিকার হলে কিংবা হঠাৎ করেই অসুস্থবোধ করলে চিকিৎসার জন্য রোগীরা সাধারণত হাসপাতালের জরুরি বিভাগে ছুটে যান। হাসপাতাল রিভিউ নামে একটি অনলাইন জরিপের তথ্য অনুযায়ী, আমেরিকায় বছরে প্রায় ১৪০ মিলিয়ন লোক তাৎক্ষণিক চিকিৎসার জন্য জরুরি বিভাগের শরণাপন্ন হন। গবেষণা বলছে, এ সংখ্যা দিনদিন রকেটের গতিতে বাড়বে। পুরো আমেরিকায় জরুরি বিভাগের শরণার্থী হওয়া রোগীদের যথাযথ চিকিৎসা সেবা দিতে হাসপাতালগুলো ব্যর্থ হচ্ছে।

হার্ভার্ড বিজনেস রিভিউয়ে একটি গবেষণার ফলাফল অনুযায়ী, জরুরি বিভাগে যাওয়ার পর চিকিৎসার জন্য কোন রুম পেতে অথবা ডাক্তার কিংবা নার্সের পরীক্ষার জন্য আমেরিকায় একজন রোগীকে দেড় ঘণ্টার বেশি সময় ধরে অপেক্ষা করতে হয়।

বিভিন্ন জরিপের ফলাফল অনুযায়ী, ডাক্তারের কাছে রোগীর অপেক্ষার এ সময় ভিন্ন ভিন্ন। হাসপাতাল, অঙ্গরাজ্য ও দিনের বিভিন্ন সময়ভেদে অপেক্ষা করার এ সময় আরও দীর্ঘ হয়ে থাকে। এমনও শোনা যায়, কখনো কখনো রোগীকে ১০ ঘণ্টা বা তারও বেশি সময় ধরে ডাক্তারের পরীক্ষার জন্য অপেক্ষা করে বসে থাকতে হয়। কোন চিকিৎসা সেবা না নিয়েই অপেক্ষা করতে করতে জরুরি বিভাগ থেকে চলে যাওয়া রোগীর সংখ্যাও দিন দিন বাড়ছে। জরুরি বিভাগে রোগীদের এত সময় অপেক্ষা করার পেছনে নানাবিধ কারণ রয়েছে। তার মধ্যে পর্যাপ্ত ডাক্তার, নার্স ও বেডের অভাব অন্যতম।

কফি প্রীতি

বিভিন্ন জরিপের তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে আমেরিকাজুড়ে প্রায় ৩১ হাজার কফির দোকান আছে। এসব দোকানের মোট বার্ষিক আয় প্রায় ৫.২ বিলিয়ন ডলার। আমেরিকার জাতীয় অর্থনীতিতে এর অবদান প্রায় ৭ শতাংশ। এসব পরিসংখ্যান প্রমাণ করে আমেরিকার জাতীয় অর্থনীতিতে এসব কফি দোকান এক বিরাট ভূমিকা পালন করে।

বিভিন্ন জরিপ চালিয়ে দেখা যায় প্রায় ৬৪ শতাংশ আমেরিকান কফি পান করতে পছন্দ করে। দিনের অন্য যেকোনো সময়ের চেয়ে সকালে কফি পান করার প্রবণতা সবচেয়ে বেশি। ৬৫ শতাংশ আমেরিকান সকালবেলা কফি পান করাকে প্রাধান্য দেয়।

শুধুমাত্র কফি থেকে আমেরিকার জাতীয় আয় এত বেশি হলে একজন সাধারণ আমেরিকান কফির পেছনে কত টাকা ব্যয় করে- এমন প্রশ্ন মাথায় আসা স্বাভাবিক। কফির পেছনে একজন সাধারণ আমেরিকান বছরে প্রায় ১ হাজার ১১০ ডলার ব্যয় করে থাকে।

সহকারী পুলিশ কমিশনারের বিরুদ্ধে হত্যা মামলা

গত ২৭ ডিসেম্বর ভাটারা থানার পশ্চিম নুরেরচালা নোভা মঞ্জিলের বাসা থেকে সাফায়াতের মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

উত্তর আমেরিকা অফিস

প্রবাসী সাফায়েত মাহবুব ফারাইজীকে হত্যার অভিযোগে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের বাড্ডা জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার মো. তয়াছের জাহানসহ ৮ জনের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে।

৯ ফেব্রুয়ারি বুধবার সাফায়েত মাহবুব ফারাইজীর মা শামীমুন নাহার লিপি ঢাকার মুখ্য মহানগর হাকিম আদালতে মামলা করেন। মামলার অন্য আসামিরা হলেন ভাটারা থানার এসআই মো. মশিউর, ঢাকার ইন্দিরা রোডের বাসিন্দা সুজানা তাবাসসুম সালাম, মো. আফতাব, মোহাম্মদ কামরুল হক, মোহাম্মদ আসওয়াদ, সাখাওয়াত ও মোহাম্মদ রিপন। এছাড়া অজ্ঞাতনামা আরও কয়েকজনকে আসামি করা হয়েছে।

ঢাকার মহানগর হাকিম আরফাতুল রাকিব বাদীর জবানবন্দি গ্রহণ করেন। বাদীপক্ষের আইনজীবী মো. সারোয়ার হোসেন ও নাজমিন সুলতানা মামলা গ্রহণের পক্ষে শুনানি করেন। আদালত তাৎক্ষণিকভাবে কোনো আদেশ না দিয়ে পরে আদেশ দেবেন বলে জানান। বিকেলের দিকে আদালত পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনকে (পিবিআই) তদন্তের নির্দেশ দেন।

মামলার আর্জিতে উল্লেখ করা হয়েছে, সাফায়েত মাহবুব ফারাইজী জন্মসূত্রে

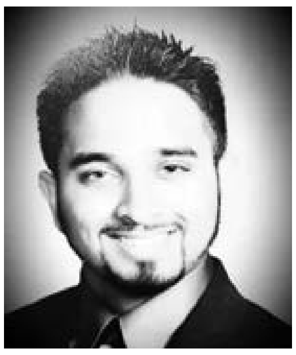

সাফায়েত মাহবুব ফারাইজী

বাংলাদেশের নাগরিক। গত ২৯ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্র থেকে বাংলাদেশে আসেন তিনি। তাঁর বন্ধু সুজানা, আফতাব, সাখাওয়াত ও আসওয়াদ প্রায়ই বাসায় আসতেন। বাসায় তাঁরা নেশাজাতীয় দ্রব্য পান করতেন। একপর্যায়ে সাফায়েত ও সাফায়েতের মা বন্ধুদের বাসায় আসতে নিষেধ করেন। এতে তাঁরা ক্ষিপ্ত হয়ে গত বছর ২৩ নভেম্বর সাফায়েতের বাসায় এসে গালিগালাজ ও মারধর করেন। ৯৯৯-এ ফোন দিলে পুলিশ এসে ঘটনা নিয়ন্ত্রণ করে।

মামলার আর্জিতে আরও বলা হয়, গত ১০ ডিসেম্বর বাদী ও তাঁর ছেলে সাফায়েত গুলশানে একটি কাজে যান। সেখানে তাদের ওপর আক্রমণ করা হয়। মারধরের শিকার হয়ে তাঁরা আহত হন। গুলশান থানায় সাধারণ ডায়েরি করতে গেলে গুলশান থানা কর্তৃপক্ষ জানায়, সুজানা তাবাসসুম সালামের সিন্ডিকেট অনেক খারাপ। তাঁর বিরুদ্ধে সাধারণ ডায়েরি নেয়া যাবে না।

গত বছর ২৫ ডিসেম্বর বড়দিন উপলক্ষে বাদীর ছেলে বাসার বাইরে যান। রাত ১১টার দিকে ফিরে আসার সময় সুজানা তাবাসসুম ও অন্য বন্ধুরা বাসায় আসেন। বাদী এতে রাগান্বিত হন। সাফায়েত চার বন্ধুকে এগিয়ে দিতে বাসা থেকে বের হন। এরপর আর তিনি ফিরে আসেননি। দু'দিন পর গত ২৭ ডিসেম্বর ভাটারা থানার পশ্চিম নুরেরচালা নোভা মঞ্জিলের বাসা থেকে বাদীর ছেলে সাফায়াতের মরদেহ উদ্ধার করা হয়। এই বাসাটি আসামি সুজানাদের বলে আর্জিতে উল্লেখ করা হয়।

আর্জিতে আরও বলা হয়, গত ১ জানুয়ারি শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ময়নাতদন্ত শেষে মরদেহ হস্তান্তর করে। এরপর দাফন শেষে গত ৩ জানুয়ারি ভাটারা থানায় গেলে সহকারী পুলিশ কমিশনার তয়াছের জাহান ও এসআই মশিউর মামলা না নিয়ে উল্টো বাদীকে ভয়ভীতি দেখিয়ে বিদায় করে দেন। এর আগে মরদেহ উদ্ধারের পর ভাটারা থানা থেকে এই দুই পুলিশ কর্মকর্তা সাদা কাগজে স্বাক্ষর রেখে ছেড়ে দেন। জোরপূর্বক এসব স্বাক্ষর নেয়া হয়। শুনানির সময় আদালতকে বাদী বলেন, দুই পুলিশ কর্মকর্তার যোগসাজশে এই হত্যাকাণ্ড ঘটতে পারে বলে তাঁদের সন্দেহ। যদি তাই না হয় তাহলে তাঁরা হত্যা মামলা করতে বাধা দেবেন কেন? বাদী মনে করেন, সঠিক তদন্ত হলে এই রহস্য উদ্ঘাটন সম্ভব। বাদী আদালতের কাছে ন্যায়বিচার প্রার্থনা করেন। বাড্ডা জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার মো. তয়াছের জাহান বলেন, 'মামলার বিষয়ে কিছু জানি না। যদি মামলা হয়ে থাকে তাহলে আদালত থেকে কপি পাওয়ার পর বুঝতে পারব।' মামলার বিষয়ে জানেন কি না—জানতে চাইলে তয়াছের বলেন, 'আদালত বা অফিশিয়ালি কিছু জানানো হয়নি। সাংবাদিকদের মাধ্যমে জানতে পেরেছি।'

নিজ দেশে টাকা পাঠালে ৩০ শতাংশ পর্যন্ত কর বিদেশিদের

ঢাকা ডেস্ক

বাংলাদেশে কর্মরত বিদেশি ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের এ দেশে আয় করে তা নিজ দেশে পাঠানোর ক্ষেত্রে ৩০ শতাংশ পর্যন্ত কর বসিয়েছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। আর এ কর আদায়ে ব্যাংকগুলোকে নির্দেশ দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। নির্দেশনায় বলা হয়েছে, বাংলাদেশ থেকে কোনো বিদেশি ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যে পরিমাণ আয় করবে, তা নিজের দেশে পাঠাতে হলে সেই আয় থেকে কমপক্ষে ১৫ শতাংশ থেকে সর্বোচ্চ ৩০ শতাংশ পর্যন্ত কর কেটে রাখতে হবে। আগামী ৩০ জুন পর্যন্ত বিদেশিদের নিজ দেশে অর্থ পাঠাতে এ দেশের সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতি অবলম্বন করে করের অর্থ পরিশোধ করতে হবে। উদাহরণ হিসেবে বলা হয়, কোনো বিদেশি নাগরিক বা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ থেকে আইনি সেবার বিপরীতে ১০০ টাকা আয় করে তা নিজ দেশে পাঠাতে চাইলে, তার কাছ থেকে ২০ টাকা কর বাবদ কেটে রেখে বাকি ৮০ টাকা নিজ দেশে পাঠাতে পারবে। বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেনের কাজে জড়িত অনুমোদিত ডিলার ব্যাংকসমূহ বিদেশিদের অর্থ পাঠানোর ক্ষেত্রে এনবিআরের কর পরিশোধিত প্রত্যায়নপত্র যাচাই করে তা পাঠাতে দেবে।

নির্দেশনায় আরও বলা হয়, এখন থেকে কোনো বিদেশি ব্যক্তি কিংবা প্রতিষ্ঠান এনবিআরের কর পরিশোধের প্রত্যায়নপত্র ছাড়া কোনো অর্থ নিজ দেশে পাঠাতে পারবে না। আর নিয়ম মেনে না চললে এবং অনিয়ম প্রমাণিত হলে তার উৎসে কর কর্তন বা এনবিআরের কাছে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা না দিলে সেই খেলাপি অর্থের বিপরীতে জরিমানা হিসেবে মাসে ২ শতাংশ জরিমানা দিতে হবে। এনবিআরের আয়কর নীতি বিভাগের সম্প্রতি জারি করা একটি পত্রের ওপর ভিত্তি করে বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রানীতি বিভাগ গতকাল একটি প্রজ্ঞাপন জারি করেছে।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, কোনো বিদেশি ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বেতন-ভাতা বাবদ প্রাপ্ত আয়ের ওপর সর্বোচ্চ ৩০ শতাংশ কর কর্তন করা হবে। কোনো

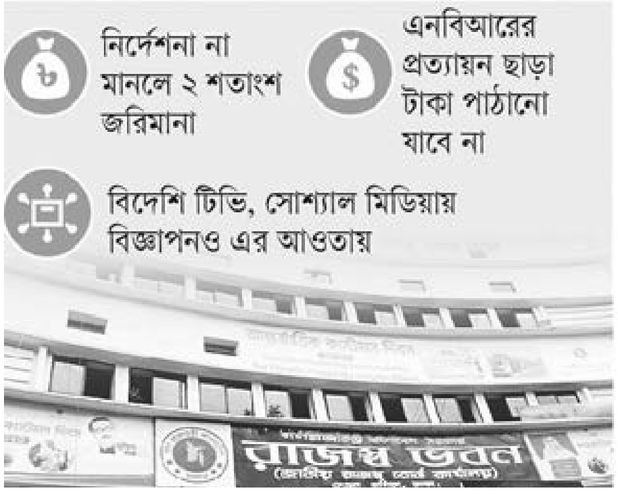

বিদেশি প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির আইনি সহায়তা বা আইনগত সেবা প্রদানের মাধ্যমে যে আয় করবেন, সেখান থেকে ২০ শতাংশ অর্থ কর বাবদ কেটে নেওয়া হবে। একইভাবে কোনো বিদেশি টেলিভিশন চ্যানেল বিজ্ঞাপন প্রচার করে বাংলাদেশ থেকে যে আয় করবে, সেখান থেকে ২০ শতাংশ কর কর্তন করা যাবে। অনলাইন বা ইন্টারনেটভিত্তিক ডিজিটাল বিপণন যা টেলিভিশন ব্যতীত মোবাইল ডিভাইস বা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়, সেখান থেকে প্রাপ্ত আয়ের ওপর ১৫ শতাংশ কর কর্তন করা হবে। কোনো বিদেশি ব্যক্তি বাংলাদেশ থেকে বিজ্ঞাপন নির্মাণ বা একই ধরনের সেবা প্রদান করে যে আয় করেন, সেখান থেকে ১৫ শতাংশ কর কর্তন করা হবে। পাশাপাশি কানাডাভিত্তিক কলিশন গ্রুপ 'প্রায়োরিটি পাস'-এর মাধ্যমে বিমানবন্দরে অবস্থিত লাউঞ্জে যাত্রীদের বিশেষ সেবা দিয়ে যে আয় করেন, সেখান থেকে ২০ শতাংশ কর কর্তন করা হবে। কর প্রদানের পরে এনবিআরের প্রত্যায়নপত্র ব্যাংকে দেখিয়ে অবশিষ্ট অর্থ নিতে পারবে গ্রুপটি।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র ও নির্বাহী পরিচালক মো. সিরাজুল ইসলাম বলেন, কোনো বিদেশি ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এখন বাংলাদেশ থেকে যে আয় করবেন, তা থেকে বিভিন্ন আয়ের খাতভেদে ১৫ থেকে ৩০ শতাংশ কর প্রদান করবে। আর কর দেওয়ার পরে এনবিআরের প্রত্যায়নপত্র সংগ্রহ করে তা ব্যাংকে দেখিয়ে অবশিষ্ট অর্থ সংশ্লিষ্ট দেশে পাঠাতে পারবে। পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত চলতি বছরের জুন পর্যন্ত করহার অপরিবর্তিত থাকবে। নতুন এ আদেশের বিষয়ে এনবিআরের করনীতি শাখার দ্বিতীয় সচিব বাপন চন্দ্র দাস বলেন, বিদেশিরা আয়কর আইন অনুযায়ী নির্ধারিত কর প্রদান করবে। এ নিয়ম ভঙ্গ করলে তাদের জরিমানা করা হবে।

সংশ্লিষ্টরা জানান, নতুন এ কড়াকড়ির ফলে ডিজিটাল মাধ্যমে বিজ্ঞাপন থেকে বিদেশি প্রতিষ্ঠানের আয়, বিদেশি টিভির বিজ্ঞাপন থেকে আয়সহ বিভিন্ন খাত থেকে সরকারের আয়কর পাওয়ার সুযোগ বাড়ল। তবে তার জন্য নজরদারির প্রয়োজন হবে বলেও তাঁরা জানান।

ট্রাক চালকদের বিক্ষোভে কানাডা সীমান্ত ক্রসিং বন্ধ

উত্তর আমেরিকা অফিস

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সীমান্ত ক্রসিং বন্ধ করে দিয়েছে আন্দোলনরত কানাডার ট্রাক চালকেরা। করোনাভাইরাস সংক্রান্ত বিধিনিষেধের বিরুদ্ধে চলমান আন্দোলনের অংশ হিসেবে ৭ ফেব্রুয়ারি সোমবার সীমান্ত পার হওয়ার লেন বন্ধ করে দেয় তারা।

অটোয়ার উপপুলিশ প্রধান স্টিভ বেল ৮ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার সাংবাদিকদের বলেন, অবরোধে অংশ নেয়া অনেক ভারী যানবাহন অচল করে দিয়েছে পুলিশ। শহরের কেন্দ্রস্থলে প্রতিবাদে অংশ নেয়া চার শতাধিক ট্রাকের মধ্যে এক চতুর্থাংশ মধ্যে শিশু রয়েছে। ঠাণ্ডা, শব্দদূষণ, কার্বন মনোক্সাইডের ঝুঁকি এবং পর্যাপ্ত স্যানিটেশন সুবিধা না থাকায় এসব শিশুর সুরক্ষা নিয়ে উদ্বিগ্ন পুলিশ।

কানাডার জননিরাপত্তা বিষয়ক মন্ত্রী মার্কো মেন্ডিসিনো বলেন, তিনি সীমান্তবর্তী শহর উইন্ডসরের মেয়র ও স্থানীয় আইনপ্রণেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন। কানাডার উইন্ডসর শহরের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগানের ডেট্রয়েটের সংযোগ স্থাপন করেছে অ্যাম্বাসেডর সেতুটি।

মার্কো মেসিন্ডো আরও বলেন, অ্যাম্বাসেডর সেতু কেন্দ্র করে সরবরাহ ব্যবস্থা সচল রাখতে আমরা কাজ চালিয়ে যাব। কানাডার ৭৫ শতাংশ রপ্তানি পণ্য যুক্তরাষ্ট্রে পাঠানো হয়। আর এই সেতুটি দিয়ে প্রতিদিন প্রায় ৮ হাজার ট্রাক পারাপার হয়।

নিউজার্সি থেকে লন্ডনগামী ফ্লাইটে ধর্ষণের অভিযোগ

ডেস্ক রিপোর্ট

লন্ডনগামী একটি ফ্লাইটে নারীকে ধর্ষণের অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে লন্ডন পুলিশ। যুক্তরাষ্ট্রের নিউজার্সি থেকে লন্ডনের হিথ্রো বিমানবন্দরগামী ইউনাইটেড এয়ারলাইন্সের একটি ফ্লাইটে এই ঘটনা ঘটে। গ্রেপ্তার ব্যক্তির বিরুদ্ধে ধর্ষণ মামলার তদন্ত চলছে। ৯ ফেব্রুয়ারি বুধবার লন্ডন মেট্রোপলিটন পুলিশ এ তথ্য জানিয়েছে। এক বিবৃতি পুলিশ বলেছে, গত ৩১ জানুয়ারি সকালে হিথ্রো বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ বিষয়টি তাদের জানায়। এরপর কর্তব্যরত পুলিশ সদস্যরা বিমানটি অবতরণের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ষণের অভিযোগে ওই ব্যক্তিকে (৪০) গ্রেপ্তার করে।

লন্ডন মেট্রোপলিটন পুলিশ আরও বলেছে, অভিযোগকারী নারীকে (৪০) বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তারা সহযোগিতা করছেন। এ বিষয়ে তদন্ত চলছে। ইউনাইটেড এয়ারলাইন্সের এক মুখপাত্র বলেন, বিষয়টি অবগত হওয়ার পর বিমানের ক্রুরা ওই নারীকে সহযোগিতায় এগিয়ে আসেন। এছাড়া সঙ্গে সঙ্গে অভিযোগের বিষয়টি স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হয়। তিনি আরও বলেন, মামলা তদন্তে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করা হবে।

বাংলাদেশি খুন, ক্ষোভ-আতংক

প্রথম পৃষ্ঠার পর

৯ ফেব্রুয়ারি বুধবার দুপুর দুইটায় নিউইয়র্কের ওজনপার্কের সিটিলাইনে ২০০ ফরবেল স্ট্রিটের বাসার সামনের চিত্র ছিল এমনই। মঙ্গলবার দিবাগত রাত একটার কিছুসময় আগে এ বাসার সামনেই নির্মমভাবে খুন হন বাসার বাসিন্দা প্রবাসী বাংলাদেশি মুদাচ্ছির খন্দকার (৩৬)। লিবার্টি এভিনিউ এবং গ্লেনমোর এভিনিউর মধ্যবর্তী স্থানে ফরবেল স্ট্রিটের এই জায়গাটিতে সবসময় মানুষজন চলাচল করে। এরকম একটি ব্যাস্ততম সড়কে এবং ওজনপার্কে বৃহত্তর মসজিদের সামনে এই ঘটনাকে 'পরিকল্পিত খুন' হিসাবে দেখছে বাংলাদেশিরা।

মঙ্গলবার দিবাগত রাতে মুদাচ্ছির খন্দকার জেএফকে এয়ারপোর্ট থেকে কাজ শেষে নিজের গাড়িতে করে বাসার সামনে পৌঁছেন। গাড়ি পার্ক করে নামার সময় দুর্বত্তরা তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি করে চলে যায়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাঁকে দ্রুত উদ্ধার করে জ্যামাইকা হাসপাতালে নেয়া হয়। সেখানে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

এনিয়ে কমিউনিটিতে ক্ষোভ ও আতংক প্রশমিত করতে পুলিশের পক্ষ থেকে স্থানীয় মসজিদগুলোর পরিচালনা কমিটি এবং মুসুল্লীদের সাথে কথা বলা হয়েছে। পুলিশের পক্ষ থেকে আশ্বস্ত করা হয়েছে দ্রুত অপরাধীকে গ্রেফতার এবং তদন্তের মাধ্যমে হত্যাকাণ্ডের প্রকৃত কারণ খুঁজে বের করার।

এদিকে হত্যাকাণ্ডের খবর ছড়িয়ে পড়লে বুধবার ভোর থেকেই মুদাচ্ছিরের সহকর্মী, বন্ধু ও প্রতিবেশীরা ভিড় করতে থাকেন বাড়ির সামনে। তাঁরা জানান, এলাকায় তিনি পরিচিত ছিলেন জিতু নামে। পরিবার-পরিজনের সাথে গত কয়েক বছর তিনি এই এলাকায় বসবাস করতেন। স্ত্রী, চার বছরের এক ছেলে, মা-বাবা ও ছোট ভাইসহ তিনি এ বাসায় থাকতেন। বাংলাদেশে তাঁদের বাড়ির মানিকগঞ্জে।

সহকর্মী এম এ গফুর খান ও মাহবুব মিয়া প্রথম আলোকে বলেন, নিহত মুদাচ্ছির খন্দকারের কোনো শত্রু থাকতে পারে না। কারও সাথে শত্রুতার মতো ব্যক্তি ছিলেন না তিনি। জেএফকে এয়ারপোর্টে কর্মরত বাংলাদেশিদের সাথে তাঁর গভীর সম্পর্ক ছিল। যে কারও সমস্যা কিংবা বিপদে ছুটে আসতেন মুদাচ্ছির খন্দকার। মঙ্গলবার বিকাল ৩টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত ডিউটি করে নিজের নতুন কেনা গাড়িতে করেই তিনি বাসায় ফিরছিলেন তিনি। দরজায় শিশু ছেলে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল বাবার জন্য।

প্রতিবেশীরা জানান, গাড়ির দরজা সামান্য খোলার পরই দুর্বৃত্তরা খুব কাছ থেকে গুলি করে চলে যায়। এসময় গুলির শব্দে প্রতিবেশীরাও হতচকিত হয়ে ওঠে। খবর দেয়া হলে দ্রুত পুলিশ এসে তাঁকে উদ্ধার করে। এসময় তাঁর স্ত্রীর চিৎকারে হৃদয়বিদারক দৃশ্যের অবতারণা হয়। আলামত হিসাবে পুলিশ গাড়িটি নিয়ে গেছে। প্রতিবেশী ও সহকর্মীদের ভাষ্য মতে, গাড়ি ছিনতাইয়ের চেষ্টা হয়নি, তাঁর কিছুই খোয়া যায়নি। দুর্বৃত্তদের গাড়িটি রাখা ছিল ঘটনাস্থলের কাছে গ্লেনমোর এভিনিউ এবং ফরবেল স্ট্রিটের কোনায়। হত্যাকারীদের মুখোশ পরা ছিল। মুদাচ্ছিরকে গুলি করার পর ঘাতক নির্বিঘ্নে হেঁটে গিয়ে গাড়িতে চেপে বসে সটকে পড়ে।

প্রতিবেশী ও বাড়ির মালিক নজরুল ইসলাম জানান, তাঁর বাড়ির সিসি ক্যামরায় দেখা গেছে গুলির ঘটনার পর একজন মুখোশ পরা ব্যক্তি গিয়ে গাড়িতে ওঠে। এটি ছিনতাই কিংবা অন্যকিছু নয়। তিনি মুদাচ্ছিরকে চিনতেন। পরিকল্পিতভাবে তাঁকে হত্যা করা হয়েছে বলে তিনি মনে করেন। এলাকাটিতে বাংলাদেশীরা প্রায়ই মারধর ও হামলার শিকার হয়ে থাকেন বলে তিনি উল্লেখ করেন।

চলে গেলেন কিংবদন্তি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

অথচ গত সপ্তাহেই ভেন্টিলেশন থেকে বের করা হয়েছিল লতাকে। স্বাস্থ্যের কিছুটা উন্নতি হয়েছিল তাঁর। লতা মঙ্গেশকরের চিরবিদায়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে ভারতজুড়ে। দেশটিতে দুই দিনের জাতীয় শোক ঘোষণা করা হয়েছে। এক টুইট বার্তায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেছেন, 'দুঃখ প্রকাশ করার ভাষা আমার নেই। দয়ালু ও যত্নশীল লতা দিদি আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। তিনি আমাদের দেশে একটি শূন্যতা রেখে গেছেন, যা পূরণ করা সম্ভব নয়। ভবিষ্যত প্রজন্ম তাঁকে ভারতীয় সংস্কৃতির একজন অকুতোভয় হিসেবে মনে রাখবে। সুরেলা কণ্ঠ দিয়ে মানুষকে মন্ত্রমুগ্ধ করার এক অতুলনীয় ক্ষমতা ছিল ওনার।' গত জানুয়ারির শুরুতে করোনা পজিটিভ আসে লতার। এরপর মুম্বাইয়ের ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তাঁকে। ৯ জানুয়ারি থেকে সেখানেই ছিলেন তিনি। মাঝে তাঁর শারীরিক অবস্থার সামান্য উন্নতির আভাস পাওয়া গিয়েছিল।

করোনায় আক্রান্ত হওয়ার পর থেকেই সুরসম্রাজ্ঞী লতা মঙ্গেশকরকে নিয়ে শুধু অগণিত ভক্তকুলই নয়, উদ্বেগে ছিলেন চিকিৎসকেরাও। করোনার পাশাপাশি নিউমোনিয়ায়ও আক্রান্ত হয়েছিলেন ৯২ বছর বয়সী এই সুরসম্রাজ্ঞী।

মাদার অব ডেমোক্রেসি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

কানাডিয়ান হিউম্যান রাইটস ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন (সিএইচআরআইও)। ৮ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার এক সংবাদ সম্মেলনে কানাডার এই প্রতিষ্ঠানটির দেয়া ক্রেস্ট ও সনদপত্র সাংবাদিকদের কাছে উপস্থাপন করেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

গুলশানে চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে এই সংবাদ সম্মেলন হয়। মির্জা ফখরুল বলেন, "আমরা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে আপনাদেরকে জানাতে চাই, কানাডিয়ান হিউম্যান রাইটস ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন (সিএইচআরআইও) খালেদা জিয়ার গণতন্ত্রের প্রতি অসামান্য অবদান এবং তিনি যে এখনও গণতন্ত্রকে রক্ষা করার জন্য কারাবরণ করছেন, অসুস্থ অবস্থায় গৃহবন্দি আছেন, এসব কারণে এই প্রতিষ্ঠানটি দেশনেত্রীকে 'মাদার অব ডেমোক্রেসি' অ্যাওয়ার্ড প্রদান করেছে।" 'কানাডিয়ান হাইকমিশনও এখানে এটাকে অ্যাড্রেস করেছে' বলে জানান ফখরুল। ৮১ দিন বসুন্ধরা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকার পর বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া গত ১ ফেব্রুয়ারি গুলশানের বাসা ফিরোজায় আছেন।

টিকাদানে বিশ্বে বাংলাদেশের

প্রথম পৃষ্ঠার পর

টিকাদানে শীর্ষ পাঁচে থাকা দেশগুলোর মধ্যে এরপরই রয়েছে ব্রুনেই, পর্তুগাল, কিউবা এবং চিলি। দেশগুলোতে ৯৩% থেকে ৯৪% মানুষকে অন্তত এক ডোজ টিকা দেয়া সম্পন্ন হয়েছে। শীর্ষ ১০-এ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং ব্রুনেইয়ের সাথে আরও রয়েছে চীন (৭ম) এবং কম্বোডিয়া (৯ম)। এছাড়া সিঙ্গাপুর (১১তম) এবং মালয়েশিয়াও (২৩ তম) সামনের সারিতে রয়েছে।

দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে টিকাদানে শীর্ষে অবস্থান করছে ভুটান (৩৯ তম)। দেশটির ৭৮% মানুষ অন্তত এক ডোজ টিকা গ্রহণ করেছেন। দক্ষিণ এশিয়ায় শীর্ষ পাঁচে এরপরই রয়েছে শ্রীলঙ্কা (৪২তম) মালদ্বীপ (৪৯তম) ভারত (৬৮তম) এবং নেপাল (৮৮তম)। দেশগুলোর যথাক্রমে ৭৭%, ৭৫%, ৭০% এবং ৫৯% মানুষ অন্তত এক ডোজ টিকা পেয়েছেন। টিকাদানে বিশ্বে ৯০তম এবং দক্ষিণ এশিয়ার ৮ দেশের মধ্যে ষষ্ঠ অবস্থানে রয়েছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশের ৫৯% মানুষ এক ডোজ টিকা পেয়েছেন, যা নেপালের সমান। কিন্তু টিকার উভয় ডোজ বা টিকা নেয়া সম্পন্ন করেছেন, এই হিসেবে বাংলাদেশের (৩৭%) চেয়ে এগিয়ে রয়েছে নেপাল (৫০%)।

এদিকে দক্ষিণ এশিয়ায় টিকাদানে বাংলাদেশের চেয়ে পিছিয়ে রয়েছে পাকিস্তান ও আফগানিস্তান। ১০৭তম অবস্থানে থাকা পাকিস্তানের ৫১% মানুষ এক ডোজ টিকা পেয়েছেন। অন্যদিকে তালেবান ক্ষমতা দখলের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নাজুক অবস্থায় থাকা আফগানিস্তান টিকাদানেও অনেক পিছিয়ে রয়েছে। ১৬৬তম অবস্থানে থাকা আফগানিস্তানের মাত্র ১২% মানুষ এক ডোজ টিকা পেয়েছেন।

আমেরিকার কর্মবাজার এখন কর্মজীবীদের

প্রথম পৃষ্ঠার পর

কর্মজীবী নির্দিষ্ট সময়ের আগেই অবসরে গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আগাম অবসরে যাওয়া এসব লোকজন তাঁদের জীবনযাত্রার ব্যয়ের জন্য বাড়ির মূল্য বৃদ্ধি, স্টক মার্কেটে বিনিয়োগের মুনাফা বৃদ্ধিকে একটা সুযোগ হিসেবে দেখেছেন।

মহামারি-পূর্ববর্তী সময়ের মতো আমেরিকার লোকজনের মধ্যে মরিয়া হয়ে কাজ করার অভ্যাসে একটা পরিবর্তন লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে। এখনও গড়ে দেশটিতে প্রতিদিন দুই হাজার লোকের মৃত্যু ঘটছে। এমন কোনো লোক নেই যে স্বজন, পরিজন বা পরিচিতজন হারায়নি কোভিড মহামারিতে। এখনও লোকজন কোভিড সংক্রান্ত আতঙ্ক ও উৎকণ্ঠা থেকে বেরিয়ে আসতে পারছে না। এমন বাস্তবতায় অনেকেই জীবন আচরণে পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। যাদের মতামতই সঞ্চয় আছে এবং সঞ্চয়ের উপর বাজেট করে এসব লোকজন জীবনযাত্রাকে সমন্বয় করে নিতে দেখা গেছে। অর্থনিতিবিদরা মনে করছেন, এসব লোকজনের মধ্যে কিছু লোক হয়ত কর্মক্ষেত্রে ফিরে আসবে। যদি মহামারি নিয়ন্ত্রিত হয়, কোভিড নিরাময়ের জন্য ওষুধ আবিষ্কার হয় তাহলে একটা অংশ কর্মী প্রবাহে ফিরে আসবে বলে মনে করা হচ্ছে। অন্যদের মধ্যে যাদের সীমিত সঞ্চয় শেষ হয়ে আসবে, তাঁদের বাধ্য হয়েই কাজে ফিরতে হবে।

মার্কিন অর্থনীতিবিদরা আশা করছেন, প্রায় দশ লাখ এ বছরেই কাজে ফিরে আসবে এবং আমেরিকার মোট জনগোষ্ঠীর মধ্যে কর্মজীবীর অনুপাত ৬২ দশমিক ছয় শতাংশে পৌঁছবে। জনসংখ্যার এ আনুপাতিক হারটিও সন্তুষজনক নয় বলে অর্থনীতিবিদরা মনে করেন।

ন্যাশনাল ইকোনোমিক কাউন্সিলের ডেপুটি ডিরেক্টর ভারত রামমূর্তি আমেরিকার কর্মজীবীদের বর্তমান আচরণকে বিরাট পদন্নোতি বলে আখ্যায়িত করেছেন। কাজ ছেড়ে যাওয়া কর্মীদের অধিকাংশই আর আগের কাজে ফিরে আসবে না বলে মনে করা হচ্ছে। কাজে ফিরে আসা লোকজন সহজেই নিজেদের আগের চেয়ে ভালো মজুরির কাজে যোগ দেয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে এবং কাজে ফেরা লোকজন সে সুযোগটি গ্রহণ করবে বলে মনে করা হচ্ছে।

কর্মী নিয়োগের জন্য মরিয়ে হয়ে ওঠা আমেরিকান কোম্পানিগুলো এখন সাইনিং বোনাস দিচ্ছে। কোম্পানির পক্ষ থেকে শিক্ষা ঋণ পরিশোধ করার শর্তে লোকজনকে কাজ দেয়া হচ্ছে। অধিকাংশ কাজে ফেরত ইচ্ছুক লোকজনই নিজেদের জন্য এসব সুযোগের সদ্ব্যবহার করবে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

নীলা রিচার্ডসন নামের একজন বিশ্লেষক বলেছেন, আমেরিকার চাকরি বাজারে ব্যাপক ব্যতিক্রমী ঘটনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কর্ম খালি এখন আমেরিকার ইতিহাসে সর্বোচ্চ। এমনকি নিজের প্রতিষ্ঠানেই লোকজন ঊর্ধ্ব মজুরির কাজে যোগ দিতে পারছে। আমেরিকার কর্মজীবীদের আয় আগের বছরের তুলনায় ৫ দশমিক ৭ শতাংশ বেড়েছে। মুদ্রাস্ফীতি হিসেবে ধরা হলেও আমেরিকার সাম্প্রতিক ইতিহাসে কর্মজীবীদের এমন দ্রুত মজুরি বৃদ্ধি নিকট অতীতে আর ঘটেনি।

নীলা রিচার্ডসন বলেছেন, আগে আমেরিকার চাকরিদাতা প্রতিষ্ঠানগুলোই ড্রাইভিংসিতে ছিল। এই প্রথমবারের মতো দেখা যাচ্ছে, চাকরিদাতাদের চাকরিগ্রহণকারীর কথা শুনতে হবে। মজুরি, পেনশন, মেডিকেল, যাতায়াত সুবিধা, আবাসন সুবিধাসহ নানা বিষয় নিয়ে কর্মীরাই এখন দরকষাকষি করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। কর্মবাজারের নিয়ন্ত্রণের আসরে এখন কর্মজীবীরা। কাজে যোগ দেয়ার আগে দরকষাকষি করার সুযোগ পাচ্ছে লোকজন।

দেখে আসা কোস্টারিকা

মওদুদ পাশা

কোস্টারিকা ভ্রমণে বিপত্তি যে ছিল না এমন নয়। প্যাকেজ ট্যুরের মাধ্যমে রেন্টাল কার কোম্পানি পেয়েছিলাম। খুবই জঘন্য এক কোম্পানি ‘সলিড কার রেন্টাল’। ডাকাত প্রকৃতির এরা। নষ্ট হওয়া গাড়ি কোনোভাবে চলার উপযোগী করে দিয়ে দেবে। পরে আপনার কাছ থেকে নষ্ট হওয়া পার্টসের দাম দিতে বাধ্য করবে। আপনার ইন্স্যুরেন্স থাকার পরও এমনটি করবে তারা। তাই কখনো কেউ কোস্টারিকা গেলে ওই কার রেন্টাল কোম্পানির কাছ থেকে কার রেন্ট না নেয়ার পরামর্শ দিয়ে রাখছি।
কোস্টারিকার দ্বিতীয় দিন সকালে বেশ ভোরে ঘুম থেকে উঠি। তাড়াতাড়ি নাস্তা সেরে আবারও রিসোর্টের আশপাশের জঙ্গল আর বিস্তীর্ণ আরিনাল আগ্নেয়গিরির কোলঘেঁষা এলাকা চষে বেড়াই। ততক্ষণে বেশ কিছু ফটো উঠিয়ে নিতে পেরেছি। সকাল নয়টার দিকে আরিনাল রেইন ফরেস্ট ন্যাশনাল পার্কের উদ্দেশে রওনা দেই। ২০ মিনিটের যাত্রাপথ। উবার কার কল করে ছুটলাম। ন্যাশনাল পার্কের প্রবেশ মূল্য মিটিয়ে একজন গাইড সাথে নিলাম। এতে কিছু সুবিধা হয়, প্রাণী ও জঙ্গল সম্পর্কে জানার বেশি সুযোগ থাকে। গাইড ডোনাল্ড। লোকটা মাঝবয়সী। কাঁধে তাঁর বড় আকৃতির মনোকুলার। গেস্টদের দূর থেকে যাতে প্রাণী দেখানো যায় সেই সুবিধার্থেই এ যন্ত্র। বেশ ভদ্র লোক। সুন্দর করে কথা বলার ধরন। এক ধরনের নিরীহ প্রকৃতির মানুষ হিসাবে পরিচয় বহন করে। স্ত্রী আছে। দুই ছেলে এক মেয়ের জনক। একটি ম্যানুফেকচার কোম্পানিতে কাজ করতেন। করোনাকালীন সময়ে কাজ চলে যাওয়ায় বাধ্য হয়ে গাইড হিসাবে কাজ করা, যা আয় হয়, তাই দিয়ে সংসার চলে। গাইড ডনাল্ডের সাথে কথা বলতে বলতে আবারও মনে হয়, জীবনের সংগ্রাম সর্বত্রই এক। মনে বেশ আশা নিয়ে জঙ্গলে প্রবেশ করলাম। টুকান(ধনেশ পাখি) ও শ্লথ জন্তু যা গাছের মধ্যে সবসময় ঝুলে থাকে ও খুব ধীর গতির প্রাণী দেখার আশায়। যদিও শেষ পর্যন্ত এ দুইটার কোনোটাই দেখা হয়নি ওখানে। কিন্তু অনেক ধরনের বিরল পাখিও ইগুয়ানাসহ বিভিন্ন ধরনের পাখির দেখা পেলাম। আমি সবসময় পজিটিভ মাইন্ডেড মানুষ নৈরাশ্যবাদী নই। যখন যা পেয়েছি তাতেই খুশি থাকি। অনেক ধরনের ভাইপার সাপের দেখা পেলাম কোস্টারিকার জঙ্গলে।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়। জঙ্গল থেকে বেরিয়ে প্রবেশমুখে থাকা রেস্টুরেন্টে লাঞ্চ করে নেই। উবার কল করে ফিরতি পথে ড্রাইভার মার্কোর সাথে পরিচয়। বেশ ভালো ইংরেজি উচ্চারণ। আগ্রহ নিয়ে তাঁর সাথে কথা বলে জানতে পারলাম, একসময় নিউজার্সিতে থাকত বাবা-মায়ের সাথে। ল কলেজে পড়াশোনা শেষ করে নিজ দেশে ফিরে যায় ভিসা শেষ হয়ে যাওয়ায় কারণে। করোনায় ল ফার্মের কাজ চলে গেছে। বাধ্য হয়ে আপাতত উবার চালানো। কথা প্রসঙ্গে ইকো থার্মাল রিভারে যাওয়ার কথা বললাম। রিজার্ভেশন পাচ্ছি না, আমার একটু মন খারাপ। মার্কো বলল, চিন্তা করোনা। একটু আমাকে ফোন করতে দাও। আমার এক বন্ধু সেখানে কাজ করে। আমি ব্যবস্থা করছি।

শুনে বেশ উৎফুল্ল অনুভব করলাম। কারণ আমরা মাত্র দু’দিন এখানে থাকব। কোনোভাবেই রিজার্ভেশন পাচ্ছিলাম না। মার্কো ফোন রেখে বলল, ব্যবস্থা হয়ে গেছে। সন্ধ্যা ছয়টায় রাতের খাবারসহ। বেশ খুশি হলাম। কারণ থার্মাল রিভারে জীবনে কখনো যাইনি। যে নদী আগ্নেগিরির নিচ দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার কারণে পানি গরম থাকে এবং তা শরীরের ব্যথা নিরাময়ে বেশ কার্যকরী বলে বলা হয়। মার্কো আপাতত রিসোর্টে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল। তখন বিকেল চারটা বাজে। তাই একটু বিশ্রাম নেয়ার প্রয়োজন বোধ করলাম। মার্কো আবার পাঁচটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে এসে নিয়ে যাবে ইকো থার্মাল রিসোর্টে। হাতে একঘন্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট সময় আছে। তাই থার্মাল রিভারে যাওয়ার কাপড় গোছগাছ করে এক ঘণ্টার ছোট্ট এক নেপ নিলাম। ক্লান্ত ছিলাম। তাই শুতেই ঘুমিয়ে পড়লাম।

ছবি: লেখক

ঘড়িতে আমি কখনো অ্যালার্ম দিয়ে রাখি না। ছোটকাল থেকেই আমার দেহঘড়ি কাজ করে। যখন ওঠার প্রয়োজন হয়, তখন এমনিতেই আমার ঘুম ভেঙে যায়। উঠেও গেলাম পাঁচটা ত্রিশে। উঠে রেডি হয়ে অপেক্ষা করলাম মার্কোর। ও সময়মতো এসে গেল। দশ মিনিটের ড্রাইভ ইকো থার্মাল রিসোর্টের। গেটে চেকআপ প্রয়োজন শেষে কাউন্টারে গিয়ে এন্ট্রি ফি দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করি। মাঝবয়সী এক ভদ্রমহিলা এসে আমাদের থার্মাল রিভারে যাওয়ার আগে বাথরুম, তোয়ালে, লকার রুম দেখিয়ে দেন। কোথায় কোথায় কি আছে, তার বর্ণনা দিয়ে চলে গেলেন। আমরাও আমাদের প্রয়োজনীয় সব কিছু শেষ করে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে হাঁটতে শুরু করলাম। সন্ধ্যা নেমে এসেছে। হেঁটে যাওয়ার রাস্তায় সুদৃশ্য ল্যাম্পগুলো জ্বলে ওঠায় এক রোমাঞ্চকর বিমূর্ত পরিবেশ। কাঠের পাঠাতনের রাস্তা দিয়ে হাঁটছি আর রোমাঞ্চিত হচ্ছি। থার্মাল রিভারের কথা ভেবে। চার স্তরে সাজানো খুবই সুন্দর মোহনীয় লাগছিল রাতের আলোয় বাস্পায়িত পানি দেখে। পানি থেকে গরম জলের বাস্প পরিবেশটাকে মোহনীয় করে তুলেছে। পানিতে নেমেই শিহরিত হই। একদম পারফেক্ট গরম পানি। আগ্নেয়গিরির পাশ দিয়ে পানির প্রবাহ আসার কারণে পানি গরম, যাতে অনেকক্ষণ থাকা যায়। থাকলামও তাই ঘণ্টা তিনেক। বেশ আরাম করে পানির মধ্যে বসেছিলাম। অনেক লোক। তাদের পরিবার। কেউ স্ত্রী বা গার্লফ্রেন্ড নিয়ে এসেছে। কেউ বন্ধুবান্ধব নিয়ে এসেছে। বেশ উপভোগ্য ছিল সন্ধ্যাটা।

রাতের খাবারের খেতে রেস্টুরেন্টে গেলাম। সালাদ, স্যুপ, সিরিলিওন স্টেইক। ডেসার্ট হিসেবে পেশনফ্রুট চিজ কেক ছিল খুবই স্বাদের। খাবার শেষে মার্কোকে ফোন করলাম। সে আগে থেকেই অপেক্ষা করছিল। বয়ে চলা নদী। আগ্নেয়গিরি সামাল দিয়ে উষ্ণ জলারাশির প্রবাহে নিজেকে এলিয়ে দেয়ার রোমাঞ্চকর স্মৃতি নিয়ে হোটেলে ফেরা। প্রকৃতির বিচিত্র এ সম্ভার। এক জীবনে কতটুকুই আমরা দেখি। মনে পড়ছিল সুনীলের কবিতার শেষ কটি লাইন, ...” একটি স্তব্ধতা চেয়েছিল আর এক নৈঃশব্দ্যকে ছুঁতে তারা বিপরীত দিকে চলে গেল,এ জীবনে দেখাই হলো না!”

লেখক নিউইয়র্ক প্রবাসী সৌখিন ফটোগ্রাফার।

নিশি

রওশন হক

সুউচ্চ ভবনগুলো থেকে টিনের চাল আর বাঁশের তৈরি ঘিঞ্জি ছোট ছোট খুপরিগুলো চোখে পড়ার মতো। সরু ঢোকার পথে অসংখ্য অলি-গলি, অন্ধকার খুপরি, নোংরা গোসলখানা ও টয়লেট, আবর্জনা। এরই মধ্যে অর্ধনগ্ন শিশুরা খেলা করে। নিশির সাথে শাহেদের পরিচয় এখানেই। এই শহরে নিশিই তার একমাত্র আশ্রয়স্থল।

চলন্তিকা নামের বস্তিটি কিছুদিন আগে আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিলো, এক সপ্তাহের মধ্যেই আবার নতুন ঘর উঠেছে। এত আগুনের মাঝেও নিশির ঘরটা কেমন করে যেন বেঁচে গেছে। তারই গলির মুখে অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে শাহেদ।

স্ট্রিট লাইটের আলোকে নিয়ন আলো বলে কিনা কে জানে, এতে আলোর চাইতে আঁধারের পরিমাণ বেশি। মানুষের চেহারা পরিষ্কার দেখা না গেলেও দলবদ্ধ অভুক্ত মশার মিছিল ঠিকই দেখা যায়। নিয়ন আলোয় মশাদের চক্রাকারে ঘুরতে দেখা যায়। পাশেই ডাস্টবিনে কুকুর দুটি ঘোঁত ঘোঁত শব্দে নিজেদের মধ্যে কথা বলে।

শাহেদ ঘড়ি দেখে রাত আড়াইটা। নিশি এখনো ব্যস্ত। তার কাছে আসা বেশিরভাগই কর্মজীবী আর না হয় কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। নিশি দেখতে সুন্দর। সুঠাম চেহারার লাস্যময়ী। সেই শাহেদের জীবনে প্রথম নারী যে তাকে শরীরবৃত্তীয় ধারণা দিয়েছে। পুরুষ হতে শিখিয়েছে। এভাবেই কয়েকবার আসা-যাওয়ার পর নিশির প্রতি অন্য রকম এক আকর্ষণ জন্ম নেয় তার। এমনই এক রাতে শাহেদ তাকে ভালবাসার কথা বলে দেয়।

ঘৃণার সাথে নিশি বলেছিল, "এই পাড়ায় কেউ ভালোবাসতে আসে না। ফাজলামি করবি তো সোজা পুলিশে দিমু। যা বের হ"-, এই বলেই ধাক্কা দিয়ে ঘর থেকে বের করে, মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল।

শাহেদ নিজেকে দমন করেছে। তারপর আর যোগাযোগ করেনি। কিন্তু এক্সিডেন্টের পর শাহেদ হাসপাতালে ভর্তি হলে, সে নিশিকে ফোন দেয়। নিশি ছুটে যায়। সেই থেকে সম্পর্ক আবার গভীর হয়। শাহেদকে সেবা দিয়ে সারিয়ে তুলে ঠিকই, কিন্তু তাকে নিশির খুপরি ঘরে যেতে নিষেধ করে দেয়।

শাহেদ ইন্টার পাশ করে ঢাকায় এসে গার্মেন্টিসে কাজ করে। বাড়িতে মা কে খরচ দিতে হয়, নিজের মেস ভাড়া, খাবার, গাড়ি ভাড়া সব মিলিয়ে একা থেকেও শহরে কুলিয়ে উঠতে পারে না। তাই মেধাবী শাহেদ অনার্সে ভর্তি হয়েও শেষ করতে পারেনি।

নিশির ঘরের পাশে হাঁটাচলা করা লোকগুলোকে দেখলেই বুঝা যায় তারা নিশির কাছেই এসেছে। তাদের একজন পাশ দিয়ে যাওয়া অন্য একজনকে উদ্দেশ্য করে রসালো গলায় আওয়াজ দিয়ে বলে, "দোস্ত কাইল কিন্তু নিশি আমার। তুমি কাইল এদিকটায় আইসো না।"

বলেই দুজনে হাসি ঠাট্টায় মেতে উঠে। অন্ধকারে তাদের হাসি পথচারীদের মাঝে উত্তেজনা ছড়িয়ে দেয়। শাহেদ শুনতে পায় নিশিকে নিয়ে অপরিচিত পুরুষের চটকদার কথাবার্তা। সে জানে রাত হলেই কিছু পুরুষের রূপ বদলে যায়, সেও এ দলের।

নিশির কাজে তার রাগ হয়। তবুও রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে সে নিশির কাস্টমার বিদায় হবার অপেক্ষায় থাকে। আনমনে নিজের সাথে কথা বলে, "আমার একটা গতি হইলেই তাকে আর এইসব কাজ করতে দিব না। কখনোই না।"

শাহেদ ঠিক করেছে ইউরোপ যাবে। তার জন্য এজেন্সিকে ইতিমধ্যেই কিছু টাকা জমা দিয়েছে। তারমধ্যে অর্ধেক নিশির জমানো টাকা।

নিশি চায় শাহেদ বিদেশ গিয়ে তাকেও নিয়ে যাবে। সেখানে তাদের স্বপ্ন সাজাবে। শাহেদকে বলেছে, "তুমি একটু ধৈর্য রাখো বাকি টাকাটাও যোগাড় করে ফেলবো।"

টাকা যোগার না হওয়া পর্যন্ত তার নিশির কাছে আসতে মানা। মন মানে না তাই শাহেদ চলে আসে।

পাশ দিয়ে যাওয়া গাড়ির শব্দ শুনতেই শাহেদের ভাবনার রেশ কাটে। অন্ধকারে চোখ বুলিয়ে নিশ্চিত হয়, নাহ্! আশপাশে পরিচিত কেউ নেই।

ধীরে ধীরে রাতের বয়স বাড়ছে। চাঁদটা হেলে পড়ছে পশ্চিমাকাশে। যখন নিশি অন্য এক মায়াবতি নিশি হয়ে উঠে, তখন সে যেনো ঠিক মায়ের মত।

শাহেদ গলি থেকে বের হয়ে মোড়ের চায়ের দোকানের দিকে যায়। এত রাতে চায়ের দোকানে ভীড় করা অনেকেই নিশির নিয়মিত কাস্টমার। এখানে চা খেয়েই বন্ধু শুভ তাকে প্রথম নিশির কাছে নিয়ে গিয়েছিল।

চা হাতে নিতেই নিশি কল দিয়ে তাকে ঘরে যেতে ডাকলো। চায়ে দু'চুমুক দিয়ে বাকিটুকু ছুঁড়ে ফেলে দিলো সে। অন্ধকারে কিছুটা নিঃশব্দে গা বাঁচিয়ে দ্রুত পায়ে হাঁটে। নিশির কড়া নির্দেশ কেউ যেন তাকে না চেনে। পাড়ার মাস্তানরা তাকে চিনে ফেললে ঝামেলা হতে পারে।

অন্ধকার ঘরে দাঁড়িয়ে থাকা নিশি যেন স্বর্গ থেকে নেমে আসা অপ্সরা। তাকে অন্ধকারও পরিষ্কার দেখা যায়! শাহেদ কাছে যেতেই নিশি দাঁত কিড়মিড় করে বলে, "তোমারে না কইছিলাম এদিকে না আসতে। কেনো নিষেধ শুনো না?"

শাহেদ উত্তর দেয় না। বাধ্য ছেলের মত ঘরের ভেতর ঢুকে দরজায় খিল দিয়ে দেয়। পেছন থেকে নিশির পেটে জড়িয়ে ধরে। তার শরীর জুড়ে সুগন্ধি সাবানের গন্ধ। শাহেদ সাবানের গন্ধে বুঁদ হয়ে যায়, চুলে ঘাড়ে মুখ ঘষতে থাকে। এখনি গোসল করেছে নিশি তাই চুলের পানির ফোঁটা নিশির গলা বেয়ে শরীরের নিচের দিকে নামছে।

শাহেদ লক্ষ্য করে নিশির গলার ধবধবে চামড়ার নিচে নীল রঙা সব রগ। সে যখন কথা বলে গলার নীল রঙা শিরাগুলোও যেন খলবলিয়ে তার সাথে কথা বলতে শুরু করে। নিশি ভেঁজা চুলগুলো বালিশে ছড়িয়ে দিয়ে ক্লান্ত শরীরটাকে বিছানায় ছাড়ে।

"কি বলবা বলে বিদায় হও"

"কি বলব? কিছু বলার নাই, তুমি ঘুমাও।"

নিশির বালিশে সেও মাথা রাখে, চুলে মাথায় তার মুখ ঘষতে থাকে। শরীর জুড়ে ভালো লাগা বিদ্যুৎ খেলে।

নিশি বাধা দেয় না। শরীরী পাত্তা পেয়ে সে তাকে জড়িয়ে ধরে। বলেন, "কাজে যাও নাই?"

"না!

"কি করছো সারাদিন?"

"রুমেই আছিলাম।".

"কিছু খাইছো?"

"চা খাইছি!"

"সারা দিনে শুধু চা খাইছো?"

নিশি বুঝতে পারে শাহেদ খায়নি। কিছু খেতে দিতে উঠে যেতে চাইলে শাহেদ বাধা দেয়। সে আরো শক্ত করে জড়িয়ে ধরে তার বুকের ভেতর মুখ গুঁজে দিয়ে বলে, "চুপ থাক। এখন ঘুমাও। সকালে কাজে যাবো । কাল কোম্পানি খুলবে। দুই মাসের বেতন আটকে আছে।"

"যাও দেখো তারা বেতন দেয় কিনা। নাকি আবারো বন্ধ ঘোষণা করে। এজেন্সি খুলবে, বাকি টাকা জমা দিতে হবে। চিন্তা করো না।"

বলে নিশি বিছানা থেকে উঠে যায়। রান্না ঘরের বাতি জ্বালিয়ে ভাত গরম করতে গেলে শাহেদ দেখতে পায় নিশি নীল শাড়ি পরেছে। রবীন্দ্রনাথের বইয়ে পড়েছে ঠাকুরবাড়ির মেয়েরা দিনের আলোয় পরতেন সোনা, বিকেলে মুক্তো আর রাতে হীরে-জহরত। আহা কি সুন্দর। নিশির গায়ে তার কিছুই নেই শুধু সুতির শাড়ি।

তরকারির সাথে ডিম ভাজা দিয়ে এক থালা গরম ভাত নিয়ে আসে নিশি। সে নিজে খায় আর পরম মমতায় শাহেদের মুখে তুলে দেয়। শাহেদ শুয়ে থেকেই হা করে নিশির হাতে ভাতের লোকমা মুখে তুলে নেয়।

"দিস না আর খাবো না, এবার তুই খা।"

তবুও সে তার মুখে ভাতের লোকমা পুরে দেয়। খেতে খেতে শাহেদ তার হাতে কামড় দিয়ে শব্দ করে হেসে উঠে। হাসতে হাসতে গড়াগড়ি খায়। রাতের অন্ধকারে বিজলী চমকানোর মত হাসির শব্দে শহর জুড়ে যেন বিদ্যুৎ খেলে যায়। এ এক অন্য নিশি, যার হাসি প্রতিটি সমস্যার মুখোমুখি হওয়ার, প্রতিটি ভয়কে ঘায়েল করার এবং প্রতিটি ব্যথা আড়াল করার সর্বোত্তম সাহস জোগায়।

TLC Insurance

Renewal / Broker Change

প্যানডেমিকের কারণে আমাদের অফিসে আসার প্রয়োজন নেই।
আপনারা অনলাইনেই সব সেবা পেতে পারেন।

Nexar Camera
with Discounted Price
on the spot.
সেই সাথে ইন্স্যুরেন্স ডিসকাউন্ট

দীর্ঘ ১২ বছরের সাফল্য ও
অভিজ্ঞতার ধারাবাহিকতায়
আমরা আছি আপনাদের সেবায়।

Low Down Payment
No Extra Fee
6 Hours DDC Class

ব্রোকারেজ চেঞ্জ করতে হলে
TLC বা DMV-তে
যেতে হয় না।

We Do all forms of Insurance

- আপনার গাড়ি বাড়ি ব্যবসা
- Auto, Home & Business
- TLC, Car Service, Uber, Black Car
- Restaurant, Grocery & Other Stores
- Construction & Bond
- Food Vendor
- Commercial Van
- Workers Comp.

TDS Insurance Brokerage Corp.

118 Beverley Road, Brooklyn, NY 11218
Phone: 718-483-9310 Fax: 718-483-9311
email: team@tdsinsurance.com

বার্ধক্যে একাকিত্ব

তামান্না ইসলাম

নো অফেন্স। জানি এই লেখাটা পড়ে অনেকেই নিজের সাথে মিল পাবেন। কেউকে কষ্ট দেয়ার জন্য এই লেখা নয়। বরং কিছু অপ্রিয় সত্য কথা তুলে ধরার জন্য এই লেখা। শুধু যুবক-যুবতীদের নয়, আমাদের মতো মধ্যবয়স্কদেরও অনেক সময় কোথাও বেড়াতে বা ঘুরতে যাওয়ার সময় বলতে শুনি 'বুড়ো বুড়িরা বাদ।' অজুহাত হিসাবে দেখানো হয়, তাদের খাওয়া-দাওয়ার নিষেধ আছে, রাতে তাড়াতাড়ি ঘুমাতে হবে, বাথরুমের সমস্যা, তাঁরা এত কষ্ট করতে পারবে না। ক্ষেত্রবিশেষে এর অনেক কিছুই সত্য বা সব সত্য। আবার অনেক কিছুই কিছুটা শিথিলযোগ্য। অনেক সময় খেতে না পারলেও রেস্টুরেন্টে পরিবারের সদস্যদের সাথে বাইরে যেতে পারলেই তাদের ভালো লাগে। বাইরে কোথাও গেলে অনেক হাঁটতে না পারলেও তাদেরকে বাইরে নিয়ে একটু বসালেও তাঁরা খুশি হন। তাঁরা যেদিন সাথে যাবে শপিং একটু কম করলেই হয়, রাতের দাওয়াত থেকে সেদিন একটু আগে ফেরাই যায়।

সিনেমা হলে বসে সিনেমা পুরোটা না দেখলেও সঙ্গে যে যাচ্ছে এতেই তাঁরা ধন্য হন। অপ্রিয় সত্যটা হচ্ছে, ঝামেলা এড়ানোর জন্য আমরা তাদেরকে বুড়ো হওয়ার আগেই অতিরিক্ত বুড়ো বানিয়ে ফেলি। এক সাথে বা কাছাকাছি থাকলে মাঝে মাঝে তাদেরকে নিয়ে মর্নিং ওয়াকে যাওয়া যেতেই পারে। জুমার নামাজে বাপ-ব্যাটা যাওয়াই যায়।

কখনো-সখনো কাঁচাবাজারে। মাকে নিয়ে শাড়ির দোকানে, এমনকি পার্লারে। তাদের যেসব সময় রঙহীন, ধূসর বা সাদা কাপড় পরতে ভালো লাগে, এটা কিন্তু সত্য নয়।

অনেকেই আছেন যাঁদের রঙিন শাড়ি, শার্ট, পাঞ্জাবি পড়তে ইচ্ছা করে। অনেক সময় হয়ত লজ্জায় বা সঙ্কোচে বলতে পারে না। সন্তান হিসাবে আমরা তো একটু জোরও খাটাতে পারি। তাদেরও কিছু বন্ধুবান্ধব থাকতে পারে। যেন মাঝে মাঝে সেসব বন্ধুবান্ধবের সাথে দেখা করে, আড্ডা দেয় প্রাণ খুলে, নিমন্ত্রণ করে তাদেরকে সে ব্যাপারেও উৎসাহ দিতে পারি, প্রয়োজনে সাহায্য করতে পারি।

বয়স্ক বাবা, মাকে বাতিলের খাতায় ফেলে দেয়া আমাদের এক স্বাভাবিক অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। তাঁরা কিছু জানেন না, বোঝেন না, পারেন না। আমাদের জগতে তাঁরা অচল। তাদেরকে খাওয়া, কাপড় আর সুচিকিৎসা এটুকু দিতে পারলেই আমরা নিজেদেরকে মহান মনে করি। কিন্তু বয়স হলে যদিও চিন্তাশক্তি, শারীরিকশক্তি কমে যায়, তারপরও যদি মস্তিষ্ক সচল থাকে তাদের মনের চাহিদা থাকে। একথা

সত্যি যে তাঁরা অনেকটা শিশুর মতো হয়ে যায়। অনেক সময় যুক্তি মানে না। একই কথা বারবার বলতে থাকে। বাস্তবতা বোঝে না। অধিকারের সীমা লঙ্ঘন করে। এগুলো সব সময় মেনে নেয়া কঠিন। কিন্তু অসম্ভব নয়। কঠিন বলে ঝামেলা এড়াতে যদি তাদের সাথে কথা বলা, সঙ্গ দেয়া কমিয়ে দেই তাহলে তাদেরকে আমরা ভয়াবহ নিঃসঙ্গতার দিকেই ঠেলে দেব। যেটা কাম্য নয়।

অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, মায়ের খোঁজ যাও রাখে ছেলেমেয়েরা, বাবার সাথে যোজন যোজন দূরত্ব। সারাজীবনের ব্যস্ততার কারণে বাবা থেকে যায় এক অচেনা মানুষ। ছেলে বা মেয়ে ফোনটা তুলে মাকেই খোঁজে, ভুলেও বাবাকে না। যদিওবা বাবা ফোন ধরে ফেলে, 'কেমন আছো, ভালো আছ?'র পর উভয় পক্ষই আর কথা খুঁজে পায় না।

অবধারিতভাবে বাবা ফোনটা মাকে দিয়ে দেন। সেই সব বাবারা কত দুর্ভাগা। অনেক বাবা, মা আমাদের কালচারে মেয়ের বাসায় এসে স্বচ্ছন্দ বোধ করেন না। বিশেষ করে বাবা। এই দায়িত্ব কিন্তু অনেকটাই মেয়ে আর মেয়ের জামাইয়ের ওপর বর্তায়।

এখন কথা হলো, এই সব ঘটনার জন্য কি শুধু সন্তানই দায়ী? নাকি মা, বাবাদেরও দায় আছে? বাবা, মা যদি সন্তানের সাথে ছোটবেলা থেকে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে না তোলে, সেই দূরত্ব বড় হলে আর কমে না। তাদের সাথে সময় কাটিয়ে সন্তানরা আনন্দ পায় না। তাঁরা কেমন মানুষ, তাদের কি কি পছন্দ এটাও সন্তানদের জানার বাইরে থেকে যায়। যেই মা সন্তানের সাথে বসে শুধু হিন্দি সিনেমাই দেখেছে, বৃদ্ধ বয়সে তাঁকে একটা টিভি আর টিভি চ্যানেল দিয়েই সন্তান ভাববে সব দেয়া হয়েছে, ছোটবেলায় আপনার সন্তানের মনের কথা, গল্প আপনি শোনেন নাই, সব কিছুতেই বকা দিয়েছেন, খালি পড়, পড় করেছেন, সেও এখন আপনার গল্প শুনতে আগ্রহী হবে না। যে

অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, মায়ের খোঁজ যাও রাখে ছেলেমেয়েরা, বাবার সাথে যোজন যোজন দূরত্ব। সারাজীবনের ব্যস্ততার কারণে বাবা থেকে যায় এক অচেনা মানুষ।

বাবা বাচ্চাদের সাথে জীবনে পার্কে যায় নাই, সেই সন্তান কি বড় হয়ে বাবাকে হাঁটতে নিয়ে যাবে? তাই ভুল বাবা-মায়েরও আছে। আর প্রকৃতির প্রতিশোধ বলেও একটা ব্যাপার আছে। ভেবে দেখুন, আপনার বাবা-মাকে আপনি কতটা সময় দিয়েছেন? তাদের সাথে কেমন ব্যবহার করেছেন? তাদেরকে বাতিল ভেবে অবহেলা করেননি? আপনার সন্তান আপনাকে দেখেই হয়ত শিখেছে।

আরেকটা বিরাট ভুল আমরা সন্তানরা করি। আমরা বলি, বাবা-মায়ের বয়স হয়েছে, আল্লাহ-বিল্লাহ করে সময় কাটাবে। আসলেই কি কারো পক্ষে চব্বিশ ঘণ্টা আল্লাহ-বিল্লাহ করা সম্ভব? তারাও কিন্তু মানুষ। তাদেরও পার্থিব, মানবিক চাহিদা আছে, সীমিত হলেও। এটা কি শুধুই আমাদের দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার কৌশল নয়?

• গল্প

মুজতবা আলীর ' তিন ছটাক' ও অমিতাভ চৌধুরীর 'প্যান্টওয়ালা রাখাল'

মাহবুবুর রহমান

সৈয়দ মুজতবা আলী ও অমিতাভ চৌধুরীর দু'টি গল্প শুনাব। আসলে গল্প নয়, বাস্তব জীবনের দু'টি ঘটনা। সিলেট শহরের আম্বরখানার প্রাণকেন্দ্রে 'জ্যোতি মঞ্জিল', যুগভেরী সম্পাদক আমীনূর রশীদ চৌধুরীর বাসভবন। যুগভেরী অফিসের কাছেই। সুন্দর, অভিজাত ,গোছানো। বাইরে কোলাহল থাকলেও ভেতরে তা অনুভূত হয় না। সত্তর-আশি দশকের কথা বলছি, যে সময়ে আমি যুগভেরীতে ছিলাম। ভিআইপি অতিথিরা নিয়মিত আসতেন জ্যোতিমঞ্জিলে। তাঁদের মধ্যে ছিলেন মন্ত্রী, আমলা, কূটনীতিক, ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, রাজনীতিবিদ, কবি-সাহিত্যিক, শিল্পীসহ দেশবরেণ্য ব্যক্তিবর্গ। সে সময় জ্যোতিমঞ্জিলে দেখতাম মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি জেনারেল আতাউল গণি ওসমানী, বাংলা সাহিত্যের অপ্রতিদ্বন্দ্বী রম্যলেখক সৈয়দ মুজতবা আলী, কবি সুফিয়া কামাল, উপমহাদেশের বরেণ্য সাংবাদিক অমিতাভ চৌধুরী, বিশিষ্ট দার্শনিক দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, কবি প্রবোধ সান্যালসহ আরও অনেককে।

বহু ভাষাবিদ পণ্ডিত সৈয়দ মুজতবা আলী (১৯০৪-১৯৭৪) বাংলা ভাষা আন্দোলন সূচনাকারীদের একজন। ১৯৪৭ সালের আগস্টে ভারত পাকিস্তান জন্মের এক মাসের (সেপ্টেম্বর) মধ্যে তিনি 'বাংলা : পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা' শীর্ষক জ্ঞানগর্ভ এক প্রবন্ধ রচনা করেন। মুসলিম সাহিত্য সংসদের উদ্যোগে সিলেটের আলিয়া মাদ্রাসায় এক সভার আয়োজন করা হয়, যেখানে সৈয়দ মুজতবা আলী ওই প্রবন্ধ পাঠ করবেন। কিন্তু উর্দুর পক্ষের লোকজনের আপত্তিতে সভাটি পণ্ড হয়ে যায়। ঐতিহাসিক এ প্রবন্ধটি পরে মুহম্মদ নূরুল হক সম্পাদিত মাসিক আল ইসলাহে প্রকাশিত হয়। ১৯৪৯ সালে সৈয়দ মুজতবা আলী যখন বগুড়া আজিজুল হক কলেজের অধ্যক্ষ, তাঁকে দেশ ছাড়তে হয় পাকিস্তান সরকারের তাড়া খেয়ে। তিনি বসবাস শুরু করেন কলকাতায়।

সৈয়দ মুজতবা আলীর অগ্রজ সৈয়দ মুর্তাজা আলী ছিলেন পদস্থ সরকারি কর্মকর্তা ও প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ। তিনি বাংলা একাডেমির চেয়ারম্যান ছিলেন। খুব সাধারণ জীবন-যাপন করতেন। বৃদ্ধ বয়সেও লাঠি হাতে সিলেটে তাঁকে হাঁটতে দেখেছি। তাঁদের বড় ভাই সৈয়দ মোস্তফা আলীর সাথে ছিল আমার পত্র যোগাযোগ। ঢাকা থেকে নিয়মিত যুগভেরীতে লিখতেন। মাঝে-মধ্যে পরামর্শ দিয়ে চিঠি দিতেন। কি বিষয়, কার কার লেখা— তার তালিকা করেও পাঠাতেন। সবচেয়ে খুশী লাগত লেখক তালিকায় আমার নাম দেখে।

১৯৭৯ সালে আমার বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ি নবীগঞ্জের বনগাঁও যাই। পাহাড়-টিলা পরিবেষ্টিত সুন্দর মনোরম গ্রাম। এক দুপুরে হাসি বললেন, রেডি হও। সাদী ভাইর (মরহুম মাহবুবুর রব সাদী) আম্মাকে সালাম করতে যাব। একই গ্রাম। ছিমছাম সুন্দর বাড়ি। চেহারা, পোশাক -আসাকে অভিজাত। পা ছুঁয়ে সালাম করলাম। পরম স্নেহে পাশে বসিয়ে নতুন জামাইকে আদর-আপ্যায়ন করলেন। এরপর জানলাম, তিনি সৈয়দ মুজতবা আলীর বোন। সেই মুহূর্তগুলোর স্মৃতি আজো অম্লান।

সিলেট শহরের নাইওরপুলের আইনজীবী সয়ফুল আলম খান (মরহুম) ছিলেন সৈয়দ মুজতবা আলীর সহপাঠী ও সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু। একদিন তাঁকে বললাম, আলীকে আপনিই সবচেয়ে ভালো জানেন, কিছু লিখেন আমাদের জন্য। কিছুক্ষণ নীরব থেকে দীর্ঘ এক নিঃশ্বাস ফেললেন, কিছু বললেন না।

সৈয়দ মুজতবা আলী এসেছেন জ্যোতিমঞ্জিলে। যুগভেরী সম্পাদক আমীনূর রশীদ চৌধুরীর সাথে খোশগল্প ও জম্পেশ আড্ডায় মেতে আছেন। আমি সেখানে ছিলাম না। ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন ইসহাক সাহেব (জ্যোতিমঞ্জিলে হেড অফিসের বিশেষ সহকারী ও যুগভেরীর সাংবাদিক, মরহুম)।

ডাকযোগে যুগভেরী যায় সৈয়দ মুজতবা আলীর বাসায়। কিছুদিন থেকে যাচ্ছে না। সরাসরি তা না বলে এক গল্পের অবতারণা করলেন। বললেন, আমার বাসায় দেশ-বিদেশের পত্র-পত্রিকা ডাকযোগে আসে। গিন্নী মাস শেষে এগুলো হকারের কাছে বিক্রি করেন। প্রতি মাসে একই ওজন, একই অর্থ। কিন্তু গত মাসে দেখা গেল ওজনে 'তিন ছটাক' কম। বললাম, খুঁজে দেখ, কোনো এক পত্রিকা হয়ত আসেনি। হ্যাঁ, দেখা গেল, যুগভেরী আসেনি। আর বলতে হলো না। যুগভেরী সম্পাদক সঙ্গে সঙ্গে তলব করলেন ইসহাক সাহেবকে এবং মেইলিং সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব তাঁকে দিলেন।

প্যান্টওয়ালা রাখাল'

অমিতাভ চৌধুরীর (১৯২৮-২০১৫) নাম শুনেছি বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর পরই -বঙ্গবন্ধুর সাক্ষাৎগ্রহণকারী প্রথম ভারতীয় সাংবাদিক হিসেবে। কলকাতার বাসিন্দা চৌধুরী যে সিলেটের কৃতী সন্তান তা জানলাম অনেক পরে। অমিতাভ চৌধুরী সাংবাদিকতায় খ্যাতির শীর্ষে পৌঁছেছিলেন। আনন্দবাজার, যুগান্তর ও আজকালে সাংবাদিকতা ছাড়াও শান্তিনিকেতনে শিক্ষকতা করেছেন। তিনি সাহিত্যিক, ছড়াকার এবং রবীন্দ্র গবেষক। অর্ধশত গ্রন্থও রয়েছে তাঁর। ভারতের রাষ্ট্রীয় সম্মান 'পদ্মশ্রী' ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'বঙ্গবিভুষণে' সম্মানিত হয়েছেন। এছাড়া লাভ করেছেন 'রেমন ম্যাগসেসে' পুরস্কার।

অমিতাভ চৌধুরীর জন্ম সিলেটে। বাড়ি মৌলবীবাজার জেলার রাজনগর উপজেলার খলাগাঁও গ্রামে। ট্রেনে বরমচাল রেলস্টেশনে নেমে করিমপুর চা বাগান হয়ে ওই গ্রামে যাওয়া যায়। নিউইয়র্কের সুপরিচিত লেখক-মুক্তিযোদ্ধা বিশ্বাসদা'র (সুব্রত বিশ্বাস) স্ত্রী রেবা বৌদির (দীপ্তি বিশ্বাস) আপন চাচা হলেন অমিতাভ চৌধুরী। রেবা বৌদির ভাই জয়ন্তদা ষাট ও সত্তর দশকে সিলেটে ছাত্র ইউনিয়নের নেতৃস্থানীয় কর্মী ছিলেন। সিলেটের বিশিষ্ট সাংবাদিক হিমাংশু শেখর ধর ঝর্নাদা'র (পরলোকগত) বাড়িও ওই গ্রামে। ঝর্নাদা'র পত্রিকা দেশবার্তা সিলেট শহরের কাষ্টঘর থেকে বের হতো। তিনি পরলোকগমন করেন কানাডার মন্ট্রিয়েলে। ঝর্নাদা'র পুত্র দিবাকর ধর অপু মন্ট্রিয়েলে সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনে বেশ পরিচিত নাম।

সম্ভবত ১৯৮৬ সাল। একদিন খবর এলো জ্যোতিমঞ্জিলে যেতে হবে এখনই। সম্পাদক ফাহমীদা রশীদ চৌধুরী ডেকে পাঠিয়েছেন। দ্রুত গেলাম। এতদিন যাঁর নাম শুনে আসছি, তিনি আমার সামনে। অমিতাভ চৌধুরী। মুগ্ধ নয়নে কতক্ষণ তাকিয়ে থাকলাম। একটু পর, কিভাবে বুঝলেন, জানি না, একটি সাক্ষাৎকারের কথা বলব। বললেন, শুনুন, বাস্তব অভিজ্ঞতার কথা বলি।

আমি ট্রেনে ঢাকা থেকে সিলেট আসছি। আখাউড়ায় ইঞ্জিন সামনে থেকে এনে পেছনে জুড়ে দিয়ে ট্রেনের গতিপথ বদলানো হলো, অর্থাৎ ট্রেন এবার যাবে সিলেট পানে। জানালা দিয়ে তাকিয়ে আছি। দুই পাশের দৃশ্যাবলী দেখছি। হঠাৎ দৃশ্যপট বদলাতে থাকল। এখানে-সেখানে বাড়িঘর, ধানী জমি, খালি মাঠ, ডোবা-খাল শুধু নয়, ঘন সবুজের সমারোহও বাড়তে থাকল। পাহাড়-টিলা, বনভূমি, চা-বাগানের নয়নাভিরাম দৃশ্য চোখ-মন জুড়ালো। রাস্তা-ঘাট পাকা, বাড়ি-ঘর সুন্দর, সাজানো, দালানকোঠা অনেক বেশি, বাড়ির সামনে পুকুর অথবা বাগান, কোথাও সবজির, আবার কোথাও ফুলের, চারদিকের পরিবেশ সুন্দর সচ্ছল, মাঠে যে গরু চরাচ্ছে সেই রাখালের পরনে প্যান্ট-শার্ট। আমি আনন্দে অনুচ্চস্বরে চিৎকার দিলাম, এই তো আমার জন্মভূমি, এই তো আমার সিলেট...।

লেখক নিউইয়র্ক প্রবাসী সাংবাদিক।

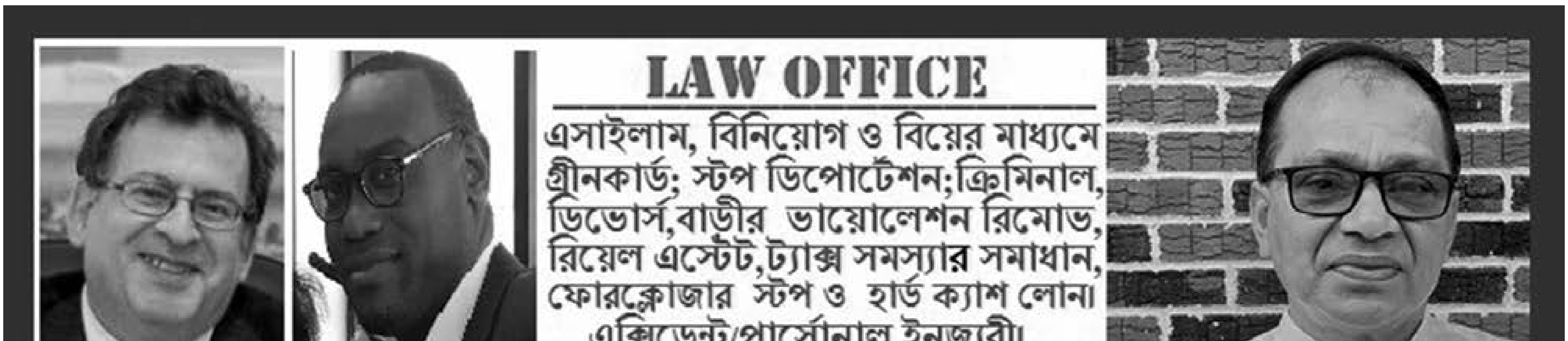

ডা. এটিএম ইউছুফ (স্বপন) এমডি

জ্যাকসন হাইটসে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ বাংলাদেশী অভিজ্ঞ ডাক্তার

স্থান পরিবর্তন

অফিসঃ ৩৭-২৯, ৭২ স্ট্রিট
১ম তলা, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক

- ডায়াবেটিক, উচ্চ রক্তচাপ, থাইরয়েড, এজমা, বাতের ব্যথা, চর্মরোগ, যৌন রোগসহ সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।
- ফিজিক্যাল এক্সাম, টিএলসি এক্সাম ও স্কুল-কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- সুলভে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, টিবি ও প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- সকল ধরণের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করা সহ বাংলাদেশী ভাইবোনদের যত্নসহকারে চিকিৎসা ও পরামর্শ দেয়া হয়।
- অনুগ্রহ করে আসার আগে ফোন করে আপনার এপয়েন্টমেন্ট ও সময় জেনে নিন।

ফোনঃ ৭১৮-৭৭৭-১১১২, ৭১৮-২০৫-৬৬৩৩

জান্নাত ফার্মেসি

(জ্যাকসন হাইটসে সম্পূর্ন বাংলাদেশী মালিকাধীন প্রতিষ্ঠান)

GRAND RE-OPENING SALES

আপনার সেবায় আমরা নিয়োজিত
Now We Accept EBT, FOOD STAMP & OTC CARD
Bill Pay & Flexiload
Sim Activation
বাংলাদেশের ফোনে ফ্লেক্সিলোড

72-03 35th Ave, (Corner of 72nd St.) Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-732-4288, 718-835-2041, Fax: 718-732-4287,
Email: jannatpharmacy@gmail.com

ঔষধ সেবনের নির্দেশনা বাংলায় দেই
Free Delivery!
10% SENIOR DISCOUNT
Halal Vitamin & Supplements
5¢ Copy & $1 Fax
Phone Cards & Flexiload
Huge 99¢ Sections
Open: Monday – Saturday
10:00 am to 8:00 pm

উডসাইডে আপনাদের পাশে
Bismillah Pharmacy
6409 Broadway woodside
NY 11377
Phone 718-685-2017

জামাইকার সাটফিন ব্লুবার্ডে বাংলাদেশীদের সেবায় নিয়োজিত

আস্-সালাম ফার্মেসি

(সাটফিন ব্লুবাড, এফ ট্রেনের
সাবওয়ে এবং তাজমহল
রেস্টুরেন্টের নিকটে)
১৪৭-২৬, হিলসাইড এভিনিউ,
জামাইকা, নিউইয়র্ক ১১৪৩৫

ফোন: ৭১৮-২৯১-০৭১৭

নিরাপত্তা ও বিশ্বস্ততার প্রতীক

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্ক
SONALI EXCHANGE CO. INC.

(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE BANKING DEPARTMENT OF THE STATE OF NEW YORK, NEW JERSEY, GEORGIA, MARYLAND & MICHIGAN

সোনালী এক্সচেঞ্জ প্রবাসে আপনার সবচেয়ে পুরনো ও বিশ্বস্ত বন্ধু

ঘরে বসে এখন Apps এর মাধ্যমে দেশে টাকা পাঠানো যাবে। এই জন্য আই ফোন এবং এনড্রয়েড ফোনে প্লে স্টোরে গিয়ে ডাউনলোড করতে হবে SECI Sonali Exchange এর Apps টি

- ✓ যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক প্রতিষ্ঠান
- ✓ সর্বোচ্চ বিনিময় হার ও সর্বনিম্ন ফি।
- ✓ সরকারী নিরাপত্তায় আপনার প্রেরিত অর্থ সম্পূর্ণ নিরাপদ ও আয়কর মুক্ত।
- ✓ বাংলাদেশের সর্বত্র ক্যাশ পিক-আপ।
- ✓ যে কোন ব্যাংক একাউন্টে টাকা পৌঁছে যায় অতি দ্রুত।
- ✓ ঘরে বা অফিসে বসেও অনলাইনের মাধ্যমে রেমিটেন্স করা যায়। লগ ইন করুন: www.sonaliexchange.com

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-505-8670	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

এ জীবন কেবলই ভালোবাসার

রোমেনা লেইস

‘হয়তো ফুটেনি ফুল রবীন্দ্রসঙ্গীতে যত আছে, হয়তো গাহেনি পাখি অন্তর উদাস করা সুরে বনের কুসুমগুলি ঘিরে। আকাশে মেলিয়া আঁখি তবুও ফুটেছে জবা,—দূরন্ত শিমুল গাছে গাছে, তার তলে ভালোবেসে বসে আছে বসন্ত পথিক।’ নির্মলেন্দু গুণের ‘বসন্ত বন্দনা’ কবিতার লাইনে আগুন রাঙা এ ফাগুন শুধু প্রকৃতিতেই ফুল ও উচ্ছ্বাসের রঙ ছড়ায় না, রঙ ছড়ায় প্রতিটি প্রাণে। প্রাণের টানে, আর প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে মন হয়ে ওঠে উত্তাল। শীতের বিবর্ণ ধুসরতা মুছে দিয়ে গাছে গাছে পাতা ছড়ায় ।ফুল ফোটে।

আমাদের রংপুরের আরকে রোডের বাসার জানালার পাশে ছিলো একটি শিমুল গাছ।শিমুল গাছটি কীভাবে যেন জানতো বসন্ত এসে গেছে। শুকনো ডালে হঠাৎই দেখতাম রঙের ছোঁয়া ।রক্তিম ফুল কলি দল মেলে নেচে উঠতো। বুলবুলি আর অন্য পাখিরা কিচির মিচির করতো।জানান দিতো বসন্তের উপস্থিতি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে মল চত্বরে রাধাচূড়া আর জারুলে রঙ লাগতেই আমরাও প্রস্তুতি নিতাম লালপাড় হলুদ শাড়ি পরে ফাগুনে রঙ লাগানোর।শীতের আড়ষ্টতা ভেঙে জেগে উঠে প্রকৃতি। দখিনা বাতাসে ভাসে পাখিদের গান। হৃদয়ের ব্যাকুলতা নিয়ে আসে বসন্ত।

এ বসন্ত শুধু শুধু উচ্ছ্বাসের রঙ ছড়ায় না, আমাদের ঐতিহাসিক রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে শহীদদের রক্ত রঙিন স্মৃতির কথাও মনে করিয়ে দেয়। ১৯৫২ সালের ৮ ফাল্গুন শিমুলরাঙা দিনের সঙ্গে তারুণ্যের সাহসী উচ্ছ্বাস আর

বাঁধভাঙা আবেগের জোয়ারও যেন মিলেমিশে একাকার হয়ে আছে। ‘পলাশ ফুটেছে শিমুল ফুটেছে এসেছে দারুন মাস’ বসন্ত নিয়ে যেন তরুণদের উচ্ছ্বাসের শেষ নেই।কোকিলের কুহুতান, দখিনা হাওয়া, ঝরা পাতার শুকনো নুপুরের নিক্কন, প্রকৃতির মিলন সবই এ বসন্তেই। বসন্ত মানেই পূর্ণতা। বসন্ত মানেই নতুন প্রাণের কলরব।শান-বাঁধানো ফুটপাতে, পাথরে পা ডুবিয়ে এক কাঠখোট্টা গাছ উঁকি দেয়।কচি কচি পাতায় পাঁজর ফাটিয়ে বের হয় হলদে টিউলিপ। ‘ফুল ফুটুক না ফুটুক, আজ বসন্ত।’

সত্যিই আজ পয়লা ফাগুন। ঋতুরাজ বসন্তের প্রথম দিন। শীতের রিক্ততা ভুলিয়ে আবহমান বাংলার প্রকৃতিতে আজ ফাগুনের ছোঁয়া, আগুনরাঙা বসন্তের সুর। বসন্তের প্রথম সকালে বাসন্তি রঙা শাড়ি, কপালে টিপ, হাতে চুড়ি, খোঁপায় ফুল জড়িয়ে বেরিয়ে পড়বে তরুণীরা।বধূরা।পাঞ্জাবি, ফতুয়া পরা হাজারো ছেলে-বুড়োর ঢল নামবে বসন্ত বরণের নানা আয়োজনে। আগে বইমেলা বাংলা একাডেমি চত্বর ছিলো সবার গন্তব্য।এখন বসন্তের আগমনে ফাগুনের ঝিরিঝিরি হাওয়া, রক্তিম পলাশ, শিমুল, কাঞ্চন আর গাঁদা ফুলের বর্ণিল রূপে চোখ জুড়াবে।ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় , টিএসসি, রমনা পার্ক, বলধা গার্ডেন, সোহরাওয়ার্দী উদ্যান, ধানমন্ডি লেক, বনানী লেক, হেয়ার রোড, চারুকলার পেছনের সবুজ প্রাঙ্গণ ফুলে ফুলে বর্ণিল, উচ্ছল-উজ্জ্বল হয়ে উঠে ফাল্গুন এলে বাসন্তি হাওয়ায়।

বসন্ত যেন তারুণ্যেরই ঋতু,তাই সবারই মনে বেজে ওঠে, কবির এ বাণী - ‘বসন্ত ছুঁয়েছে আমাকে। ঘুমন্ত মন তাই জেগেছে, পয়লা ফাল্গুন আনন্দের দিনে’। ২৬ বছর আগে বঙ্গাব্দ ১৪০১ সাল থেকে প্রথম ‘বসন্ত উৎসব’ উদযাপন করার রীতি চালু হয়। আর আমরা যারা দেশ ছেড়ে দূরে থাকি আমাদের মন ভরা দেশের কতো শত স্মৃতি । ‘সতত হে নদ তুমি পড়ো মোর মনে’র মতো সব মনে পড়ে।আমরা লালন করি বুকের ভেতর দেশজ কৃষ্টি, ঐতিহ্য ।দেশে যেদিন চলতি নদীর পারে জয়নাল আবেদীন সাহেবের শিমুল বাগানে ফুল ফোটে তখন আমাদের মনেও শিমুলের কলি অনুরণন তোলে।নিউইয়র্কের নানা প্রাণ্তে বসবাসরত বাঙালীরা বাংলা ক্যালেন্ডার অনুযায়ী আয়োজন করে বসন্ত উৎসবের।

যদিও উত্তর আমেরিকায় ক্যালেন্ডারে বসন্ত আসে আরো পরে। মনের বসন্ত দেশের সময় অনুযায়ী পালন করাতে দোষ নেই। সংস্কৃতি আমাদের শক্তি। বাঙালীরা সব সময় সংস্কৃতিমনস্ক। এই সংস্কৃতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বাঙালী জাতি ভাষা আন্দোলন, স্বাধীনতা আন্দোলনসহ অন্যান্য সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছে। এক এপ্রিল মাসে জন এফ কেনেডি বিমান বন্দরে প্রথম যখন প্লেন একটু একটু করে নামতে শুরু করলো বুঝতে পারলাম সব পাতাহীন গাছ আর কংক্রিটের রাস্তা আর বাড়ি ঘর। পুরো শহরটাই কেমন ধুসর নিঃসঙ্গ। আর সেখানে নিস্তব্ধতা বিরাজ করছিলো। তখন এর নাম দিয়েছিলাম ‘ছাইরঙা শহর’। সুদূর বাংলাদেশের বসন্ত সমীরন হাজার হাজার মাইল পেরিয়ে দোলা দিয়ে যায় প্রবাসীদের মনে-প্রাণে। এমন দিনে তারা প্রাণ খুলে গেয়ে উঠে- “বসন্ত বাতাসে সইগো বসন্ত বাতাসে......”।

দীর্ঘ শীতকালীন তুষারাবৃত সময়ে মানুষ অস্থির হয়ে ওঠে। প্রকৃতি যে মানুষের মনে প্রভাব ফেলে সে তো আর নতুন নয়। এখানেও তা-ই দেখলাম। প্রকৃতির প্রভাবে মানুষের মেজাজ ফুরফুরে, মুখে হাসি, আর চলায়-বলায় খুশির ছন্দ। নারী-পুরুষের পোশাকেও দেখলাম বসন্ত ভর করেছে। ভালোবাসা দিবস ও বসন্তের রঙে রংগীন হয়ে উঠেছিল এখানকার বাংলাদেশীদের মনপ্রাণ।বাইরে যতই শীত থাকুক না কেন, অন্দরে ততোটাই শীতকে বশ মানিয়েছে উত্তর আমেরিকাবাসি বাংলাদেশীরা ।সারাদিনের কর্মব্যস্ততা সেরে নিজেকে স্ট্রেস ফ্রি রাখতে ছুটে যাবে কমিউনিটির যেকোনো প্রোগ্রামে।বসন্ত এখানে আসে মনে।সাদা বরফে আবৃত লনের এককোণে হঠাৎই মাথা তুলে জেগে ওঠা টিউলিপ এর রঙ যেমন আলো ছড়ায়, মন বলে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কথায় ‘ফুল ফুটুক না ফুটুক, আজ বসন্ত।

এ জীবন কেবলই ভালবাসার’ -এই শ্লোগান নিয়ে জুইশ সেন্টারে আমরাও সারাদিনের কাজ সেরে, ট্রাফিক ঠেলে পৌঁছে যাই।পালন করি ১৪ ই ফেব্রুয়ারি ভালবাসা দিবস।যদিও তখন নিউইয়র্কের তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নীচে।তাতে কী? ওভার কোটের নীচে লাল কিংবা বাসন্তী রঙ শাড়ি, কাচের চুড়ি পরে হাজির হই।এর নাম দেশপ্রীতি।এখন করোনার কারণে জন সমাবেশে নিষেধাজ্ঞার কারনে কিছুটা কমেছে কমিউনিটির অনুষ্ঠান ।অদূর ভবিষ্যতে করোনা মুক্ত পৃথিবীতে আমরা আবার বসন্ত বরণ করবো। ভালবাসা দিবস পালণ করবো।হৃদয়ে হৃদয় ঢেলে গেয়ে উঠবো ‘আহা আজি এ বসন্তে কতো ফুল ফোটে কতো পাখি গায়।’

প্রথম আলো
Prothom Alo North America

ভালোবাসা এমনই এক শব্দ যা বর্ণনাতীত বা যুক্তিহীন, যা কেবল অনুভব করা যায়। ভালোবাসা এমন এক মাধ্যম, যাতে জীবনের গতিপথ হারানোর ভয় থাকেনা। তাই তো কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, ‘আমি তোমাকে অসংখ্যভাবে ভালবেসেছি, অসংখ্যবার ভালবেসেছি, এক জীবনের পর অন্য জীবনেও ভালবেসেছি, বছরের পর বছর, সর্বদা, সবসময়..!’ ভালোবেসে সুনীল বাবু হয়ে গেলেন প্রেমিকার রাতের প্রহরী। ইভা গোয়েলকে ভালোবেসে পাবলো পিকাসো চিত্রাঙ্কন করেছিলেন ‘ওম্যান উইথ এ্য গিটার।’ ভালোবাসা নিয়ে বহু মতবিরোধ রয়েছে। কারো মতে ভালোবাসা শুধুই একটি বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা। কারো কাছে এটি বিষাদ। তাই তো তিক্ত ভালোবাসার প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশে ইমারসনও বলেছেন, ভালবাসা আচ্ছাদন নয় বরং চোখের জল। যে যেভাবেই ভালোবাসাকে সংজ্ঞায়িত করুক না কেন, এর দৃশ্যমান অস্তিত্ব থাকুক বা না থাকুক, ভালোবাসার উপস্থিতি ঠিকই রয়েছে। আমরা সেটা অনুভূতির মাধ্যমে অনুভব করি। ১৪ই ফেব্রুয়ারি ভালোবাসা দিবস। বর্তমানে বিশ্বজুড়ে এই দিনটি আনন্দের সাথে পালিত হয়। তাই, এবার আমাদের লেখক, কবিরাও ভালোবাসা বিনিময়ে নিজ নিজ অনুভূতি নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন উত্তরের সাহিত্য পাতায়। সবাইকে ভালোবাসা দিবসের শুভেচ্ছা— **এইচ বি রিতা**

ভেসে যাচ্ছে ডুবে যাচ্ছে দাহকাল

অপরাহ্ন সুসমিতো

তোমার হাসির মতো জামদানি রঙ, টুকটুক কাঞ্জিভরম
বেদনা ঢেকে ফেলা শুভ্র অবরোধ
কানে কানে ডাকি: গল্পগুলো গল্পগুলো।
তুমি হেঁটে যাচ্ছো, তুমি গুনগুন সেতার হচ্ছো
তোমার কানের কাছে অনাদি টাঙ্গাইল পোড়ামাটি
হেসে ফেললে তুমি বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো সুন্দর রাঙ্গামাটি
সমস্ত ঢঙ তোমার ধ্রুপদী, আহ শোনো পরিপাটি পরিপাটি।
তুমি গল্পগুলোর প্রেমিকা, তুমি কাপ্তাই দূর দূর সবুজ প্রচ্ছদ
প্রণয় মন্থরে অন্তরে আমি সাজাই তোমাকে চিলছায়া রোদ।
কাল তো হেঁটেছিলে আজ হাঁটোনি আজ নাশপাতি খেয়ো
গলাব্যথা? তিন গ্লাস গল্প ইমেইল করে আমাকে সনাতন পাঠিয়ো।
আজ আকাশ নেমে থাকুক বাড়ির চাতালে
আকাশকে ডেকে দিব?
কথা শুনুক আজ আমাদের পৃথিবী।
সেই টংঘর পকেটে মেঘ তোমার লাজ লাল টিপু টিপু টিপ
সেই রাঙা আলো দুজনের সকাল ফেরী
এত আলো মাখো তুমি
এত ভালো তুমি
তুমি বসে থাকো নথ পরে,
কী আচানক আশ্চর্য সুকুমার খনি টুনটুন মাখন
তুমি জামদানি ও গল্পগুলো তুমি সে প্রমিত আসন ।

শহরের গল্প এবং আমি

দর্পণ কবীর

একপশলা আলোর কাছে এক সমুদ্র
অন্ধকারের গুরুত্ব নেই। তোমার সামনে যেমন
আমার অস্তিত্ব পদপিষ্ট ফুলের মত!
কোন কোন শহরের সমতল ভূমির গৌরব নেই,
কোন কোন নদীর যেমন তলদেশ ভরাট হয়ে
গেলেও মানুষের বিচলিত হবার প্রতিক্রিয়া
থাকেনা। ঐসব শহর বা নদী তোমাদের অবজ্ঞাকে
ভালোবেসে যায়, কি জানি কেন! আমিও
মুখ বুজে অবনত হয়ে থাকার মন্ত্রণা
পাই। সব শহর, সব নদীর গল্প এক নয়! এমন
শহর আছে পাহাড়ের মত আকাশ ছোঁয়ার
গল্প হতে চায়, সমতলেও মানুষের গানে মুখর
থাকে। এমন একটি শহরে তোমার সঙ্গে
দেখা হয়ে গেলে আমি সেদিন অন্ধকারের
পেখম ছেড়ে এক পশলা আলো হবো।

চুপচাপ বিকাল

রজত

দুল পরোনি? এই নাও, সোনালু ফুল ঝুমকো লতা;
কী বললে? আবার আড়ি? থাকবো চুপ? বন্ধ কথা?
তা হবে না।
কথাগুলো সব মেঘ হয়েছে; বৃষ্টি হয়ে পড়বে ঝরে-
ভিজতে হবে।
কেমন করে বাঁচবে তুমি উঠোন ছেড়ে দূরে সরে?

তোমার দুয়ার তোমার উঠোন তোমার বাড়ির সবগুলো ঘর-
সবাই আমার নিকটতম; বন্ধু মোরা সব পরস্পর।
কী বললে, ভুল বলছি?
ফুলের মালা ফিরিয়ে দেবে?

যে জানালায় দাঁড়িয়ে আছো সে জানালাই সাক্ষি দেবে
কবি’র প্রেম মিথ্যা হয় না; সে সমুদ্র আঁকতে জানে!
এই নাও তবে সমুদ্র ঢেউ
ঝুমকো করো তোমার কানে।

তবুও হৃদয়

সুতপা দত্ত দাশগুপ্ত

পাইনের ছায়া মাখা পথ বেয়ে
কে যেন সকাল সকাল হাঁটতে বেরোয়
মেঘ রোদ লুটোপুটি সরল রাস্তায়
দীর্ঘ বিরতির পর অনম্র উচ্ছ্বাস
খাদের কিনার ঘেঁষে সবুজ কোনাচে পাতায়
ইতিউতি কুয়াশা বাষ্প...
কতটা মনখারাপির আঁচড় থেকে যায় বুঝিনি কখনো
জানি শুধু জলন্ত উচ্ছাস
নিভে আসে সময়ের ডানার আড়ালে
সেই সব ছিটেফোঁটা বৃষ্টি দুপুর
কতটা উষ্ণ হয়ে আছে অ্যালবামে,ভাবিনি কখনো
আগ্নেয়শিলার গায়ে জীবন রেখে গেছে
অপ্রাকৃত গল্প কবিতা গান
নিঝুম পথের ধারে পাইনপাতারা
তোমার আসার কথা পড়ে মাঝেমাঝে
জোনাকি শহরে কুয়াশায় উড়ে যায় সিল্কের রুমাল
অর্বাচীন স্বপ্নের ভেতর বসে থাকা
নাছোড় ইচ্ছেরা আবারও হাত বাড়ায়
ভালোবাসি?
কি জানি ... ওভাবে কি বলা যায়

ভালোবাসা দিবসের রেসিপি

১৪ ফেব্রুয়ারি, বিশ্ব ভালোবাসা দিবস। ভালোবাসার জন্য একটি দিন কখনোই যথেষ্ট নয়। তবে আপনি আপনার প্রিয় মানুষকে কতটা ভালোবাসেন, তা যদি এই বিশেষ দিনে একটু অন্যভাবে প্রকাশ করতে পারেন, তাহলে হয়তো মন্দ হয় না। এ ক্ষেত্রে নিজের হাতে কিছু তৈরি করে প্রিয় মানুষকে চমকে দিতে পারেন। এবারের ভালোবাসা দিবস উদযাপন হোক আপনার তৈরি কিছু ডেজারট আইটেম দিয়েই। আমি ছন্দা খান হাজির তিনটি মজাদার ডেজারট রেসিপি নিয়ে। আশা করছি সবার ভালো লাগবে।

নো বেক মিনি চিজ কেক

উপকরণ: ডাইজেস্টিভ বিস্কুট ১০টা, বাটার ৫ টেবিল চামচ, চিনি ১ টেবিল চামচ, ক্রিম চিজ ২ কাপ (রুম টেম্পারেচার), কনডেন্সড মিল্ক ১ কাপ, লেবুর রস ৩ চা চামচ, ১ চা চামচ ভ্যানিলা এক্সট্রাকট, লেমন জেসট ১/৪ চা চামচ, ডেকোরেশনের জন্য পছন্দ মতো ফল।

প্রণালী: প্রথমে ডাইজেস্টিভ বিস্কুট গুঁড়া করে নিয়ে বাটার এবং চিনি দিয়ে ভালো করে মাখাতে হবে। এখন কাপ কেক প্যানে লাইনার বসিয়ে এতে এক টেবিল চামচ বিস্কুটের গুঁড়া সমান করে চেপে চেপে বিছিয়ে নিয়ে ১০ মিনিট ফ্রিজারে রেখে সেট করতে দিতে হবে। এবার একটি বাটিতে রুম টেম্পারেচারে রাখা ক্রিম চিজ একদম ক্রিমি টাইপ হওয়া পর্যন্ত বিটার দিয়ে বিট করতে হবে। এরপর একে একে কনডেন্সড মিল্ক, লেবুর রস, ভ্যানিলা এক্সট্রাকট, লেমন জেসট ক্রিম চিজের সাথে ভালো করে মিশিয়ে একটি চামচ দিয়ে এই মিশ্রণ কাপ কেক প্যানে ঢালতে হবে। এবার কাপ কেক প্যানটি ফ্রিজে রেখে দিন সারারাত অথবা ৭ থেকে ৮ ঘণ্টা। তারপর সারভিং ডিশে নিয়ে ইচ্ছামতো ফল দিয়ে সাজিয়ে পরিবেশন করুন মজাদার নো বেক মিনি চিজ কেক।

জেলো কাস্টার্ড পুডিং

উপকরণ: জেলো পাউডার ১ প্যাকেট, কাস্টারড পাউডার ৪ টেবিল চামচ, দুধ ৩ কাপ, পাউডার দুধ ১ টেবিল চামচ, চিনি ১/২ কাপ, ডেকোরেশনের জন্য ফল পছন্দ মতো।

প্রণালী: প্যাকেটের নিয়মে জেলো তৈরি করে হাল্কা ঠাণ্ডা হলে ছোট ছোট কাপে জেলো বসতে দিতে হবে। এবার একটি পাত্রে ২ কাপ দুধের মধ্যে পাউডার দুধ, চিনি মিশিয়ে বলক আনতে হবে। বলক চলে আসলে তার মধ্যে নরমাল টেম্পারেচারে রাখা ১ কাপ দুধে কাস্টার্ড পাউডার মিশিয়ে তা পাত্রে ঢেলে দিয়ে অনবরত নাড়তে হবে। দুধ ঘন হয়ে আসলে চুলা থেকে নামিয়ে সম্পূর্ণ ঠাণ্ডা করে জেলোর কাপে অল্প অল্প করে ঢেলে নিজেদের পছন্দমতো ফল দিয়ে ডেকোরেশন করে পরিবেশন করুন মজাদার জেলো কাস্টার্ড পুডিং।

কিসেস চকলেট কুকিজ

উপকরণ: আনসলটেড বাটার হাফ কাপ, চিনি ১ কাপ, ডিমের কুসুম ১টি, দুধ ৩ ১/২ টেবিল চামচ, ১ ১/২ চা চামচ ভ্যানিলা এক্সট্রাকট, অল পারপাজ ময়দা ১কাপ + ১ টেবিল চামচ, কোকো পাউডার হাফ কাপ, লবণ ১ চিমটি, ডেকোরেশনের জন্য পছন্দ মতো স্পিরিংকেল এবং হারসে কিসেস।

প্রণালী: একটি বাটিতে রুম টেম্পারেচারে রাখা বাটার এবং চিনি একদম ক্রিমি টাইপ হওয়া পর্যন্ত বিটার দিয়ে বিট করতে হবে। এরপর একে একে ডিমের কুসুম, দুধ, ভ্যানিলা এক্সট্রাকট দিয়ে ভালো করে বিট করতে হবে। এবার অন্য একটি বাটিতে অল পারপাজ ময়দা, কোকো পাউডার, লবণ মিক্স করে, বাটারের মিশ্রণে অল্প অল্প করে মিশিয়ে একটা ডো বানাতে হবে। এখন ডোটিকে ছোট ছোট ১৫-২০টি বলের মতো বানিয়ে হাত দিয়ে চেপে বেকিং সিটের ওপর রাখতে হবে। ওভেনকে ৩৫০ ডিগ্রি ফারেনহাইটে প্রিহিট করে বেকিং ট্রেতে রাখা কুকিজগুলো ১০ মিনিট বেক হতে দিতে হবে। ১০ মিনিট পর ট্রেটি বের করে কুকিজগুলো ঠাণ্ডা করে উপরে স্পিরিংকেল ছিটিয়ে এবং মাঝখানে হারসে কিসেস দিয়ে পরিবেশন করুন মজাদার কিছেছ চকলেট কুকিজ।

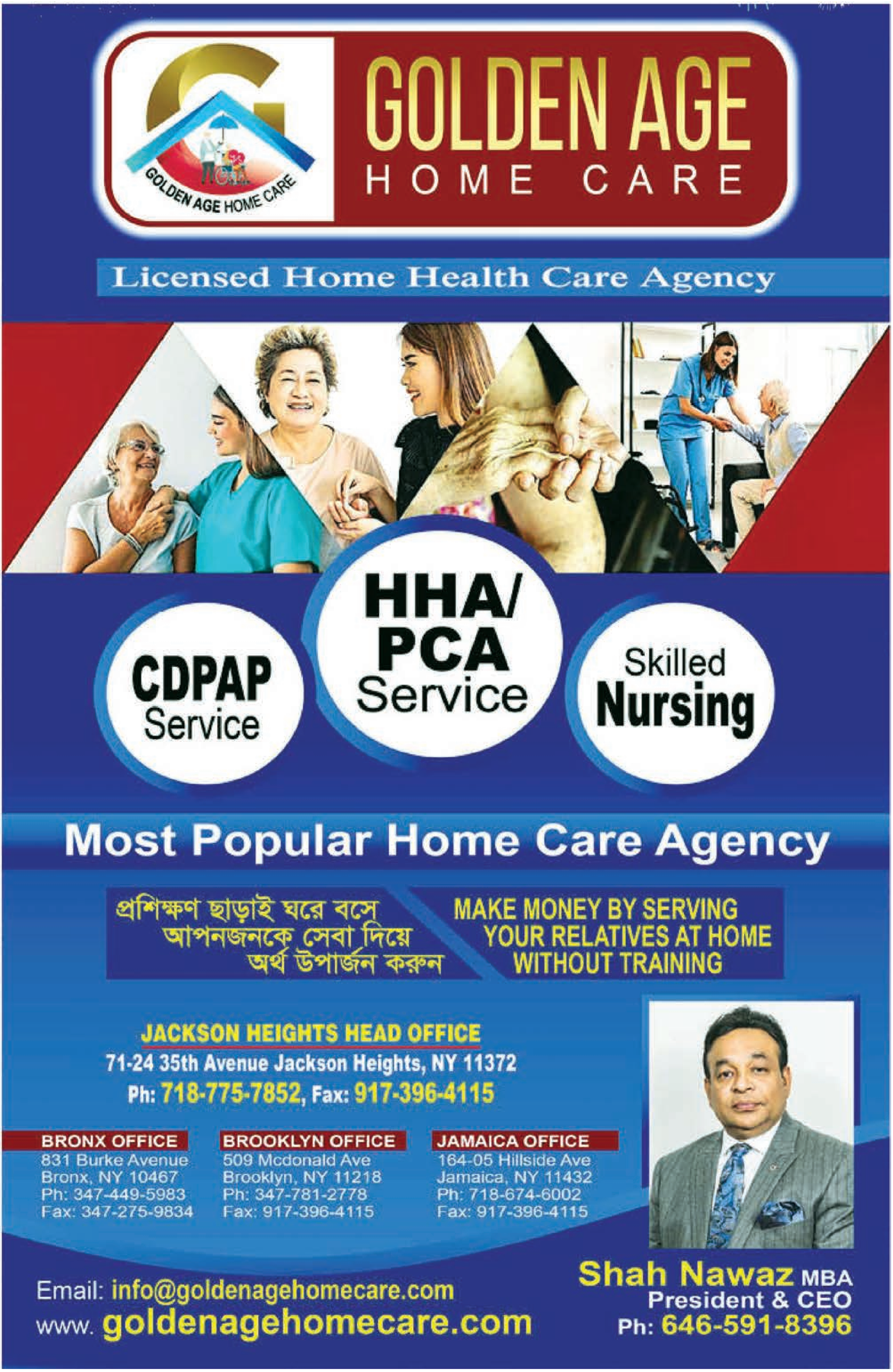
GOLDEN AGE HOME CARE
GOLDEN AGE
HOME CARE
Licensed Home Health Care Agency
CDPAP Service
HHA/ PCA Service
Skilled Nursing
Most Popular Home Care Agency
প্রশিক্ষণ ছাড়াই ঘরে বসে আপনজনকে সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন
MAKE MONEY BY SERVING YOUR RELATIVES AT HOME WITHOUT TRAINING
JACKSON HEIGHTS HEAD OFFICE
71-24 35th Avenue Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115
BRONX OFFICE
831 Burke Avenue
Bronx, NY 10467
Ph: 347-449-5983
Fax: 347-275-9834
BROOKLYN OFFICE
509 Mcdonald Ave
Brooklyn, NY 11218
Ph: 347-781-2778
Fax: 917-396-4115
JAMAICA OFFICE
164-05 Hillside Ave
Jamaica, NY 11432
Ph: 718-674-6002
Fax: 917-396-4115
Email: info@goldenagehomecare.com
www. goldenagehomecare.com
Shah Nawaz MBA
President & CEO
Ph: 646-591-8396

MHC

Marks Home Care

মার্কস্ হোম কেয়ার

আমরা নুতন গ্রাহক
এবং
এজেন্সী ট্রান্সফার
সাদরে গ্রহণ করছি।

We Welcome Agency Transfers and New Clients.

- ✔ প্রশিক্ষণ এবং সার্টিফিকেট ছাড়াই উপার্জনের সুযোগ।
- ✔ প্রিয়জনের সান্নিধ্যে সর্বোচ্চ স্বাস্থ্যসেবা
- ✔ আকর্ষণীয় সাপ্তাহিক আয়ের নিশ্চয়তা

FOLLOW US ON
@markshomecareofficial @markshomecareofficial
FOR LATEST EVENTS, PRIZES AND GIVEAWAYS

বিস্তারিত জানতে কল করুন
718-697-7707
E-mail : info@markshhc.com | www.markshhc.com

Bronx

1232 Virginia Ave
Bronx, NY 10472

1514 Castle Hill Ave
Bronx, NY 10462

Brooklyn

413 Bay Ridge Ave
Brooklyn, NY 11220

219 Church Ave
Brooklyn, NY 11218

1122 Coney Island Ave
Suite 220 (2nd fl.)
Brooklyn, NY 11230

1208 Liberty Ave
Brooklyn, NY 11208

Queens

40-04 Junction Blvd
Corona, NY 11368

37-20 74th Street
Jackson Heights
NY 11372

148-37 Hillside Ave
Jamaica, NY 11435

Hicksville

217 Bethpage road
Hicksville
NY 11801

Buffalo

1049 Broadway St.
Suite # 4
Buffalo, NY 14212

প্রথম আলো

Prothom Alo North America

10 February 2022, Thursday, 5th Year, Issue 256, 40 Pages

১০ ফেব্রুয়ারি ২০২২, ২৭ মাঘ ১৪২৮, ৯ রজব ১৪৪৩, বৃহস্পতিবার

ইসলাম

‘অবৈধ স্থানে মসজিদ নির্মাণ হারাম’

অধ্যক্ষ সিরাজ ওয়াজিদ

মসজিদ স্থাপন, মসজিদ নির্মাণ অতি উত্তম কাজ। অতি সোয়াবের কাজ। মুসলমানদের জন্য এর চেয়ে উত্তম কাজ আর কোনো কিছু হতে পারে না। আল্লাহর রাসুল (সঃ) বলেছেন, “যে দুনিয়াতে একটি মসজিদ তৈরি করবে, আল্লাহ রাব্বুল আল আমিন বেহেশতে তার জন্য একটি বাড়ি তৈরি করে দেবেন।” তবে মসজিদ করতে হবে খালিস নিয়তে। মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে যদি কেউ লোক দেখানোর জন্য বা নিজের অহংবোধ চরিতার্থের লক্ষ্যে মসজিদ নির্মাণ করে, তাহলে তা হবে গুনাহের কাজ।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেছেন, “মসজিদের জায়গা হতে হবে পূতপবিত্র।” কোনো বিতর্কিত জায়গা বা সরকারের অনুমতি ব্যতীত কোনো সরকারি স্থানে মসজিদ নির্মাণ নাজয়েজ। এমনকি গুনাহের কাজ বলে গন ্য হবে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আমরা দেখি অনেকে নিজ স্বার্থ চরিতার্থের জন্য বিতর্কিত স্থানে মসজিদ নির্মাণ করে থাকেন। আবার অনেকে নিজের শান-শ ওকত প্রকাশের জন্য বিলাসী মসজিদ তৈরি করে থাকেন। এসব হাদীস পরিপন্থি। নাজায়েয।

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ৫

হজরত শাহ্‌জালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। ছবি: সংগৃহীত

সেবার নামে শাহাজালাল বিমানবন্দরে যা ঘটছে

ঢাকা

বিশেষ প্রতিনিধি

বাংলাদেশে বিমানযাত্রীরা কার্যকর সেবা থেকে বঞ্চিত। আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে দেয়া সেবার নামে চলছে অনাচার। বছরে প্রায় ৫০ লাখ যাত্রীকে বছরের পর বছর ভুতুড়ে সেবা দিয়ে আসছে হজরত শাহ্‌জালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। ফ্রি-ইন্টারনেট ও ফ্রি টেলিফোন সেবার নামে এ ধরনের ভুতুড়ে আয়োজন করে রেখেছে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ। প্রবাসীদের সুবিধার জন্য এ দু’টি সেবা ফ্রি করা হয়েছে বলে প্রচার করা হয়। তবে প্রবাসীরা ওই দুই ফ্রি সেবা পান না বললেই চলে।

শাহাজালাল বিমানবন্দরে ‘আমরা’ ও ‘উই’- এর মাধ্যমে ফ্রি ইন্টারনেট সেবার আয়োজন করে রেখেছে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ। কিন্তু প্রবাসীরা যখন বিমানবন্দরে পা রাখেন তখন তাঁরা আগেই ফ্রি ইন্টারনেট সেবা পাওয়ার চেষ্টা করেন। পরিবহন সেবা নিতে ও বিমানবন্দরে আসা আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে তাঁরা ওই সুবিধা পেতে চান। কিন্তু শত চেষ্টা করেও তাঁদের পক্ষে ওই সেবা নেয়া সম্ভব হয় না।

ঢাকার একটি পত্রিকার এক রিপোর্টে বলা হয়েছে, ফ্রি ইন্টারনেট সেবা পেতে

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ৩

যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা সহায়তা পেতে সম্মতি দিতে হবে

বিশেষ প্রতিনিধি

যুক্তরাষ্ট্রের লেহি আইনের আওতায় নিরাপত্তা বাহিনীর জন্য অনুদান অব্যাহত রাখতে হলে বাংলাদেশকেও সম্মতি জানাতে হবে। যুক্তরাষ্ট্রের আইনিপ্রক্রিয়া অনুসরণ করে মার্কিন কংগ্রেস আইনটিতে সংশোধনী এনেছে। ফলে সহযোগিতার তালিকায় থাকা কোনো দেশের সংশোধিত আইনের বিষয়ে নিজেদের মতামত যুক্ত করার কোনো সুযোগ নেই। ওই আইনের আওতায় যেসব রাষ্ট্র এবং সংস্থা অনুদান পাবে তার বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনের কোনো অভিযোগ থাকতে পারবে না।

কোনো কোনো সংস্থার উন্নয়নে মার্কিন সামরিক অনুদান ব্যবহার করবে রাষ্ট্রগুলো তা আগাম তালিকা দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রকে জানাতে হবে। নতুন সংশোধনী অনুযায়ী সহায়তাগ্রহণকারী দেশকে বিষয়টি মেনে চলতে লিখিত চুক্তি করতে হবে। লিখিত চুক্তি করার আগে কোনো নিরাপত্তা বাহিনী কিংবা বাহিনীগুলোকে আর্থিক সহায়তার জন্য মনোনীত করা হবে না। নতুন এই সংশোধনী ২০২২ সালের ১ জানুয়ারি বিশ্বের সব দেশের জন্য কার্যকর হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্র গত বছরের ১৫ ডিসেম্বরের মধ্যে সংশোধিত আইন অনুযায়ী চুক্তির জন্য বাংলাদেশকে সময় বেঁধে দিয়েছিল। পরে বাংলাদেশের অনুরোধে ওই সময়সীমা ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাড়ানো হয়। এ বছরের ১ জানুয়ারি থেকে এই আইন কার্যকর হলেও বাংলাদেশ এখন পর্যন্ত

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ৫

তাসনুভা আনান

নিউইয়র্ক ফ্যাশন উইকে ট্রান্সজেন্ডার তাসনুভা

এইচ বি রিতা

বাংলাদেশের প্রথম ট্রান্সজেন্ডার নিউজ প্রেজেন্টার তাসনুভা আনান শিশিকে এবার দেখা যাবে নিউইয়র্ক ফ্যাশন উইকের মঞ্চে। ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠেয় মর্যাদাপূর্ণ নিউ ইয়র্ক ফ্যাশন উইকে বাংলাদেশের প্রথম ট্রান্সজেন্ডার নারী হিসেবে অংশ নেবেন তিনি। প্রতিবছর দু’বার (ফেব্রুয়ারি ও সেপ্টেম্বর মাসে) নিউইয়র্কের ম্যানহাটনে বসে আন্তর্জাতিক এই আসর।

তাসনুভা বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করছেন। কীভাবে নিউইয়র্ক ফ্যাশন উইকে ডাক পেলেন, জানাতে চাইলে তিনি বলেন, উত্তর আমেরিকায় সেরা বাংলাদেশি নিউজ প্রেজেন্টার হিসেবে পুরস্কার নিতে এসে আমি এই অর্গানাইজারদের সাথে পরিচিত হই। যেহেতু আমার এখানে এখনও ওয়ার্ক-পারমিট নেই, তাই এখানে একমাত্র গেস্ট অ্যাপিয়ারেন্স হিসেবে অংশ নিতে পারব। ফলে এভাবেই আলাপ এগোয়। অনুভূতির কথা জানতে চাইলে তাসনুভা বলেন, ‘যারা সবসময় আমাদের পেছনে ঠেলে দিতে চেয়েছেন তাদের ঠেকিয়ে দিতেই আরও সামনে আসার তাগিদ অনুভব করেছি। বাংলাদেশের প্রথম ট্রান্সজেন্ডার নিউজ প্রেজেন্টার হয়েছি। আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি মর্যাদাপূর্ণ নিউইয়র্ক ফ্যাশন উইকে বাংলাদেশের প্রথম ট্রান্সজেন্ডার নারী হিসেবে অংশ নেব।’

এর মধ্য দিয়েই আগামীতে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে কাজের পরিধি বাড়বে, প্রসঙ্গটি তুললে তাসনুভা বলেন, ‘কাজের সুযোগ আসলে সেগুলো করার চেষ্টা করব। কিন্তু এখনও ঠিক তেমন পরিকল্পনা করছি না।’

বাংলাদেশের ট্রান্সজেন্ডার নারী হিসেবে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে পদচারণা সামনে আরও বাড়বে এবং তার কমিউনিটির জন্য প্রতিনিধিত্বশীল হয়ে ওঠার প্রস্তুতি নিচ্ছেন তাসনুভা।

বিক্ষোভ কানাডার উইন্ডসর শহরের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগানের ডেট্রয়েটের সংযোগ স্থাপন করেছে অ্যাম্বাসেডর সেতুটি। ৭ ফেব্রুয়ারি ট্রাকচালকদের বিক্ষোভের কারণে এই সেতুসংলগ্ন সীমান্ত ক্রসিং বন্ধ হয়ে পড়ে। ছবি: সংগৃহীত

ট্যাক্স রিটার্ন বিষয়ক জরুরি তথ্য

সৈয়দ আফতাব আহমেদ

আফতাব আহমেদ

ডব্লিউ-২ ভালো নাকি ১০৯৯ ভালো? অনেকেই এ প্রশ্ন করে থাকেন। আপনি যদি ট্যাক্স রিটার্ন ফাইল করার জন্য ফর্ম ১০৯৯ পেয়ে থাকেন, তবে আপনার ট্যাক্স রিটার্নের জন্য ব্যবহৃত ফর্ম ১০৪০’তে দেখবেন দুই রকম ট্যাক্স হিসেব করা হচ্ছে।

প্রথমে আপনার অ্যাডজাস্টেড গ্রস ইনকাম থেকে ফাইলিং স্ট্যাটাস অনুযায়ী ডিডাকশনের অর্থ বাদ দিয়ে নির্ধারিত হওয়া ট্যাক্সেবল ইনকামের ওপর ফাইলিং স্ট্যাটাস ও ইনকাম লেভেল অনুযায়ী ১০% থেকে ৩৫% হারে ইনকাম ট্যাক্স হিসেব করে লাইন ১৬’তে লেখা হচ্ছে। পরে আবার লাইন ২৩’এ সেলফ এমপ্লয়মেন্ট ট্যাক্স লেখা হচ্ছে। শিডিউল সি’তে লাইন ৩১’এ যে নেট প্রফিট দেখানো হয়েছে তার ৯২.৩৫% হিসেব করে সেই প্রফিটের ওপর ১৫.৩% হারে এই

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ১

HILLSIDE TAX & MULTISERVICES INC.
Income Tax • Sales Tax • Corporate Tax • Partnership Tax • Business setup • Payroll (W2, 1099) • All imigratoin Services • Accounting & Bookkeeping
MD SHORIFUL ISLAM
President & CEO
165-19 HILLSIDE AVE, 2ND FL, JAMAICA NY 11432
Tel: 347-254-9924, Email: Hillsidetax21@gmail.com

ZAKIR CPA, PLLC
Certified Public Accountants
Accurate, Fast & Reliable Services
929-207-1516
1506 Castle Hill Ave, 2nd Floor, Bronx, NY-10462
Zakir Choudhury, CPA
Founder & CEO
www.zakircpa.com info@zakircpa.com

ম্যারিল্যান্ডে বাড়ি ক্রয় বিক্রয়ে সহযোগিতার জন্য কল করুন
"REALTOR, YOU CAN DEPEND ON"
RE/MAX
Hashan Chowdhury
Realtor
Mobile: 301-675-1822
Office: 301-916-1400
Fax: 301-916-0282
Realtorchowdhury@gmail.com
12810 Wisterica Dr, #300
Germantown, MD 20874

IATA Accredited Agent
OPEN 7 DAYS
Best service is our Goal
Hajj & Umrah
RAHMANIA TRAVEL SERVICES
TICKETS: DOMESTIC & INTERNATIONAL
718-205-3270, 646-322-1654
WINTER SALE !!
37-15,73rd Street, Bangladesh Plaza, Suite # 203, Jackson Heights, NY 11372

কর্ণফুলী ট্যাক্স
KARNAFULLY TAX SERVICES INC.
www.karnafullytax.com
ইনকাম ট্যাক্স | কর্পোরেট ট্যাক্স | সেলস ট্যাক্স | পেরোল | বিজনেস সেটআপ | ইমিগ্রেশন | নোটারী পাবলিক
ENROLLED AGENT
PH: 718-205-6040
37-20 74th Street, 2Fl, Jackson Heights
Mohammed Hasem, EA, MBA
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
IRS Certifying Acceptance Agent

KHALIL BIRYANI & HALAL CHINESE
2062 McGraw Ave, Bronx
NY 10462, Ph: 347-621-2884
KHALIL BIRYANI HOUSE
1445 Olmstead Ave, Bronx
NY 10462 Ph: 718-483-8904
www.khalilfood.com

Immigrant Elder Home Care LLC
বিস্তারিত দেখুন ১৮ পৃষ্ঠায়

Bangla Travel
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
7305 37th Road, Jackson Heights, NY 11372
Phone: 917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

MTR Electric
Murad Hussain
MRT Electric, 347-251-7335, Email: muradhussain0907@gmail.com

Home & Habitat Realty Corp.
516-460-8260
Mohammed Islam
Branch Manager
646-724-6417
71-20 35th Ave, Jackson Heights, NY 11372

MOTIN
An Icon of Growth & Development
Sweets & Masala

Mohammed A Azad MBA
Real Estate Developer
917-346-8207
Liberty Renovation
Libertyrenovation.com

সম্পাদক: ইব্রাহীম চৌধুরী কর্তৃক মুদ্রিত ও পরিবেশিত: ৩৭-১৮, ৭৩ স্ট্রিট, সুট # ২০২ জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক ১১৩৭২, ফোন: ৭১৮- ৩০৮ - ৫০২০, ই-মেইল: নিউজ: news@prothomalony.com, বিজ্ঞাপন: cm@prothomalony.com